আক্বীকার বিধান ও নাম করণ

প্রনয়ণে

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক আল-ফাইযী



কোন এক
কল্যাণকামির খরচে
ছাপা হয়েছে তিনি নিজের
ও তাঁর পিতা-মাতার
জন্য দুআ আশা
করেন।

১৪৩২ হিঃ মুতাবিক ২০১১ খৃঃ

আক্বীকার বিধান ও নাম করণ

প্রনয়ণে

মুহাম্মাদ মুকাম্মাল হক আল-ফাইযী
বি.এ অনার্স কুরআন-হাদীস,উচ্চ এ্যারাবিক ডিপ্লোমা
কিং সউদ ইউনিভার্সিটি
রিয়ায সউদী আরব
কর্ম রত কিং আব্দুল আযীয একাডেমি (উইয়ায়নাহ)
রিয়ায সউদী আরব

১৪৩২ হিঃ মুতাবিক ২০১১ খৃঃ



নীতি বাক্য

বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর যাবতীয় প্রসংশা, অতঃপর আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর পরিবার ও সাহাবাবর্গের উপর রহমত এবং শান্তির বর্ষিত হোক।

আমি আমার এই পুস্তকে যথা সাধ্য দলীল ভিত্তিক মাসায়েল আলোচনার সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। প্রয়োজনে কিছু বর্ণনার তাহক্বীক করেছি। দ্বন্দ্বমুখোর বিষয়ে প্রমাণাদি তুলে ধরেছি ও সঠিক সিদ্ধান্ত পেশ করার চেষ্টা করেছি। পরে কেউ যাতে দুর্বল বর্ণনা দ্বারা হুজ্জুতি না করতে পারে, তার জন্য দুর্বল বর্ণনাও উল্লেখ করে পাঠকগণকে সতর্ক করেছি। হাদীসের আরবী শব্দও উল্লেখ করে দিয়েছি যাতে পাঠকগণের অধিক আস্থা আসে ও চিত্ত সন্তুষ্ট হয়। হাদীস সমূহ কমপিউটার প্রোগ্রাম (المكتبة الشاملة) "মাকতাবাহ শামেলাহ"এর দ্বিতীয় এডিশন থেকে নেয়া হয়েছে। অধিক জানার প্রয়োজন হলে সেখানে প্রত্যাবর্তন করা আশা রাখছি।

ভূমিকা

ইসলামী বিধান পালনের মধ্য দিয়ে নেকী পেতে হলে সঠিকভাবে তা পালন করা আবশ্যক। কুরআনও সহীহ্ হাদীসের আলোকে ইবাদত করা আমাদের সকলের কর্তব্য। আমাদের সমাজে অধিকাংশ কর্মে ত্রুটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমার এই কথায় অনেকের মন ভারি হতে পারে!! কারণ তারা মনে করে আমরা এতদিন এভাবে কর্ম করে আসছি সেটি হঠাৎ করে ভুল হবে কেন? শরীয়তের ইলম না থাকাই এই প্রশ্নের কারণ। যার ফলে তাদের কাছে প্রচলিত কর্ম সঠিক বলে মনে হয়। সেই জন্য আমাদের আলোচনার প্রয়োজন আছে। "আক্বীকাহ" ইসলামের একটি বিধান। এ বিধান সম্পর্কে অনেক রকম কথা শুনতে পাওয়া যায়, অনেকে প্রশ্ন করে, তাদের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে এ বিষয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করলাম। হে আল্লাহ তুমি তাওফীক্ব দাতা, তোমার উপর ভরসা রেখে কাজ আরম্ভ করলাম, তুমি আমাদেরকে উপকারী জ্ঞান দান কর।

আল-মাজমাআহ দাওয়া সেন্টারের দায়ী শায়েখ আব্দুল হামীদ ফাইযী, মাদানী, রিয়াযস্থ পুরাতন সানাইয়্যার দাওয়া সেন্টারের দায়ী শায়েখ আব্দুল হাই মাদানী,শায়েখ মতিউর রহমান মাদানী ,দায়ী দাম্মাম দাওয়া সেন্টার,এই পুস্তক সংশোধনের উদ্দেশ্যে পাঠ করেছেন। আল্লাহ তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

সূচীপত্র

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কিছু করণীয়

তাহ্নীক

তাহ্নীকের মূল ধাতু "হানাক"। মুখের ভিতরের তালুকে আরবীতে হানাক বলা হয়। খেজুর অথবা মিষ্টি জাতিয় বস্তু চিবিয়ে নবজাত শিশুর মুখের তালুতে আঙুলে করে লাগিয়ে দেয়াকে আরবীতে তাহ্নীক বলে। এর হিকমত বা উদ্দ্যেশ্য হলো শিশুর পেটে সর্ব প্রথম মিষ্টি বস্তু প্রবেশ করা। সৎ ব্যক্তির দ্বারা তাহনীক করা উত্তম।[১] এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে;

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ فَأَتَيْتُ المدِيْنَةَ فَنَزَلْتُ بِقُبَاءَ فَوَلَدْتُ بِقُبَاءَ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِيْ حِجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ثُمَّ تَفَلَ فِيْ فِيْهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيْقُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُوْدٍ وُلِدَ فِيْ الإِسْلاَمِ فَفَرِحُوْا بِهِ فَرْحًا شَدِيْداً لأَنَّهُمْ قِيْلَ لَهُمْ إِنَّ اليَهُوْدَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يُوْلَدُ لَكُمْ.(صحيح البخاري)

অর্থ, আসমা বিনতে আবী বাক্‌র (রাযি আল্লাহু আনহুমা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের ﷺ কে মক্কায় গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তিনি বলেন আমি ঐ অবস্থায় মদীনায় হিজরত করার উদ্দ্যেশ্যে বের হই,তখন আমার গর্ভের সময় পূরণ হয়েছিল,অতঃপর মদীনার উদ্দেশ্যে বের হই,

[১].সহীহ বুখারী ৩/৫৪৬ পৃঃ ।

Contents

কুবায় অবস্থান করি ও সেখানেই প্রসব করি, অতঃপর শিশুটিকে রাসূলের ﷺ কাছে নিয়ে এসে তাঁর কোলে রাখি, তিনি সঃ খেজুর চান ও সেটিকে চিবান তারপর শিশুটির মুখে থুথু দেন, শিশুর পেটে প্রথম যে বস্তু প্রবেশ করে তা হলো রাসূল ﷺ এর থুথু। এরপর তিনি খেজুর দ্বারা তাহ্নীক করেন। (অর্থাৎ চিবানো খেজুরটি শিশুর তালুতে লাগিয়ে দেন) অতঃপর তার জন্য দু'আ করেন ও বরকত কামনা করেন। এটি ছিল (হিজরতের পর) ইসলামের প্রথম সন্তান, এ জন্য তাঁরা অতি আনন্দিত হন। কারণ তাদেরকে বলা হয়েছিল ইয়াহুদীরা তোমাদেরকে যাদু করেছে তোমাদের কোন সন্তান জন্ম নিবে না।[২]

এ হাদীস থেকে আমরা বরকত ও তাহ্নীকের কথা জানতে পারলাম এ ছাড়া তাহনীকের আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি নীচে পেশ করা হল।

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيْمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِيْ مُوْسَى (البخاري)

অর্থ, আবু মুসা আঃ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বাচ্চা প্রাপ্ত হই, অতঃপর তাঁকে আমি নবী ﷺ এর নিকট নিয়ে আসি, তিনি তার নাম রাখেন ইব্রাহীম। অতঃপর খেজুর দ্বারা তাহ্নীক করেন, তার জন্য বরকতের দু'আ করেন এবং আমাকে ফিরত দেন। এটি ছিল আবু মুসার আঃ সব চেয়ে বড় ছেলে।[৩]

[২].(বুখারী ৪/১৪৮৪ পৃঃ)
[৩]. বুখারী ৫/২২৯০ পৃঃ।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ (مسلم)

অর্থ, আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ এর কাছে শিশুদের আনা হত, তিনি তাদের বরকতের দু'আ করতেন ও তাহনীক করতেন।[৪]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ يُحَنِّكُهُ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ (البخاري)

অর্থ, আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, তাহনীক করার জন্য কোন এক শিশুকে নবী ﷺ এর কাছে নিয়ে আসা হয়, অতঃপর ছেলেটি পেশাব করে দেয় এবং তা পানি ব্যবহার করে পরিষ্কার করা হয়।[৫]

এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা রয়েছে, কেবল উক্ত বর্ণনা পেশ করে যথেষ্ট করলাম।

সহীহ হাদীস দ্বারা বুঝতে পারলাম যে,তাহনীক করা সুন্নাত বা শরীয়ত সম্মত। নবজাত শিশুর জন্য তাহনীক করা উচিৎ। রাসূলের এই সুন্নাতটি প্রায় মৃত। খুব কম লোক এটির উপর আমল করে। যারা এটির উপর আমল করবেন তারা সুন্নাত পালনের এবং রাসূলের একটি সুন্নাত জীবিত করার নেকী পাবেন বলে আমার আশা।

---

৪. *মুসলিম ৩/১৬৯১ পৃঃ।*

৫. *বুখারী ৫/২০৪১পৃঃ।*

শিশুর কানে আযান ও ইক্বামতঃ

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কোন-কোন দেশে শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দেয়া হয়। আবার শুনা যায় এটি নাকি ঠিক নয়। বিষয়টি আলোচনার ভিত্তিতে স্পষ্ট করা প্রয়োজন;

عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِي حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بَالصَّلاَةِ (الترمذي، وقال هذا حديث صحيح وحسنه الألباني)

অর্থ,উবাইদুল্লাহ বিন আবু রাফে নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা যখন তাঁর শিশু হাসান বিন আলীকে প্রসব করেন তখন আমি রাসূল ﷺ কে তাঁর কানে নামাযের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি।[৬]

قَالَ الْمُنْذِرِيُ فِيْ تَلْخِيْصِ السُّنَنِ بَعْدَ قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ هَذاَ (هَذاَ حَدِيْثٌ صَحِيْح) وَفِيْ إِسْنَادِهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بن عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَدْ غَمَزَهُ الإِمَامُ مَالِكٌ ، وَقَالَ اِبْنُ مَعِيْنِ ضَعِيْفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيْثِهِ وَتَكَلَّمَ فِيْهِ غَيْرُهُمْ وَانْتَقَدَ عَلَيْهِ أَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ حِبَّانٍ،،،، وَقَالَ الْعَجَلِيُّ: لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ اِبْنُ

৬. তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে সহীহ ও শায়েখ আল বাণী হাসান বলেছেন। তবে অন্যান্য ইমামগণ উক্ত হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

عَدِيٌّ وَمَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيْثُهُ، وَقَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ: لاَ أَحْتَجُّ بِهِ لِسُوْءِ حِفْظِهِ كَذاَ فِيْ مِيْزَانِ الاِعْتِدَالِ (تحفة الأحوذي 88/5)

অর্থ, আল-মুনযেরী তালখীসুস সুনানে ইমাম তিরমিযীর কথা; (হা-যা হাদীসুন সহীহুন) নকল করার পর বলেন,এই হাদীসের পরম্পরায় আসেম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আসেম বিন উমার বিন খাত্তাব রয়েছে, ইমাম মালেক তাকে কথার খোঁচা মেরেছেন, ইবনে মায়ীন বলেন সে দুর্বল তার বর্ণিত হাদীস দলীলের যোগ্য নয়। আবু হাতেম মুহাম্মাদ বিন হিব্বান তার সমালোচনা করেছেন। আল-আজালী বলেছেন, (لابأس) অর্থাৎ কোন অসুবিধা নেই। ইবনে আদী বলেন, তার দুর্বলতা থাকা সত্বেও তার হাদীস লেখা যাবে। ইবনে খুযাইমাহ বলেন, তার স্মৃতি শক্তি দুর্বল হওয়ার কারণে তার বর্ণিত হাদীস দলীল বলে আমি গ্রহণ করি না। এভাবে মীযানুল ই'তেদালে বলা হয়েছে।[৭] তবুও শায়েখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, উক্ত হাদীসে নবজাত শিশুর কানে আযান দেয়া সুন্নাত তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, আল-কারী শারহে সুন্নায় বলেছেন;

رُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ يُؤَذِّنُ فِيْ الْيَمِيْنِ وَيُقِيْمُ فِيْ الْيُسْرَى إِذاَ وُلِدَ الصَّبِيُّ.(شرح السنة)

অর্থঃ কোন শিশু জন্ম নিলে উমার বিন আব্দিল আযীয ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দিতেন।[৮] এটি মুরসাল অর্থাৎ উমার বিন আব্দুল আযীযের কর্ম। রাসূলের সাথে সম্পর্ক জোড়া হয়নি।

৭. *তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৯০ পৃঃ।*
৮. *শারহুস সুন্নাহ।*

وَقَدْ جَاءَ فِيْ مُسْنَدِ أَبِيْ يَعْلَى الْمَوْصُوْلِي عَنِ الْحُسَيْنِ مَرْفُوْعاً: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِيْ أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ. كَذَا فِيْ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ لِلسُّيُوطِيْ اِنْتَهَى كَلَامُ الْقَارِيِ.

অর্থঃ "মুসনাদে আবী ইয়ালায় মারফু, অর্থাৎ রাসূলের সাথে সম্পর্ক জুড়ে হুসাইন ﷺ রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো অতঃপর সে তার ছেলের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামত দিলো তাহলে খিচুনি রোগ তার ক্ষতি করতে পারবে না।"[৯] শায়েখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ‘‘আল-জামে আস-সাগীর’’ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,উক্ত হাদীসের সানাদ দুর্বল,অবশেষে শায়েখ মুবারকপুরী বলেন,আবুরাফে ও হুসাইন এর হাদীস একে অপরের সাহায্যের মাধ্যমে দুর্বলতা কাটিয়ে গ্রহণ যোগ্য হবে।[১০]

ইমাম নাসিরুদ্দীন আলবাণী আবুরাফের বর্ণনাকে হাসান বলেছেন। এ বর্ণনাটি আবুদাউদ ও তিরমিযীতে উল্লেখিত হয়েছে। এই আলোচনায় কানে আযান ও ইক্বামতের বর্ণনাগুলির অবস্থা জানতে পারলাম, ডঃ যিয়াউর রহমান আল-আ'যোমী আল-মিন্নাতুল কুবরায় উল্লেখ করেছেন, যে বর্ণনা গুলোতে আযান ও ইক্বামত উভয় উল্লেখিত হয়েছে সেগুলো সহীহ নয়। তবে আবু রাফে'এর বর্ণনা হাসান (উত্তম)। তাতে কেবল আযানের কথা উল্লেখিত হয়েছে, ইক্বামতের কথা নেই। সুতারাং ঐ বর্ণনার ভিত্তিতে কেবল আযান দেয়া জায়েয।

---

[৯] *আল-জামে আস-সাগীর, সয়ূতী। ইমাম আলবাণী হাদীসটিকে মওযূ বা জাল বলেছেন।*
[১০] *তোহফাহঃ ৫/৯০ পৃঃ।*

কানে আযান দেয়ার হিকমত

এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের কোন বাণী নেই, তবে কোন কোন আলেম কানে আযান দেয়ার হিকমত বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুর কানে আযান দেয়ার রহস্য হচ্ছে যে, সর্ব প্রথম সন্তানের কানে আল্লাহর আযমত (বড়ত্ব) ও কালিমায়ে তাওহীদ প্রবেশ করানো যে কালিমা ইসলামের মূল। তা শ্রবণের মধ্য দিয়ে যেন নতুন শিশুকে বরণ করা হয়। আবার দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় সেই কালিমা তাকে তালকীন (পাঠ) করানো হয়। তা ছাড়া আরো হিকমত হচ্ছে যে শয়তানের দাওয়াত তার কানে পৌঁছানোর পূর্বে যেন আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে যায়।[১১]

মাথা মুন্ডন

এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা রয়েছে, তার মধ্যে মোটামুটি যে ক'টি সহীহ সে ক'টি হলো;

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.(أبوداود 16/8، البيهقي 303/9،

---

১১. *আল-আসয়েলাতুল ফিক্বহীয়্যাহ ৩/৩৯ পৃঃ।*

الدارمي 106/6، المعجم الكبير للطبراني 339/6، مشكل الأثار للطحاوي 3/ 19،قال الشيخ الألباني :صحيح)

অর্থ, সামুরা বিন জুনদব রাঃ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটি শিশু তার আক্বীকাহর সাথে বন্ধক থাকে, তার পক্ষ হতে সপ্তম দিনে যবেহ করবে অর্থাৎ আক্বীকাহ দিবে, নাম রাখবে এবং মাথার চুল মুন্ডন করবে।[১২]

حدثنا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

(البخاري5/17، 480/121، الترمذي، النسائ ابن ماجة9 /334،.)

অর্থ, সালমান বিন আমের আযযাব্বী বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন, বাচ্চার জন্য রয়েছে আক্বীকাহ । তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার কষ্ট দায়ক বস্তু দূর কর। (বুখারী তিরমিযী,নাসায়ী, আবু দাউদ ইবনে মাজাহ) ইবনে সিরীন বলেন, কষ্টদায়ক বস্তু বলতে মাথা মুন্ডন করা যদি না হয় তাহলে আমি জানিনা তা কি? আল আসমায়ী দৃঢ়ভাবে বলেন, তার অর্থ মাথা মুন্ডন করা। অনুরূপ আবুদাউদ, হাসান থেকে শুদ্ধ সানাদে বর্ণনা করেছেন।[১৩]

উক্ত হাদীসদ্বয় থেকে মাথা মুন্ডন ও সপ্তম দিনে মাথা ন্যাড়া করার কথা প্রমাণিত হলো। সুতরাং মাথা ন্যাড়া করা সুন্নাত এতে সন্দেহ নেই।

মাথা মুন্ডন করার সময় "القزع" (আল-কাযা') করা বৈধ নয়, (কাযা') বলতে শিশুর মাথার কিছু অংশ মুন্ডন করা ও কিছু অংশের চুল রেখে দেয়া।

[১২] *আবু দাউদ,৮/১৬, বাইহাক্বী, ৯/৩০৩ পৃঃ, দারেমী,৬/১০৬ পৃঃ, আল-মু'জামুল কাবীর, তবরানী, ৬/৩৩৯ পৃঃ, মুশকিলুল আসার, তাহাবী,৩/১৯। ইমাম আল-বানী বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন।*

[১৩] *তোহফাহতুল আহওয়াযী ৫ খন্ড ৮৫ পৃঃ।*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ. (البخاري ، مسلم النسائ أحمد، ابن ماجة.)

অর্থ, আব্দুল্লাহ বিন ওমার কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ "কাযা" করতে (মাথার কিছু অংশ মুন্ডন ও কিছু অংশ চুল রাখতে) নিষেধ করেছেন।[১৪]

ইমাম তাইমিয়াহ এই হাদীসের আলোকে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ন্যায় ন্যায্যকে পূর্ণ মাত্রায় ভালবাসেন, তার দলীল উক্ত হাদীসে জানা যাচ্ছে; একই মানুষের মাথা দু'রকম হয়ে যাওয়াটা পছন্দ করেন না, কারণ এটি মাথার জন্য যুলম । এর আরো দৃষ্টান্ত যেমন শরীরের অর্ধাংশ রোদ ও অর্ধাংশ ছায়াতে রাখা জায়েয নয়। কারণ এটি শরীরের উপর যুলম। অনুরূপ এক পায়ে জুতো পরা ও অপর পা খালি রেখে চলাও নিষেধ। এটি পায়ের জন্য যুলম। "আল-কাযা" চার ভাবে হতে পারেঃ

১. মাথার বিভিন্ন স্থানে অল্প-অল্প করে চুল চাঁছা।

২. মাথার মধ্যাংশ চুল চাঁছা ও পাশ গুলো ছেড়ে দেয়া,যেমন খৃষ্টানদের শাম্মাসরা করে থাকে।[১৫]

৩. মাথার চারপাশ চেঁছে মধ্যাংশে চুল রেখে দেয়া।

৪. মাথার সামনের দিক চেঁছে দেয়া ও পিছন দিকে চুল ছেড়ে দেয়া। [১৬]

অতএব সুন্নতি পদ্ধতি হলো শিশুর মাথার চুল সম্পূর্ণ চেঁছে ফেলা যা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে ।

---

[১৪]. *বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ।*

[১৫].*শাম্মাস তাদেরকে বলা হয় যারা গির্জার খেদমতে নিয়োজিত, তবে "কিস্‌সিস" এর পদ মর্যাদা থেকে কিছু কম, "শাম্মাস" শব্দটি হচ্ছে 'সুরয়ানী'।*

[১৬]. *মাউদুদ ১১৪/১১৫পৃঃ।*

চুলের ওজন সমপরিমাণ রূপা দান

এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস গুলি প্রথমে উল্লেখ করা হোক, তারপর আলোচনার ভিত্তিতে সঠিক মাসআলা বর্ণনা করার চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ.

(قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. رواه مالك، وأبودود في المراسل، والبيهقي والحاكم، وقال الشيخ عبد الرحمن المباركفوري إن الإمام الترمذي حسنه بتعدد طرقه، ص تحفة 93ج/5 ، وحسنه الشيخ الألباني، إرواء الغليل ، سكت عنه الذهبي في التلخيص)

অর্থ, আলী ইবনে আবী তালেব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাসানের পক্ষ হতে একটি ছাগল আক্বীকাহ দেন এবং বলেন, হে ফাতেমাহ (রাযিআল্লাহু আনহা), তুমি তার মাথা মুন্ডন কর ও তার চুলের ওজন সমপরিমাণ রূপা দান কর। অতঃপর ফাতেমাহ (রাযিআল্লাহু আনহা) তা ওজন করেন,তার ওজন ছিল এক দেরহাম অথবা তার কিছু অংশ। (ইমাম তিরমিযী,তিনি হাদীসটিকে উত্তম ও গারীব (অজ্ঞাত) বলেছেন এবং এও বলেছেন যে তার পরম্পরায় ধারাবাহিকতা বজায় নেই। কারণ "আবু জাফর মুহাম্মাদ বিন আলী" আলী বিন আবী তালেব থেকে বর্ণনা করেছেন অথচ তাঁর আলী বিন আবী তালেবের সাথে সাক্ষাত হয়নি। এ ছাড়া ইমাম হাকেম,মালেক, আবু দাউদ মারাসিলে এবং বাইহাকী সুনানে বর্ণনা

করেছেন। শায়েখ আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী বলেন, ইমাম তিরমিযী পরম্পরা ছিন্ন হাদীসটিকে এজন্য উত্তম বলেছেন যে, সেটি বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে, যেমন ইমাম মালেক মুয়াত্তায়, ইমাম আবু দাউদ মারাসিলে, ইমাম বাইহাকী সুনানে এবং হাকেম মুসতাদরাক ইত্যাদি গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১৭]

শিশুর চুল চেঁছে ফেলে ওজন করে তার ওজন সমপরিমাণ রূপা দান করার প্রমাণে দ্বন্দ মুক্ত কোন সহীহ হাদীস নেই। বা আছে তার কিছু উল্লেখ করা হয়েছে।

আলী বিন আবি তালেবের ﷺ উক্ত বর্ণনা সহীহ নয়। ইমাম তিরমিযী এ কথা এর পূর্বে বলেছেন যে, তার সানাদ বা পরম্পরা ছিন্ন। তবুও ইমাম তিরমিযী,শায়েখ আব্দুর রহমান ও ইমাম আল-বানী হাদীটিকে "হাসান" বলেছেন। ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটিও দূর্বল, যার কারণ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। আলী বিন আবী তালেবের বর্ণনার ভিত্তিতে শায়েখ মুহাম্মাদ সিদ্দীক হাসান খান রূপা দান করার পরিচ্ছেদ তাঁর গ্রন্থে নির্ধারণ করেছেন। ইমাম ইবনে কোদামা বলেন, রূপাদান করা ভাল, তিনি উক্ত বর্ণনা ছাড়া অন্য বর্ণনা পেশ করেন;

رَوَى سَعِيْدٌ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بِكَبْشٍ بِكَبْشٍ، وَأَنَّهُ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ شُعُوْرِهِمَا وَرَقاً،،،(عبد الرزاق في كتاب العقيقة، المصنف 4/ص333-335 ، وابن أبي شيبة ، كتاب العقيقة المغني لابن قدامة 397/13

---

[১৭].তোহফাতুল আহওয়াযী ৫ খন্ড ৯৩ পৃঃ। অনুরূপ ইমাম আল-বানীও হাদীসটিকে হাসান বা উত্তম বলেছেন। ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৮৩ পৃঃ।

অর্থ, সাঈদ তার সুনান গ্রন্থে মুহাম্মাদ বিন আলী থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সঃ হাসান-হুসেনের পক্ষ হতে একটি করে ভেড়া আক্বীকাহ দেন এবং তাদের চুলের ওজন অনুপাতে রূপা দান করেন।[১৮] (কিন্তু এ বর্ণনার হুকুম অর্থাৎ সহীহ না দুর্বল কিছুই উল্লেখ করেননি।)

ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর গ্রন্থ তোহফাতুল মাওদুদে চুলের ওজন সমপরিমাণ রুপা দান করার পরিচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন এবং উক্ত যে বর্ণনা গুলি তিনি নিয়ে এসেছেন, তার কয়েকটি;

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُوْمٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً.(موطأ/501/2، ورجاله ثقات لكن مرسل.)

অর্থঃ জা'ফর বিন মুহাম্মাদ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন,ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা হাসান-হুসেন,যাইনাব এবং উম্মে কুলসুমের চুল ওযন করেন এবং তার ওজন সমপরিমাণ রূপা দান করেন।[১৯] এ বর্ণনার পরম্পরার বর্ণনাকারীগণ নির্ভর যোগ্য। কিন্তু এটি মুরসাল অর্থাৎ রাসূলের কথা বা কর্ম নয় বরং এটি "ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা" এর কর্ম।

عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً.(موطأ/501/2 ورجاله ثقات لكن مرسل.)

[১৮]. আব্দুর রাযযাক, কিতাবুল আক্বীকাহ আল মুসন্নাফ, ৪/৩৩৩-৩৩৫, ইবনে আবী শাইবা, কিতাবুল আক্বীকাহ, আল-মুগনী ১৩/৩৯৭ পৃঃ)।

[১৯]. মুআত্তা ইমাম মালেক, ২/৫০১পৃঃ

অর্থঃ রাবীআহ বিন আবী আব্দির রহমান মুহাম্মাদ বিন হুসাইন হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এর কন্যা ফাতেমা হাসান-হুসেনের চুল ওজন করেন এবং তার ওজন সমপরিমাণ রূপা দান করেন।[২০]

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدْ بنِ عَلِّيْ بنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِّيٍ عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ شَاةً ، وَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، اِحْلِقِيْ رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِيْ بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَماً أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ (سبق تخريجه)

অর্থঃ উবাইদুল্লাহ বিন আবী বাকর মুহাম্মাদ বিন আলী বিন হাসান থেকে তিনি আলী থেকে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাসানের পক্ষ হতে একটি ছাগল আক্বীকাহ দেন এবং বলেন,হে ফাতেমাহ তুমি তার মাথা মুন্ডন কর এবং তার চুলের ওজন সমপরিমাণ রূপা দান কর। অতঃপর তিনি তা ওজন করেন, তার চুলের ওজন হয় এক দেরহাম অথবা এক দিরহামের কিছু অংশ সমপরিমাণ।[২১]

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ أَنَّ حَسَناً حِيْنَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ أَرَادَتْ أَنْ تَعُقَّ عَنْهُ بِكَبْشٍ عَظِيْمٍ، فَاتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَعُقِّي عَنْهُ شَيْئاً، وَلَكِنْ اِحْلِقِيْ شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقِيْ بِوَزْنِهِ مِنَ الْوَرَقِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَى اِبْنِ السَّبِيْلِ. (البيهقي ، حديث ضعيف لضعف شريك، تعليق محمد صبحي حسن حلاق. تحفة المودود ص114)

অর্থঃ আবু রাফে’ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,হাসানের মা যখন তাকে প্রসব করেন তখন তিনি তাঁর পক্ষ হতে বড় দুম্বা আক্বীকাহ দেয়ার ইচ্ছা করেন এবং নবী ﷺ এর কাছে আসেন, অতঃপর তিনি তাকে বলেন,তুমি তার পক্ষ

২০. ঐ।

২১. হাদীস বর্ণনাকারীর নাম ও তার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা ইতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

হতে কিছু আক্বীকাহ দিওনা বরং তার মাথা ন্যাড়া কর এবং তার চুলের ওজন সমপরিমাণ আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরের জন্য রূপা দান কর।[২২]) ঐ অর্থে মুসনাদে আহমাদে একটি বর্ণনা রয়েছে সেটিও দুর্বল। তার পরম্পরায় রয়েছে আব্দল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন আক্বীল তিনি দুর্বল। তা'লীক্ব শুআইব আল আরনাউত)

এপর্যন্ত আলোচনায় উপলব্ধি করতে পারলাম যে বিষয়টির প্রমাণ বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কোন বর্ণনাই ভেজাল মুক্ত বা স্বয়ং সহীহ নয়। আর কোনটি দুর্বল কোনটি মুরসাল এবং কোনটি হাসান লে-গায়রিহি (অর্থাৎ অপরের সহযোগিতায় হাসান বা উত্তম পর্যায়ে পৌঁছেছে।) উক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় এ বিধানটি যরুরী বা মুআক্কাদা না হলেও মুস্তাহাব হতে পারে। কম পক্ষে রূপা দানের নেকী পেয়ে যাবে।

শিশুর জন্ম গ্রহণের পূর্বে ও পরে কিছু কুসংস্কার

প্রসব হওয়ার পূর্বে অনেকে মারইয়াম ফুল ভিজিয়ে উরুতে বেঁধে দেয়,তাদের বিশ্বাস মারইয়াম ফুল প্রসব সহজ করে। এটি ভুল ধারণা। প্রসব সহজ করার মালিক আল্লাহ ,তিনি প্রসব সহজ করেন। আল্লাহ বলেন,

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (عبس : 18 – 22)

অর্থ, তিনি তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন? তাকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবিন্দু থেকে,পরে তার পরিমিতি বিকাশ সাধন করেন,অতঃপর তার পথ

---

[২২] বাইহাকী। বর্ণনাটি "শারীক"থাকার কারণে দুর্বল,কারণ তিনি (মুহাদ্দেসীনদের নিকট দুর্বল। তা'লীক্ব মুহাম্মাদ সুবহী হাসান হাল-াক্ব, তোহফাতুল মাওদুদ ১১৪পৃঃ।

সহজ করে দেন,তারপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। (আবাসা:১৮-২২)

বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর মেয়েদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার পরিলক্ষিত হয়। এলাকা হিসেবে কুসংস্কার হয় ভিন্ন ভিন্ন;

লোহাঃ কোন কোন এলাকায় দেখা যায়, সদ্য বাচ্চা প্রসবকারিনী মহিলা ঘর থেকে বের হন না। বের হওয়ার প্রয়োজন হলে সঙ্গে কোন প্রকার লোহা হাতে নিয়ে বের হন। উদ্দেশ্য জিন-ভূতের অনিষ্ট থেকে নিজকে ও কচি বাচ্চাকে বাঁচানো বা রক্ষা করা। তাই দেখা যায় হাতে খুন্তি, কাস্তে এবং কাজললতা ইত্যাদি নিয়ে বের হন।

হাড়ঃ কোন এলাকায় নবজাত শিশুর কাছে হাড় রাখা হয় যাতে কোন রকম ক্ষতিকারক বস্তু তার ক্ষতি সাধন করতে না পারে।

আগুনঃ আবার কেউ বাচ্চার নিকটে আগুন জ্বালিয়ে রাখে, বাড়ীর বাইর হতে কেউ বাড়ীতে প্রবেশ করলে হাত-পা ধুয়ে আগুনে সেক না করা পর্যন্ত বাচ্চার কাছে আসে না। উদ্দেশ্য জিন-ভূত,প্রেতের অনিষ্ট থেকে পরিত্রাণ।

কান ফুড়াঃ বারবার শিশু মারা গেলে মৃত্যুর হাত থেকে বাচাঁর লক্ষ্যে শিশুর কান ফুড়ে দেয়।

কোল পরিবর্তনঃ কোন মহিলার একাধিক বার বাচ্চা মওে গেলে তারপরে বাচ্চা প্রসব করলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য মহিলার কোলে বাচ্চা তুলে দেয় যাতে বাচ্চা না মরে।

খাতা-কলমঃ কোন এলাকায় শিশুর পাশে খাতা কলম রাখা হয়,যাতে ফেরেশ্‌তা এসে শিশুর ভাগ্য,হায়াত-মাউত,রেযেক্ব লেখেন।

মোরগ-মুরগীঃ শিশুর বয়স যখন সাত দিন হয় তখন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মাকে মোরগ অথবা মুরগী খাওয়ানো হয়। ছেলে হলে মোরগ আর মেয়ে হলে মুরগী। উদ্দেশ্য যাতে মেয়ের মেয়েদের মত আর ছেলের পুরুষের

মত কণ্ঠ হয়। হায় মুসলিম সমাজ, কোথা থেকে এল এই শির্কী প্রথা? কণ্ঠস্বর কার হতে? আল্লাহর হাতে না মোরগ-মুরগীর হাতে? কণ্ঠস্বরের সাথে মরগ-মুরগীর সম্পর্ক কি? সন্তানের মা' কে মরগ-মুরগী খাওয়ালে সন্তানের ক্ষত কি? অথচ সপ্তম দিনে সুন্নাতী করণীয় আক্বীকাহকে আমরা ভুলেই গেছি।

নযর ফোটাঃ কচি বাচ্চার চোখে কাজল দেয়ার পর আঙ্গুলের মাথায় কালি লাগিয়ে শিশুর কপালের ডান অথবা বাম দিকে ফোটা দেয়া হয়। এই ফোটার নাম নযর ফোটা। আমার মনে হয় এই আপদ প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করেছে। এ গুলো সব কুসংস্কার।

তা'বীয-কবযঃ জিন ভূতের অনিষ্ট ও নযর লাগা হতে বাঁচার লক্ষ্যে শিশুর গলায় তা'বীয-কবয ঝুলানো হয়। এই শির্কী অথবা বিদআতী কর্মটি আমাদের সমাজে সুন্নাতে মুআক্কাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোহা, আগুন, হাড় ইত্যাদি জিন-ভূতের ক্ষতি তথা অন্য বস্তুর ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে এ ধরনের আক্বীদা-বিশ্বাস শির্কের অর্ন্তভুক্ত। কারণ সব রকমের অনিষ্ট হতে রক্ষাকারী একমাত্র আল্লাহ। ক্ষতি বা অনিষ্ট হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা কর্তব্য।

শিশুর মা মাহরুমঃ শুনা যায় কোন কোন এলাকায় শিশুর মাতাকে আক্বীকাহর গোশ্‌ত খেতে দেয়া হয় না। এটি এক মহা পন্ডিতী। ইসলামে মূলতঃ সব খাদ্য হালাল, তবে যেটির হারাম হওয়ার জন্য স্পষ্ট দলীল আছে সেটি হারাম। সেই জন্য কোন বস্তুকে হারাম ফাতওয়া দিতে হলে তার দলীল চাই। অনুরূপ আক্বীকাহর গোশ্‌ত হালাল, কারোর জন্য হারাম করতে হলে স্পষ্ট দলীল চাই। আক্বীকাহর গোশ্‌ত নিজে খাবে অপরকে খাওয়াবে এর আলোচনা পরে আসবে। সবাই আক্বীকাহর গোশ্‌ত খেতে পাবে,কেবল জন্ম দাত্রী মা খেতে পাবে না, তিনি এত বড় অপরাধিনী!!? ন্যায্য কথা হলো

মা'ই সবার চেয়ে বেশী হকদার, কারণ'সেই তো শিশুর পিছনে বেশী কষ্ট দিয়েছে। দশ মাস কষ্ট করে পেটে ধারণ করেছে। কথায় বলে " যে এল চষে সে রইল বসে আর যে রইল বসে সে খেল ঠেঁষে।"

পথ্য

"পথ্য" এর আভিধানিক অর্থঃ রোগীর পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য, (ঔষধপথ্য)ঃ সদ্য রোগমুক্ত অবস্থায় গ্রহণীয় খাদ্য (পথ্য করা)। কিন্তু কোন কোন এলাকায় প্রচলন আছে যে প্রথম শিশু ভুমিষ্ঠ হলে চার দিনের মাথায় পিতার বাড়ীর পক্ষ হতে শিশুর নানীর বাড়ীতে চাল,ডাল চিনি,ঘি,তেল,পিয়াজ,হলুদ,নানান খাদ্য পাঠানো হয়। আর এটিকে বলা হয় পোত (পথ্য)। আমার মনে হয় বর্তমানে এ কর্মটি পথ্যের অর্থের সাথে মিল নেই, কারণ এটি যদি রোগীর উপকারী খাদ্য হয় তাহলে বলব ঐ খাদ্য তো নানীর বাড়ীতেও আছে। ছেলের পিতার বাড়ী হতে পাঠানো প্রয়োজন কি? তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে সে কথা আলাদা। তাছাড়া রোগীর খাদ্য যে কোন দিনে পাঠানো যায়। কিন্তু চার দিনে পাঠাতে হয়, এসব প্রথা কোথা থেকে আমদানী হলো? এখান হতে অন্য রকম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সেটি হলো বিদআত। তবে রোগী দেখার বা নবজাত শিশুকে দেখার উদ্দেশ্যে যে কোন দিন যে কোন উপকারী খাবার নিয়ে যাওয়া বৈধ।

শাব্দিক অর্থে আক্বীকাহ

আক্বীকাহ (عَقِيْقَةٌ) এর মূল ধাতু হচ্ছে আক্বা (ع ق ق =عَقَّ), এর রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের পরিবর্তন ঘটে। যেমন "اَلْعَقُّ " এর অর্থ

মাটির বিস্তীর্ণ বা গভীর খাল। (العَقَقُ) এর অর্থ লম্বা তলোয়ারের মত মেঘে বিদ্যুতের চমক। (العَقُوْقُ) এর অর্থ গর্ভজীব (العُقُوْقُ) এর অর্থ বন্ধন ছিন্ন। (العَقِيْقُ) এর অর্থ মূল্যবান লাল পাথর। (العَقِيْقَةُ) এর অর্থ, মাতৃগর্ভে বাচ্চার গজানো চুল, তা মানুষ হোক অথবা জীব-জন্তু।[২৩] (المعجم الوسيط 616)

পারিভাষিক অর্থে আক্বীকাহ

আবু উবায়েদ, আল আসমায়ী ও যমাখশারী বলেন, ঐ ছাগলটিকে আক্বীকাহ বলা হয় যেটি শিশুর জন্য যবাই করা হয় ও শিশুর চুল যেদিন চেঁছে দেয়া হয়। ইমাম আহমাদ-বলেন, ‘‘যবাই এর নাম আক্বীকাহ। কারণ আক্বীকাহ (العَقِيْقَةُ) শব্দের মূল হচ্ছে ‘‘আক্‌কা’’ (عَقَّ), যার অর্থ কর্তন বা ছিন্ন করা। কেউ যখন তার পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তখন আক্বীতে বলা হয় (আক্কা ওয়ালেদাইহে)। ইবনে আব্দুল বার এটিকে সমর্থন করেছেন।[২৪]

-বাগবী বলেন, নবজাত শিশুর জন্য যবাইকৃত ছাগলটির নাম আক্বীকাহ। আবার কেউ বলেছেন, শিশুর যে চুল চেঁছে ফেলা হয় সেটির নাম আক্বীকাহ।

২৩. আল-মু'জামুল ওয়াসীত,৬১৬ পৃঃ।
২৪. আল-মুহাল্লা ,ইবনে হাযম ৭ খন্ড ৫২৩, আল-মুগনী,ইবনে কুদামাহ ১৩ খন্ড, ৩৯৩ পৃঃ।

-ইবনে ফারেস বলেন, শিশুর চুল চাঁছা ও ছাগল যবাই উভয়ের নাম আক্বীকাহ।[২৫]

ইয়াহুদীদের আক্বীকাহ

ইয়াহুদীদের আক্বীকাহ দেয়ার কথা হাদীসে প্রমাণিত আছে , কিন্তু কখন দিত কিভাবে দিত তা বিস্তারিত জানা যায়নি। তবে হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَعُقُّ عَنِ الْغُلاَمِ وَلاَ تَعُقُّ عَنِ الْجَارِيَةِ فَعَقُّوْا عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.(البيهقي302/9.)

অর্থ, আবু হুরাইবাহ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইয়াহুদীরা ছেলের পক্ষ হতে আক্বীকাহ দিত এবং মেয়ের পক্ষ হতে আক্বীকাহ দিত না। সুতরাং তোমরা ছেলেদের পক্ষ হতে দু'টি ছাগল আর মেয়েদের পক্ষ হতে একটি ছাগল আক্বীকাহ কর।[২৬]

এর পূর্বে আমরা জেনেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ন্যায়কে পূর্ণমাত্রায় ভালবাসেন, এমনকি একই মাথায় কিছু অংশ চুল কাটা আবার কিছু অংশ বাকী রাখা অপছন্দ করেছেন। কারণ এটি যুলম। তাই রাসূল সঃ যখন ইয়াহুদীদেরকে মেয়েদের বাদ দিয়ে কেবল ছেলেদের জন্য আক্বীকাহ দিতে

---

[২৫]. *আল-মুহাল-1,ইবনে হাযম ৭ খন্ড ৫২৩ পৃঃ*
[২৬] *বাইহাকী,৯ /৩০২ পৃঃ।*

দেখলেন তখন নিজ উম্মতকে ছেলেদের জন্য দু'টি ও মেয়েদের জন্য একটি ছাগল আক্বীকাহ দিতে বললেন। এটি ইসলাম ধর্মের ইয়াহুদী ধর্মের উপর একটি বৈশিষ্ট্য।

জাহেলী যুগের আক্বীকাহ

জাহেলী যুগের লোকেরা নবজাত শিশুর জন্য জানোয়ার যবেহ করত। এটিকে তারা আক্বীকাহ বলত। যবেহকৃত জানোয়ারের রক্ত শিশুটির মাথায় বরকত হাসেলের আসায় লেপত। কারণ এটি তাদের নিকট পবিত্র ছিল। এমনকি তাদের প্রতিমার সম্মানার্থে ঐ রক্ত দ্বারা প্রতিমাগুলোকে রাঙ্গাত। অতঃপর রাসূল ﷺ ইসলামে আক্বীকাহকে স্বীকৃতি দেন এবং মুশরিকদের সাথে সদৃশ্য থাকার কারণে শিশুর মাথায় রক্ত প্রলেপ করতে নিষেধ করেন।[২৭]

ইসলামে আক্বীকাহর হুকুম

আক্বীকার হুকুমে মতভেদ রয়েছে, অর্থাৎ আক্বীকাহ ওয়াজিব, সুন্নাত না মুস্তাহাব এবিষয়ে মভভেদ রয়েছে। [২৮]

---

২৭. তোহফাতুল মাওদুদ বেআহকামিল মাওলূদ, ইমাম ইবনে কাইয়েম,৮৬ পৃঃ

২৮. তোহফাতুল মাওদুদ বেআহকামিল মাওলূদ, ইমাম ইবনে কাইয়েম, ৬৬ পৃঃ

*- যাহেরীদের নিকট **আক্বীকাহ ওয়াজিবঃ** যেমন, ইমাম হাসান ও দাউদ বলেন, আক্বীকাহ ওয়াজিব। এদের দলীল, আক্বীকায় রাসূল সঃ এর আদেশ সূচক বাণী;

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى.(صحيح البخاري باب إماطة الأذى عن الصبي ج/17 /121 ، أبوداود ج/8 /18 ، الترمذي ج/ 480، السنن الكبرى 5/5 ، المستدرك للحاكم ج 17 / 90 ، الدارمي ج / 103 ، مسند أحمد 46/16).

অর্থঃ সালমান বিন আমের আয্যাবী বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, শিশু আক্বীকার সাথে জড়িত। সুতরাং তোমরা তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর কর।[২৯] তারা বলেন,উক্ত বর্ণনায় রক্ত প্রবাহিত করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। **আর রাসূলের আদেশ ওয়াজিব। সুতরাং আক্বীকাহ ওয়াজিব।**

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.(أبوداود ج/16 ،سنن النسائ ج/13 /140 ، ابن ماجة ج/9 /335 السنن الكبرى ج9 /299 ، المستدرك ج/14 /445 ، وغيرها، وصححه الألباني.)

[২৯].সহীহ বুখারী বাবো ইমাতাতুল আযা আনিস্সাবী,১৭/১২১পৃঃ আবুদাউদ ৮/১৮পৃঃ তিরমিযী ৫/৪৮০পৃঃ সুনানুল কুবরা লিল্ বাইহাকী ৫/৫পৃঃ মুসতাদরাক লিল্ হাকেম,১৭/৯০ পৃঃ আল মু'জামুল কাবীর লিত্তাবারানী ৬/ ৯০ পৃঃ আদ্দারেমী ৬/ ১০৩ পৃঃ মুসনাদে আহমাদ ১৬/ ৪৬ পৃঃ।

অর্থঃ সামুরা বিন জুনদুব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটি শিশু তার আক্বীকাহর সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে (জানোয়ার) যবেহ করবে এবং মাথার চুল ন্যাড়া করে নাম রাখবে।[৩০]

قَالَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ: أَمْرُهُ عَلَيهِ السَّلاَمُ بِالْعَقِيْقَةِ فَرْضٌ كَماَ ذَكَرْناَ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ شَيْئاً مِنْ أَوَامِرِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى جَوَازِ تَرْكِهاَ إِلاَّ بِنَصٍ آخَرَ، وَقَدْ قاَلَ عَلَيهِ السَّلاَمُ:إِذاَ أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَااسْتَطَعْتُمْ، وَمِمَّنْ قَالَ بِوَجُوْبِهَا أَبُو سُلَيْمَانَ. (المحلى لابن حزم ص526)

অর্থঃ আবু মুহাম্মাদ বলেন,আক্বীকাহর বিষয়ে রাসূল ﷺ এর আদেশটি হচ্ছে ফরয। এ কথা যেমন আগে উল্লেখিত হয়েছে যে অন্য দলীল ছাড়া কোন কিছুর উপর তিত্তি করে রাসূলের আদেশকে বর্জন করা কারোর জন্য বৈধ নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন,আমি যখন তোমাদেরকে যে বিষয়ে আদেশ দিব তখন তোমরা সেটিকে যথা সাধ্য পালন করবে। যারা আক্বীকাহকে ওয়াজিব বলেছেন তাদের মধ্যে আবু সালমান অন্তর্ভুক্ত।[৩১]

رُوِىَ عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّاسَ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا كَماَ يُعْرَضُوْنَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ (المحلى ج/7/ لابن حزم ص525)

অর্থঃ বুরাইদাহ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন,লোকদের উপর আক্বীকাহর আমল পেশ করা হবে যেমন পেশ করা হবে পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত।[৩২]

---

[৩০] *আবু দাউদ, ৮/ ১৬ পৃঃ সুনানে নাসায়ী, ১৩/১৪০ পৃঃ ইবনে মাজাহ, ৯/ ৩৩৫পৃঃ সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী,৯/২৯৯ পৃঃ আল-মুসতাদরাক, লিল হাকেম,১৪/ ৪৪৫ পৃঃ হাদীটিকে শায়েখ আলবাণী সহীহ বলেছেন।*

[৩১] *আল-মুহাল-1 ,ইবনে হাযম,৫২৬ পৃঃ।*

[৩২] *আল-মুহাল-1 ৭ খন্ড, ইবনে হাযম,৫২৫পৃঃ।*

*-**সুন্নাতঃ** কতিপয় বিদ্যানগণের নিকট **আক্বীকাহ** সুন্নাত। যেমন ইবনে আব্বাস, ইবনে উমার, আয়েশা **রাযিআল্লাহুম** এবং ফক্বীহ তাবেয়ীগণও বলেন, আক্বীকাহ সুন্নাত। আবু **যিনাদ বলেন, আক্বীকাহ** তৎকালীন মানুষের এমন বিষয় ছিল যা ত্যাগ করা **ঘৃণার কর্ম মনে** করা হত। ইমাম আহমাদ বলেন, আক্বীকাহ রাসূল ﷺ **হতে প্রমাণিত সুন্নাত,** তিনি বলেন রাসূল ﷺ হাসান হুসেনের আঃ আক্বীকাহ **দিয়েছিলেন;**

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى **اللَّهُ** عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.(الترمذي، **ج/8 /20.**)

অর্থ, ইবনে **আব্বাস** رضي الله عنه **কর্তৃক** বর্ণিত, রাসূল ﷺ হাসান-হোসেনের পক্ষ হতে **একটি করে দুম্বা আক্বীকাহ** দিয়েছেন।[৩৩]

তাঁর পর **সাহাবাগণও আক্বীকাহ** দিয়েছেন।

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ".(المعجم الكبير للطبراني ج/6 339)

অর্থঃ কাতাদাহ হাসান হতে তিনি সামুরা হতে **বর্ণনা করেন, নবী** ﷺ **বলেছেন, শিশু** তার আক্বীকার সাথে বন্ধক থাকে।[৩৪]

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ .(الترمذي، ج/5 /490 ، وصححه الألباني)

৩৩. *(তিরমিযী,৮/২০)।*

৩৪ *.(আল মু'জামুল কাবীর ৬/৩৩৯ পৃঃ)।*

অর্থঃ সামুরাহ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল বলেছেন, শিশুরা তার আক্বীকার সাথে বন্ধক থাকে, (সেই জন্য) সপ্তম দিনে তার পক্ষে হতে আক্বীকাহ দিতে হবে, নাম রাখতে হবে এবং মাথা ন্যাড়া করতে হবে।[৩৫]

*-মুস্তাহাবঃ শায়েখ সিদ্দীক হাসান খান তাঁর কিতাব "রাওযাতুন নাদীয়াহ শারহ দুরারে আল-বাহীয়াহ"য় বলেন, আক্বীকাহ মস্তাহাব।

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيْقَةِ ، قَالَ : " لاَ أُحِبُّ الْعُقُوْقَ " . كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ وَقَالَ : " مَنْ وُلِدَ لَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ .(مجمع الزوائد/4/ص90)

অর্থঃ বাণী যামুরার জনৈক ব্যক্তি তার পিতা হতে বর্ণনা করেন,রাসূল কে আক্বীকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,আমি "ওকুক" (ছিন্নতা) পছন্দ করি না তিনি যেন এ নামটি ঘৃণা করেছেন,অতঃপর বলেন, যে ব্যক্তি সন্তান প্রাপ্ত হবে সে তার ছেলের জন্য আক্বীকাহ দিতে চাইলে সে তা দিতে পারে।[৩৬]

এই বর্ণনার আলোকে শায়েখ সিদ্দীক হাসান বলেন, আক্বীকাহ যদি ওয়াজিব হত তাহলে বিষয়টি ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হত না।

*-জাহেলী যুগের প্রথাঃ ইমাম আবুহানীফা ও আসহাবুররায় (মতের উপর ফাতওয়া প্রদানকারীগণ) আক্বীকাহকে জাহেলী যুগের প্রথা বলেছেন, ইমাম ইবনে কুদামাহ নিজ গ্রন্থ আল-মুগনীতে এভাবে উল্লেখ করেছেন;

---

৩৫. তিরমিযী ৫/৪৯০পৃঃ ইমাম আল বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
৩৬. মাজমাউয যাওয়াদে ৪/৯০ পৃঃ।

وَالْعَقِيْقَةُ سُنَّةٌ فِيْ قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ،وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَفُقْهَاءِ التَّابِعِيْنَ وَأَئِمَّةُ الأَمْصَارِ إِلاَّ أَصْحَابُ الرَّأيِ، قَالُوْا: لَيْسَتْ سُنَّةٌ وَهِيَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ،،، (المغني لابن قدامة ج539:/13)

অর্থঃ অধিকাংশ জ্ঞানী যেমন ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমার, আয়েশা , তাবেয়ী ফক্বীহগণ এবং দেশের আলেমগণের নিকট আক্বীকাহ সুন্নাত। আহলুর রায় (বর্ণনা ছাড়া কিয়াসের উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশকারীগণ) ব্যতীত। কারণ তারা বলেছেন, আক্বীকাহ সুন্নাত নয় বরং জাহেলী যুগের প্রথা।[৩৭]

وَجَعَلَهَا أَبُوْحَنِيْفَةَ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ وَذَلِكَ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ وَمَعْرِفَتِهِ بِالأَخْبَارِ. (المغني لابن قدامة ج395/13)

অর্থঃ ইমাম আবু হানীফা আক্বীকাহকে জাহেলী যুগের প্রথা বলেছেন। বিষয়টি না জানা ও বর্ণনার (হাদীসের) জ্ঞান কম থাকার কারণে তিনি ঐ উক্তি পেশ করেছেন ।[৩৮]

فَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِمْ. قَالَ : كَانَتِ الْعَقِيْقَةُ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ رُفِضَتْ. (المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الكبرى الدكتور محمد ضياء الرحمن الأعظمي 513/4 نيل الأطار للإمام الشوكاني ص1021)

অর্থঃ মুহাম্মাদ বিন হাসান আবু হানীফা থেকে তিনি হাম্মাদ থেকে তিনি ইব্রাহীম থেকে বর্ণনা করেন; আক্বীকাহ ছিল জাহেলী যুগের প্রথা। যখন

[৩৭]. আল মুগনী ,ইবনে কুদামাহ,১৩ খঃ ৩৯৫ পৃঃ।
[৩৮]. আল মুগনী ,ইবনে কুদামাহ,১৩ খঃ ৩৯৫ পৃঃ।

ইসলাম আসে তখন তা রহিত হয়ে যায়।[৩৯] তাদের এই ফতওয়া, রাই বা মত ভিত্তিক, বর্ণনা ভিত্তিক নয়।

وَقَالَ فِيْ مُوَطَّأ إِمَامِ مَالِكٍ: أَمَّا الْعَقِيْقَةُ ، فَبَلَغَنَا أَنَّها كَانَتْ فِيْ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ فُعِلَتْ فِيْ أَوَّلِ الإِسلاَمِ ثُمَّ نَسَخَ الأَضَاحِيْ كُلَّ ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَنَسَخَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَنَسَخَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَنَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ زَكَاةٍ كَانَتْ قَبْلَهَا، كَذٰلِكَ بَلَغَنَا.(التعليق المجد 2/664-666، المنة الكبرى 4/ 513)

অর্থঃ ইমাম মালেক মুআত্তা গ্রন্থে বলেছেন, "আক্বীকাহ ছিল জাহেলী যুগে। এইভাবে আমরা জেনেছি। ইসলামের প্রথম দিকে তা পালন করা হয়েছে। অতঃপর কুরবাণী তার পূর্বেকার সকল "যবেহ"কে রমযান মাসের রোযা আর পূর্বেকার সকল রোযাকে,জানাবতের গোসল তার পূর্বেকার সকল গোসলকে এবং যাকাত তার পূর্বেকার সকল সদক্বাকে বাতিল করে দেয় এ ভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে।[৪০]

উক্ত আলোচনায় বুঝতে পারলাম যে, ইমাম আবু হানীফাহ সহ অন্যদের নিকট আক্বীকাহ জাহেলী যুগের প্রথা, অথবা তা ছিল ইসলামের প্রথম দিকের কর্ম, পরে তা বাতিল হয়ে যায়। আমার মনে হয় এরই কারণে হানাফী সমাজে আক্বীকার গুরুত্ব নেই, কেউ আক্বীকাহ দেয়, আবার কেউ দেয় না, আবার কেউ কুরবানীর সময় এক ভাগ আক্বীকাহর নিয়ত করে দেয়, আবার কেউ গাফলতি করে শিশুকালে আক্বীকাহ দেয় না, শিশু যুবক হয়ে যায় তখন আক্বীকার কথা মনে পড়ে।

৩৯. আল মিন্নাতুল কুবরা শারহ ওয়া তাখরিজিস সুনানিস সুগরা ডঃ মুহাম্মাদ যিয়াউর রাহমান, আল-আ'যমী ৪/৫১৩ পৃঃ কিতাবুল আসার ১১৬ পৃঃ।

৪০. আত-তা'লীকে মাজদ,২/৬৬৪-৬৬৬ পৃঃ। আল-মিন্নাতুল কুবরা ৪/ ৫১৩পৃঃ।

হানাফী সমাজের যোগ্য আলেম শায়েখ আব্দুল হাই লাখনোবী সাহেব উক্ত কথার যে উত্তর দিয়েছেন তা নিম্নরূপঃ

ইমাম আবুহানীফা ও মুহাম্মাদ বিন আল-হাসান বলেছেন, আক্বীকাহ ইসলামের বিধান নয়। এর পিছনে তাদের দুটি দলীল রয়েছে;

* ইবনুল হানাফীয়া ও ইব্রাহীম আননাখায়ী যা বলেছেন তা একটি দলীল। তাঁরা বলেছেন, আক্বীকাহ ছিল জাহেলী যুগের প্রথা। ইসলাম আসার পর তা বাতিল হয়ে যায়। তাদের ঐ কথার উত্তরঃ

১." জাহেলী যুগের লোকেরা যদি আক্বীকাহকে অপরিহার্য বলে পালন করত তা হলে বলব, ইসলাম আসার পর তার অপরিহার্যতাকে রহিত করেছে, সুন্নাত অথবা শারয়ী বিধানকে নয়।

২. যদি বলা হয় জাহেলী যুগের লোকেরা আক্বীকাহকে মুসতাহাব অথবা সুন্নাত হিসাবে মানত ইসলাম আসার পর তার মুসতাহাব অথবা সুন্নাত হওয়াকে রহিত করেছে তা হলে কখনো মানা যাবে না, কারণ ইসলাম আসার পরও আক্বীকাহর প্রমাণে ও বাস্তবায়নে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা বর্জন করা অসম্ভ।

৩. আক্বীকাহর বিধান যদি সমূলে অথবা সাধারণ ভাবে বাতিল হয়ে থাকত তা হলে নবী ﷺ হাসান-হুসেনের পক্ষ হতে আক্বীকা দিতেন না। যদি বলা হয় তাদের আক্বীকা ইসলামের প্রথম দিকে ছিল এবং কুরবানীর বিধান আসার পর আক্বীকাহর বিধান বাতিল হয়ে গেছে, তার উত্তরে বলব, কুরবানীর বিধান এসেছে দ্বিতীয় হিজরীতে, রাসুল ﷺ হাসান-হোসেনের আক্বীকা দিয়েছিলেন তৃতীয় অথবা চতুর্থ হিজরীতে। (মুকাদ্দেমাহ উসদুলগাবা, ইবনে আসীর)

৪. ইবনুল হানাফীয়া ও ইব্রাহীম আক্বীকাহকে জাহেলী যুগের প্রথা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে এই যে, জাহেলী যুগের লোকেরা আক্বীকার জানোয়ারের

রক্ত শিশুর মাথায় মাখাতো এ কথা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ ঐ জাহেলী প্রথা বাতিল করণের কথা বলা হয়েছে, পূর্ণ আক্বীকা বাতিল হওয়া নয়।

*عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِيْ الْقُرْآنِ وَنَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُلَّ صَوْمٍ وَنَسَخَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ وَنَسَخَتِ الأَضَاحِيْ كُلَّ ذَبْحٍ.(الدارقطني 280/4) عقبة بن يقظان متروك أيضا.)

অর্থঃ মাসরুক্ব আলী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, যাকাত কুরআনের সকল সাদকাহকে, রমযানের রোযা সকল রোযাকে, জানাবতের গোসল সকল গোসলকে এবং কুরবাণী সকল “যবেহ” কে রহিত করেছে।[৪১] এ বর্ণনাটি যদি সহীহ ধরে নেয়া হয় তাহলে বলব, সেটি আক্বীকাহর অপরিহার্যতাকে রহিত করেছে, সুন্নাত বা সমূলে নয়। যেমন রমযানের রোযা তার পূর্বেকার সকল রোযাকে রহিত করেছে কিন্তু মুস্তাহাব ও নফল রোযাকে নয়। যেমন, আশুরার রোযা রমযানের পূর্বে ফরয ছিল কিন্তু রমযান আসার পর তার অপরিহার্যতা রহিত হলেও তার নফল বা ফযীলত রহিত হয়নি। শারয়ী বিধান হিসাবে বাকী আছে।” এ ছাড়া আক্বীকাহর বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কি রকম জানোয়ার দিতে হবে, ছেলের জন্য ও মেয়ের জন্য ক'টা দিতে হবে, কোন দিনে দিতে হবে ইত্যাদি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আক্বীকাহ যদি জাহেলী যুগের প্রথাই হত তাহলে এই সকল হাদীস বর্ণিত হলো কেন? তা কি বর্জন করা সম্ভব?

আক্বীকাহর বিষয়ে ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) সহ যারা তা বাতিল অথবা জাহেলী প্রথা বলেছেন তাদের ঐ উক্তি হাদীস বিরোধী যা গ্রহণ যোগ্য নয়।

৪১. (দারাকুতনী ৪/২৮০)। এ হাদীসটি দুর্বল। কারণ এর পরম্পরায় “মুসাইয়েব বিন শারীক” এবং “উৎবা বিন আল-ইয়াক্বযান” মুহাদ্দেসীন নিকট পরিত্যাজ্য।

কোন ইমামের এ ধরনের ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় ও তাঁর যোগ্যতা হানির কোন বিষয় নয়। কারণ কোন ইমামের জন্য এ কথা বলা শুদ্ধ হবে না যে,তাঁর কাছে রাসূল ﷺ এর সমস্ত হাদীস উপস্থিত ছিল যা তিনি রাসূল ﷺ এর সব হাদীস জানতেন। এমন কি রাসূল ﷺ এর সাহাবা প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফাহ আবু বাক্র, উমার ؓ এর কিছু বিষয় স্মরণ ছিল না। আবু বাকর ؓ কে দাদীর মীরাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেছিলেন আমরা আল্লাহর কিতাবে তোমার জন্য কিছু পাচ্ছি না। কাবীসা বিন যুয়ায়েব এর হাদীসঃ

جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِيْ بكْرٍ فَسَأَلَتْهُ مِيْرَاثَهَا فَقَالَ: مَالَكِ فِيْ كِتَابِ اللهِ شَيءٌ وَماَ عَلِمْتُ لَكِ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ شَيْئاً فَارْجِعِيْ حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: مِثْلَ مَا قَالَ المغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُوْبَكْرٍ. (أحمد، أبوداود، ابن ماجة، الترمذي، وصححه ابن حبان، والحاكم.)

অর্থঃ দাদী এল আবু বাকর ؓ এর কাছে, অতঃপর নিজ মিরাস সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল,প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন,আল্লাহর কিতাবে তোমার জন্য কিছু পাচ্ছিন না। অনুরূপ রাসূলের সুন্নাতে তোমার জন্য কিছু জানি না। তুমি ফিরে যাও ততক্ষণ আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করি। অতঃপর মুগীরা বিন শো'বা বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়েছি তিনি তাকে (দাদীকে) সুদুস (ছ'ভাগের ভাগ) দিয়েছেন। তিনি বলেন, (সাক্ষী হিসেবে) তোমার সাথে আর কেউ আছে? অতঃপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা আল-আনসারী দাঁড়ান এবং মুগীরা বিন শো'বা যা বলেছেন তাই বলেন। অতঃপর

আবু বাকর তাঁর জন্য উক্ত অংশ বরাদ্দ করেন।[৪২] অনুরূপ দ্বিতীয় খলীফা ওমার বিন খাত্তাব ﷺ যখন মিম্বারে বলছিলেন, তোমরা মেয়েদের মাহরে বাড়াবাড়ি করো না,তখন এক বুড়ি (রাযিআল্লাহু আনহা)মহিলা প্রতিবাদ করলে তিনি বলেছিলেন, বুড়ি মহিলা (রাযিআল্লাহু আনহা) ঠিক বলেছে ওমার ভুল বলেছে।[৪৩] তাই বলে কি সাহাবাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে? কখনও না। এই জন্য কখনো কখনো এরকম হয়ে যায় যে, কোন ইমাম কোন কথা বললেন কিন্তু তা হাদীসের বিপরীত হয়ে গেল, কারণ এও হতে পারে সে হাদীসটি তাঁর কাছে পৌঁছেনি। এ ছাড়া ইমাম আবুহানীফা রহঃ বর্ণনা না পেলে কিয়াসের উপর নির্ভর করতেন বেশী। তাঁর যুগে ইরাকে বিভিন্ন ফিরক্বাহ ও মিথ্যার বিকাশ ঘটে ছিল,ঐ ফিরকার লোকেরা বর্ণনার উপর নির্ভর করত না। ইমাম আবু-হানীফার ঐ উক্তির কারণে এই কথাই বলব যে,আক্বীকাহ বিষয়ে বর্ণনা তাঁর স্মৃতিকোঠায় ছিলনা। তবুও তিনি মুসলিমদের অন্যান্য ইমামের ন্যায় অনুসরণীয় ইমাম।

উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমি বলবঃ আক্বীকাহ ওয়াজিব, সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব যাই হোক সেটি ইসলামী বিধান যা পালন করা সকল মুসলিমের কর্তব্য। আমাদের মধ্যে অনেকে আক্বীকাকে গুরুত্ব দেয় না আবার কেউ আক্বীকাহই দেয় না!! এটি উচিৎ নয়।

---

৪১ আহমদ,আবুদাউদ, তিরমিযী ইবনে মাজাহ,ইবনে হিব্বান,ও হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন,
৪২ রফউল মালাম আন আইম্মাতিল আ'লাম, ইমাম ইবনে তাইমীয়্যাহ।

আক্বীকার ফযীলত

ইমাম আহমাদ বলেন, আক্বীকাহ সদক্বার চেয়ে উত্তম, তিনি বলেন, কারোর কাছে আক্বীকাহ দেয়ার মত পয়সা না থাকলে ঋণ করবে। আমার আশা আল্লাহ তাকে সুন্নাত জীবিত করার সওয়াব দিবেন। ইবনে মনযুর বলেন, ইমাম আহমাদ ঠিক বলেছেন, কারণ সুন্নাত জীবিত করণ ও তার অনুসরণ করা অধিক উত্তম।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.(أبوداود ج/16، سنن النسائ ج/13 /140 ، ابن ماجة ج/9 /335 السنن الكبرى ج9 /299 ، المستدرك ج/14 /445 ، وغيرها، وصححه الألباني.)

অর্থঃ সামুরা বিন জুনদুব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটি শিশু তার আক্বীকাহর সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে (জানোয়ার) যবেহ করবে এবং মাথা ন্যাড়া করে নাম রাখবে।[88]

এই হাদীসের অনেকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করেছেন। তবে ইমাম আহমাদ যা বলেছেন তা উত্তম;

قَالَ هَذاَ فِيْ الشَّفَاعَةِ يُرِيْدُ أَنَّهُ إِذاَ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ فَمَاتَ طِفْلاً لَمْ يُشَفَّعْ فِيْ وَالِدَيْهِ،،، (شرح السيوطي سنن النسائ)

---

৮৮. আবু দাউদ, ৮/১৬ পৃঃ সুনানে নাসায়ী, ১৩/১৪০ পৃঃ ইবনে মাজাহ, ৯/৩৩৫পৃঃ সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী,৯/২৯৯ পৃঃ আল-মুসতারাক,১৪/৪৪৫ পৃঃ হাদীটিকে শায়েখ আলবাণী সহীহ বলেছেন।

অর্থঃ তিনি বলেন,এটি শাফাআতের বিষয়ে,তাঁর বলার উদ্দেশ্য (পিতা) যদি তার সন্তানের আক্বীকাহ না দেয় অতঃপর সন্তানটি মারা যায় তাহলে সে পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করবে না।[৪৫] এ আলোচনায় আক্বীকাহর দুটি ফযীলত প্রমাণিত হলো; ১.আক্বীকাহ দ্বারা শিশুর বন্ধক থেকে মুক্তি লাভ। ২.আক্বীকাহ দেয়া থাকলে শিশুর কিয়ামতের দিন পিতা-মাতার জন্য সুপারিশ করণ।

আক্বীকাহর দায়িত্ব কার

আক্বীকাহর দায়িত্ব কার? এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছ, কারণ এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়নি। হাদীসে বর্ণিত "يُذْبَحُ"(ইউযবাহো; যবেহ করা হবে) শব্দটি "মাজহুল"কর্তা উল্লেখ নেই,অর্থাৎ কে যবেহ করবে তা উল্লেখ করা হয়নি। শিশুর পক্ষ হতে যবেহ করা হবে একথা হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। কাকে আক্বীকাহ দিতে হবে তা বলা হয়নি। তবে শাফেয়ীদের নিকট ঐ ব্যক্তি আক্বীকাহর দায়িত্ব বহন করবে যার উপর সন্তানের খরচ বহন জরুরি। হাম্বলীদের নিকট পিতা ব্যতীত কেউ এই দায়িত্বের জন্য নির্দিষ্ট নয়। তবে পিতা না থাকলে অথবা অপারগ হলে অন্যের জন্য জায়েয আছে। রাফেয়ী বলেন, যে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে রাসূল ﷺ হাসান-হুসাইনের পক্ষ হতে আক্বীকাহ দিয়েছেন, সেটির ব্যাখ্যা আছে। ইমাম নওয়াবী বলেন;

১.হতে পারে সে সময় হাসান হুসাইনের পিতা-মাতা অপারগ ছিলেন।

[৪৪] *.শারহ সয়ূতী সুনানে নেসায়ী।*

২. অথবা তিনি (রাসূল ﷺ) হাসান-হোসেনের পিতার কাছে অনুমতি নিয়ে আক্বীকাহ করে ছিলেন।

৩.অথবা "عق" শব্দের অর্থ, " أمر" অর্থাৎ তিনি হাসান-হোসেনের আক্বীকাহ দিতে আদেশ করেছিলেন।

৪. অথবা বিষয়টি তাঁর জন্য খাস ছিল। যেমন, তিনি উম্মতের মধ্যে কুরবানী না দেয়া ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী দিয়েছেন।[৪৬]

বাহ্যিকভাবে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মধ্যে মতভেদ মনে হলেও আসলে মতভেদ আছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ শাফেয়ীদের কথা; ঐ ব্যক্তি আক্বীকাহর দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে যার উপর শিশুর খরচ বহন জরুরী,আর এই ব্যক্তিই ছেলের পিতা হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। বস্তুতঃ শাফেয়ীদের নিকট আক্বীকাহর দায়িত্বভার পিতার উপরই আসছে। হাম্বলীরা পিতাকে নির্দিষ্ট করলেও তারা পিতার অপারগ অবস্থায় অন্যের দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ করেছে। সুতরাং উভয়ের মূল কথা হলো এক।

কত দিনে আক্বীকাহ দিতে হবে

এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে, তবে সহীহ হাদীসের আলোকে যে মতটি প্রমাণিত সেটিকে সহীহ বলে গণ্য করা হবে।

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى.(أبوداود ج/16، سنن النسائ ج/13

[৪৬]. তোহফাতুল আহওয়াযী ৫/৯৫ পৃঃ।

140/ ، ابن ماجة ج/9 /335 السنن الكبرى ج9 /299 ، المستدرك ج/14 /445 ، وغيرها، وصححه الألباني.)

অর্থঃ সামুরা বিন জুনদুব কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন, প্রতিটি শিশু তার আক্বীকাহর সাথে বন্ধক থাকে। সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে (জানোয়ার) যবেহ করবে এবং মাথা মুন্ডন করে নাম রাখবে।[৪৭]

আমাদের সমাজে প্রচলন আছে সাত দিনে আক্বীকাহ দেয়া না হলে ১৪ দিনে দিতে হয়, ১৪ দিনে না দেয়া হলে ২১ দিনে দিতে হয়। এই কর্মের কোন শুদ্ধ দলীল বা সহীহ হাদীস নেই । তবে যে হাদীস রয়েছে তা দুর্বল অথবা মুরসাল। ঐ হাদীসের নমুনা যেমন;

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ وَأَبِيْ كُرْزٍ قَالاَ نَذَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ إِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُوْرًا فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ، بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُقْطَعُ جدُوْلاً وَلاَ يُكْسَرُ لَهَا عَظْمٌ فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فَفِيْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِيْ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ. وقال صحيح الإسناد ووفقه الذهبي، قلت : رجاله كلهم ثقات معروفون رجال مسلم غير إبراهيم بن عبد الله السعدي النسابوري وهو صدوق كما قال الذهبي في الميزان، وغير عبد الله

৪৭. আবু দাউদ, ৮/১৬ পৃঃ সুনানে নাসায়ী, ১৩/১৪০ পৃঃ ইবনে মাজাহ, ৯/৩৩৫পৃঃ সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, ৯/২৯৯ পৃঃ আল-মুসতারাক, ১৪/ ৪৪৫ পৃঃ হাদীটিকে শায়েখ আলবাণী সহীহ বলেছেন।

محمد بن يعقوب الشيباني حافظ كبير مصنف يعرف بابن الحزم. (إرواء الغليل ج/4/ 395)

অর্থ, কুরযের পিতা-মাতা কর্তৃক **বর্ণিত, তারা বলেন, আব্দুর** রহমান বিন আবী বাকর বংশের জনৈকা মহিলা **নযর মানে যে,আব্দুর রহমানের** স্ত্রী যদি বাচ্চা প্রসব করে তাহলে আমরা **উঁট যবাই করব। এ কথা** শ্রবণ করে আয়েশা (রাযি আল্লাহু আনহা) **বলেন, না। বরং সুন্নাত** বা উত্তম হচ্ছে ছেলের পক্ষ হতে দু'টি ছাগল আর মেয়ের **পক্ষ হতে একটি ছাগল** আক্বীকাহ দেয়া। হাড় গোটা রেখে অঙ্গের জোড় **ছাড়িয়ে আলাদা করবে**। তার মাংস খাওরা হবে ও সাদকা করা যাবে। কিন্তু ঐ **কর্ম গুলো হতে হবে** সাত দিনে, সাত দিনে-না পারলে ১৪ দিনে, ১৪ দিনে না **পারলে ২১ দিনে**।[৪৮]

ইমাম আল-বাণী বলেন,এ হাদীসের **বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ** ও ইমাম মুসলিমের রেজাল (বর্ণনাকারী), দু'জন ব্যতীত;

১. ইব্রাহীম বিন আব্দিল্লাহ নিসাপুরী তিনি **সদুক (কাজচলা)।** একথা ইমাম যাহবীও বলেছেন, ২.আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ **বিন ইয়াকুব আশ**-শাইবানী। তিনি ইবনুল হাযম নামে প্রসিদ্ধ।[৪৯]

উক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে **পরম্পরার দিক থেকে** বর্ণনাটি সন্দেহ মুক্ত বা শক্ত নয়। অপর দিকে বর্ণনাটি **মুরসাল মারফু নয়**। অর্থাৎ বর্ণনাটির মর্ম কথা মা আয়েশার,(রাযিআল্লাহু আনহা) **রাসূল ﷺ** এর নয়। মুহাদ্দেসীনদের পরিভাষায় হাদীসটি মুরসাল বা **দুর্বল হাদীসের** অন্তর্ভুক্ত, কেউ বলতে পারে মা আয়েশার (রাযিআল্লাহু আনহা **কথার উপর** আমল করা যায় না? এর প্রেক্ষিতে বলব, কোন সাহাবী বা **সাহাবীয়াহর** কথা যদি রাসূলের বাণীর বিপরীত হয় তাহলে সাহাবা ও **সাহবীয়াহর কথা** বর্জিত

---

[৪৮]. *আল-হাকেম।*

[৪৯].*ইরওয়াউল গালীল ৪/১৩৯৫ পৃঃ।*

হবে। তবে যে বিষয়ে রাসূলের কোন বাণী নেই সে বিষয়ে যে কোন সাহাবীর কথা গ্রহণ যোগ্য হবে।

ইবনে কুদামাহ তাঁর গ্রন্থ আল-মুগনীতে লেখেছেনঃ ১৪ দিনের পূর্বে ও পরে আক্বীকাহ দেয়া জায়েয। কারণ উদ্দেশ্য হল আক্বীকাহ বাস্তবায়ন হওয়া। যদি ২১ দিন পেরিয়ে যায় তাহলে আক্বীকাহ আরো সাত দিন পরে অর্থাৎ ২৮ দিনে দেয়া চলবে। ২৮ দিনে না পারলে ৩৫ দিনে দিবে, এভাবে যে কোন সময়ে বৈধ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এটি ছুটে যাওরা কর্মের কাযা। দলীল হিসাবে আয়শা (রাযি আল্লাহু আনহা।) এর উক্ত বর্ণনাটি পেশ করেছেন।[৫০]

ইবনে হাযম আয্যাহেরীও সাত দিন পরে আক্বীকাহ জায়েয হওয়ার কথা বলেছেন, তিনি বর্ণনা না দিয়ে যুক্তি দিয়েছেন এই বলে যে,সাতদিনে আক্বীকাহ ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিল যা মাল দ্বারা সম্পাদন করা জরুরী । আর ওয়াজিব কর্মকে ফেলে রাখা বৈধ নয়। অতএব সেটি সাত দিন পরেও করা ওয়াজিব।

উক্ত ইমামদ্বয়ের ফতওয়ায় রাসূল ﷺ কোন দ্বন্দ্ব মুক্ত বা সহীহ হাদীস জান্‌তে পারলাম না। সাত দিনে আক্বীকাহ দেয়ার বিধান সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটিই নির্ভেজাল ও পরিষ্কার বিধান। সাত দিনে আক্বীকাহ দিলে তার আক্বীকাহ সন্দেহ বা ভেজাল মুক্ত হয়েছে বলে গণ্য হবে। অতএব সাত দিনে আক্বীকাহ দেয়া সকলের কর্তব্য।

তবে প্রাণ-পণ চেষ্টা করেও যদি সাত দিনে দিতে না পারে তখন সাহাবী বা সাহাবীয়াহর কথার উপর আমল করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। এ

---

[৫০].আল মুগনী ৩৯৭ পৃঃ।

কর্মটি তখন পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম এর মত হবে। ইচ্ছাকৃত সাত দিনে আক্বীকাহ না দেয়া সহীহ হাদীসের পরিপন্থী।[৫১]

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাইয়েম তাঁর গ্রন্থ তুহফাতুল মাউদুদে যা লেখেছেন তা নিম্ন রূপ; ইমাম আবুদাউদ "কিতাবুল মাসায়েলে" বলেছেন, আমি আবু আব্দিল্লাহকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, সাত দিনে আক্বীকাহর ছাগল যবেহ করা হবে। সালেহ বিন আহমাদ বলেন,আমার পিতা আক্বীকাহর বিষয়ে বলেন, আক্বীকাহর জানোয়ার সাত দিনে যবেহ করা হবে।[৫২] যদি না পারে তাহলে ১৪ দিনে, তাও যদি না পারে তাহলে ২১ দিনে। ১৪ ও ২১ দিনের কথার ব্যাখ্যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আবু ওমার বলেন, হাসান বাসারী ছেলের পক্ষ হতে সাত দিনে আক্বীকাহ দেয়া ওয়াজিব বলেছেন। অনুরূপ আল লাইস ইবনে সা'দ বলেছেন, নবজাত শিশুর জন্য সাত দিনে আক্বীকাহ দিতে হবে, যদি সাত দিনে তা না হয়ে উঠে তাহলে তারপরে দিলে কোন দোষ নেই, আর সাত দিন পর দেয়া ওয়াজিব নয়। (ঐ)

বিশেষ করে সপ্তম দিনে আক্বীকাহ করার হিকমত কি? এ বিষয়ে ঐ কথাই আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি যা ইমাম ইবনে কাইয়েম নিজ গ্রন্থ "তোহফাতুল মাউদুদে" উল্লেখ করেছেন;

সপ্তম দিনে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; ১-আক্বীকাহ। ২-মাথা মুন্ডণ। ৩-নাম করণ। ৪-খাতনা। প্রথম দুটি সাত দিনে সর্ব সম্মতি ক্রমে মুস্তাহাব। কিন্তু "নাম করণ ও খাতনা" তে মতভেদ রয়েছে। ইতিপূর্বে সাত দিনে আক্বীকাহর বর্ণনা সমূহ উল্লেখিত হয়েছে। -আল্লাহই ভাল জানেন- তবে সপ্তম দিনে আক্বীকাহর হিকমত হচ্ছে; যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার

---

[৫১]. *ফাতওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/ ৩২৫ পৃঃ।*

[৫২]. *তোহফাতুল মাওদুদ ইবনে কাইয়েম,৭৮ পৃঃ।*

ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায় যে সে সুস্থ না অসুস্থ এবং বাঁচার মত অবস্থায় আছে কি নেই, যতক্ষণ না এমন সময় আসে যা দ্বারা শিশুর স্বাস্থ্য-কাঠামো এবং নিরাপত্তার বিষয়ে-মোটামুটি সুনিশ্চিত হওয়া যায়। আর সেই সময়টি আন্দাজ করে নেয়া হয়েছে সপ্তাহের সাতটি দিনকে। কারণ সপ্তাহ হচ্ছে প্রতি দিনের দাওর (দৈনিক পরিক্রমা) যেমন "বছর" মাসের দাওর (মাসিক পরিক্রমা)। আল্লাহ তা'আলা ছ'দিনের সময়কে আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টির দিন হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করার জন্য ছ'দিনকে নির্দিষ্ট করেছেন এবং ছ'দিনে পৃথিবী ও আকাশকে সৃষ্টি করেছেন,,,।

বলার উদ্দেশ্য হলো প্রথম সপ্তাহের দিন গুলি শিশুর জীবনের প্রথম স্তর, সে যখন এ স্তরটি পূরণ করবে তখন সে দ্বিতীয় স্তরে পদার্পণ করবে সেটি হলো মাস। যখন দ্বিতীয় স্তর পূরণ করবে তখন তৃতীয় স্তরে পদার্পণ করবে সেটি হলো বছর।,,,আল্লাহ তাআলা সপ্তাহের মধ্যে তাঁর বান্দার অবস্থার পরিবর্তন ঘটান, এক অবস্থা থেকে অপর অবস্থায় উপনীত করেন। এই জন্য আমরা সাত দিনের মধ্যে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন ঘটা প্রত্যক্ষ করে থাকি; হয় উন্নতি না হয় অবনতি। এই জন্য আল্লাহ সপ্তাহে একটি দিন নির্দিষ্ট করেছেন যে দিনে মুসলিমরা একত্রিত হয়ে কাকুতি-মিনতির সাথে তাঁকে ডাকে। (সেটি হলো জুমুআর দিন)[৫৩] ---অনুরূপ সাত দিনের মধ্যে শিশুর পরিবর্তন ঘটতে পারে তার জন্য হয়তো সপ্তম দিনে আক্বীকাহর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

[৫৩]. *তোহফাতুল মাউদুদ ১১০-১১১ পৃঃ।*

সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে

সাত দিনের পূর্বে সন্তান মারা গেলে তার আক্বীকাহ দিতে হবে কি না? এটি একটি প্রশ্ন। এই মাসআলায় ইখতিলাফ রয়েছে। ইবনে হাযম বলেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, আক্বীকাহ সাত দিনের সাথে জড়িত। অর্থাৎ সাত দিনের পূর্বেই যদি আক্বীকাহ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে যথাস্থানে আক্বীকাহ দেয়া হল না। অনুরূপ পরে দিলেও হবে না। এটি ইমাম মালেকেরও উক্তি। তিনি আরো বলেন, সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে তার আক্বীকাহ বাতিল হয়ে যাবে। দলীল হাদীসের এই অংশ: (يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ) অর্থাৎ,সপ্তম দিনে শিশুর পক্ষ হতে জানোয়ার যবেহ করতে হবে।

কিন্তু সউদিয়ার ফাতওয়া "লাজনাহ দায়েমা"য় এর বিপরীত ফতওয়া রয়েছে; সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলেও সাত দিনে আক্বীকাহ দিতে হবে। কেননা সাত দিন পূর্বে শিশুর মৃত্যু আক্বীকাহ বাতিল হওয়ার কারণ নয়। শরয়ী দলীলে কেবল আক্বীকার সময় প্রমাণিত। সেটি হচ্ছে সপ্তম দিন। কিন্তু সাত দিনের পূর্বে শিশু মারা গেলে আক্বীকা বাতিল হয়ে যাওয়ার দলীল আমাদের জানা নেই। বাচ্চা ভুমিষ্ট হওয়ার কারণেই আক্বীকাহ শারয়ী বিধান ভুক্ত হয়, একথা দলীল দ্বারা প্রমাণিত। আর এই বিধান সপ্তম দিনে ছাগল যবেহ করার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। সপ্তম দিনে আক্বীকাহ নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ এই নয় যে শিশুর বয়স সাত দিন হওয়ার পর আক্বীকাহ

শারয়ী বিধান ভুক্ত হয়। এই জন্যে তো সাত দিন পূর্বে **আক্বীকাহ দেয়াও** বৈধ। এ কথা ইমাম ইবনে কাইয়েম ও তাঁর সমর্থকরা বলেছেন।[৫৪]

তবে শায়েখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন রাহেমাহুল্লাহ কয়েকটি **মত উল্লেখ** করেছেন;

১. রূহ ফুঁকার পূর্বে শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তার আক্বীকাহ নেই।

২.রূহ ফুঁকার পরে মৃত ভূমিষ্ঠ হলে তাতে দু'রকম উক্তি রয়েছে; কারোর মতে আক্বীকাহ দিতে হবে। আবার কারোর মতে, দিতে হবে না।

৩.জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়ে সাত দিন পূর্বে মারা গিয়েছে, এক্ষেত্রে দু'টি মত রয়েছে; কেউ বলেন দিতে হবে,আবার কেউ বলেন দিতে হবে না। দেয়ার কথাটি বেশী মজবুত।

৪.ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাত দিন পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকে এবং আট দিনে মারা যায়,এ ক্ষেত্রে এক বাক্যে **আক্বীকাহ** দিতে হবে।[৫৫]

শিশুকালে আক্বীকাহ না হয়ে থাকলে

শিশুর জন্ম দিনে **অথবা সপ্তম** দিনে আক্বীকাহ দেয়ার কথা ইতি পূর্বে আমরা জেনেছি। **তবে কোন** কারণে শিশুকালে আক্বীকাহ না;দেয়া হলে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক **হয়ে** গেলে তার আক্বীকার বিধান কি? এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছেঃ

ইমাম ইবনে ''কুদামাহ'' **তাঁর** মুগণী গ্রন্থে বলেন,

---

[৫৪].ফাতওয়া আল-লাজনাতিদ দায়েমাতে লিল্ বুহুসিল ইলমিয়াতে অল ইফতা,১১/৪৪৫-৪৪৬ পৃঃ)।

[৫৫].শারহুল মুমতে/৭,শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহঃ পৃঃ৪৯৪

وَإِنْ لَمْ يُعَقّ أَصْلاً فَبَلَغَ الْغُلَامُ وَكَسَبَ، فَلاَ عَقِيْقَةَ عَلَيْهِ.

অর্থ,মূলত যার আক্বীকাহ দেয়া হয়নি অথচ সে বালেগ হয়ে গেল, উপার্জন করতে লাগল,তার আক্বীকাহ নেই। এই মাসআলা ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

فَقَالَ: ذَلِكَ عَلَى الْوَالِدِ، يَعْنِي لاَ يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ لأَنَّ السُّنَّةَ فِيْ حَقِّ غَيْرِهِ.

অর্থ,আক্বীকাহ আসলে তার পিতার কর্তব্য। সে নিজের আক্বীকাহ নিজ দিবে না। কেননা এটি শিশুর কর্তব্য নয় বরং অন্যের। তবে আতা এবং হাসান বলেন,

يَعُقُّ عَنْ نَفْسِهِ لأَنَّهَا مَشْرُوْعَةٌ عَنْهُ، وَلأَنَّهُ مُرْتَهَنٌ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يُشْرَعَ لَهُ فِكَاكُ نَفْسِهِ.

অর্থ, সে নিজের আক্বীকাহ নিজে দিতে পারে। কারণ আক্বীকাহ মূলতঃ সন্তানের জন্মের কারণে বিধানভুক্ত হয়েছে। কারণ সন্তান আক্বীকাহর সাথে বন্ধক থাকে। সুতরাং বন্ধক থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ছেলের বালেগ অর্থাৎ বড় হওয়ার পর নিজের আক্বীকাহ নিজ দেয়া বিধান সম্মত।[৫৬]

"ইস্‌মাঈল বিন আশ্‌শা-লানজী" বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে ঐ ব্যক্তির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি যার পিতা তার আক্বীকাহ দেয়নি, সে কি নিজ আক্বীকাহ দিতে পারে? তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, এটি পিতার কর্তব্য। আল-মাইমুনী বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ) কে দেখেছি, শিশুকালে কারোর আক্বীকাহ না দেয়া হলে বালেগ হওয়ার পরও আক্বীকাহ দেয়া তিনি ভাল মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, কেউ যদি বড় হওয়ার পর আক্বীকাহ দেয় তাহলে কখনও খারাপ মনে করা উচিৎ নয়। আল-

---

৫৬.মুগনীঃ ৩৯৭ পৃঃ।

মাইমুনী আরো বলেন, আব্দুল মালেক অন্য স্থানে আমাকে সংবাদ দেন যে তিনি আবু আব্দিল্লাহকে বালেগ অবস্থায় আক্বীকাহর মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে প্রত্যুত্তরে বলেন, বালেগের আক্বীকাহ সম্পর্কে কিছু শুনিনি। আমি তাঁকে বলি, আমার পিতা সে সময় অপারগ ছিলেন পরে সামর্থ্য হয়, এখন তিনি বিনা আক্বীকায় নিজ ছেলেকে ছাড়তে চান না? তিনি বলেন, কেউ যদি আক্বীকাহ দেয় তাহলে উত্তম। আবার কেউ কেউ এ অবস্থাতেও আক্বীকাহ ওয়াজিব বলেছেন।[৫৭]

এ সম্পর্কে ইবনে হাজার বুখারীর শারহ ফতহুল বারীতে আলোচনা করেছেন, তা নিম্নরূপঃ "আর-রাফেয়ী বলেন, ইচ্ছা করে বালেগ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা উচিৎ নয়। কেউ যদি বিলম্ব করে তাহলে তার আক্বীকাহর কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তার আক্বীকাহ সে নিজে ইচ্ছা করলে দিতে পারে। ইবনে আবী শাইবা মুহাম্মাদ বিন সিরীন হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যদি জান্‌তাম যে আমার আক্বীকাহ দেয়া হয়নি তাহলে আমি আমার আক্বীকাহ নিজেই দিতাম।

বালেগ হওয়ার পর নিজের আক্বীকাহ নিজ দেয়াকে যারা সমর্থন করেন তারা এই দলীল পেশ করে থাকেন;

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بُعِثَ بِالنُّبُوَّةِ. (عبد الرزاق 329/4، البزار، كشف الأستار.)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন আল মুহাররার কাতাদা থেকে তিনি আনাস ﷺ থেকে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ নবুআত প্রাপ্ত হওয়ার পর নিজের আক্বীকাহ নিজেই দিয়েছিলেন।[৫৮] এ হাদীসটি শুদ্ধ-অশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস

---

[৫৭] তুহফাতুল মাওদুদ, ১০৩ পৃঃ।

[৫৮] আব্দুর রায্‌যাক্ব ৪/৩২৯ পৃঃ, আল-বায্‌যার, কাশফুল আসতার।

বিষারদগণের মতভেদ রয়েছে; **অধিকাংশ মুহাদ্দেস এটিকে দুর্বল** বলেছেন, কারণ তাতে রয়েছেন; ‘‘আব্দুল্লাহ **বিন মুহাররার**’’ও‘‘ইসমাঈল বিন মুসলিম’’তারা দুর্বল। [৫৯] ইমাম নওয়াবী **শারহে মুহাযযাবে বলেন**, হাদীসটি বাতিল, অনুরূপ ইমাম ইবনে হাজার **ও ইমাম বাইহাকী দুর্বল** বলেছেন।[৬০] তবে ইমাম আল-বানী বর্ণনাটিকে **সিল্‌সিলা সহীহার মধ্যে** উল্লেখ করে বলেছেন বর্ণনাটির পরমম্পরা উত্তম।[৬১] (**মোট কথা বর্ণনাটি** গোলমাল থেকে মুক্ত নয়।) শায়েখ আলবানীর সিদ্ধান্তের **উপর ভিত্তি করে** হাদীসটি হাসান হলেও সেটি সকলের জন্য প্রযোজ্য নয় বরং **রাসূলের বৈশিষ্ট্যের** অন্তর্ভুক্ত যা তার জন্য খাসও হতে পারে। যেমন কুরবানী **দিতে অক্ষম এমন** ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী দিয়ে দেয়া তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল।

এ মর্মে আর একটি বর্ণনা রয়েছে;

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ **الْمُثَنَّى عَنْ** رَجُلٍ مِنْ آلِ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا **جَاءَتْهُ النُّبُوَّةُ**. (الطبراني في الأوسط)

অর্থঃ আব্দল্লাহ বিন আল মুসান্নাহ আনাস বংশের **জনৈক ব্যক্তি** হতে বর্ণনা করেন, নবুআত প্রাপ্ত হওয়ার পর নবী ﷺ **নিজের আক্বী**কাহ নিজে দিয়েছিলেন। তাবারানী মু'জামুল আওসাত।[৬২]

এ বর্ণনাটিও দুর্বল। কারণ এর পরম্পরায় জামী**ল আবু সালেহ** আল-বাগদাদী রয়েছে, সে মুহাদ্দেসীনদের নিকট দুর্বল। **ইবনে আদী** বলেন,সে হাদীস বর্ণনায় ভুল করত।[৬৩]

---

[৫৯]. কাতহুল বারী, ৭৪৩ পৃঃ৯ খন্ড।
[৬০].নওবী আল-মাজমু' ৮/৪৩২ ঃ,সুনানুল কুরবা, বাইহাকী,/৩০০৯পৃঃ, টিকা১ তোহফাতুল মাওদুদ ১০৪ পৃঃ, তালখীস, ৪র্থ খন্ড ১৪৭ পৃঃ ।
[৬১].সিলসিলা, ৬ খন্ড,২২৯ পৃঃ সংখ্যা ১৭২৬।
[৬২] . আত তারাবানী মু'জামূল আওসাত।
[৬৩] আল-মিন্নাতুল কুবরা, ডঃযিয়াউর রহমান আল-আযোমী ৫৩৩ পৃঃ।

এ পর্যন্ত আলোচনা করে আমরা জানতে পারলাম **ভেজাল মুক্ত বর্ণনা** নেই, যা বলা হয়েছে তা উলামাদের উক্তি অথবা এমন বর্ণনা যা **পরম্পরার** দিক থেকে সন্দেহ মুক্ত নয়। এরপরও কারোর আক্বীকাহ না হলে **বালেগ** হওয়ার পর আক্বীকাহ দেয়া মুস্তাহাব, একথা যেমন ইমাম আহমাদ বলেছেন। তবে ইবনে হাযমের নিকট আক্বীকাহ ওয়াজিব, তাই তার নিকট যে কোন সময়ে তার কাযা করা যায়।[৬৪]

ডঃ যিয়াউর রহমান "মিন্নাতুল কুবরা"৪/৫৩৪ পৃষ্ঠায় নিজের আক্বীকাহ নিজে দেয়ার ব্যাপারে যা বলেছেন তা নিম্নরূপ;

সাত দিনে **আক্বীকাহ দেয়া সুন্নাত** কারণ এটি সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত। **অধিকাংশ শাফেয়ী আলেমগণ** এই মাসআলা গ্রহণ করেছেন। তবে কিছু বিদ্যানগণ **শিশুর ভুমিষ্ঠের** দিন বাদে সাত দিনে আক্বীকাহর কথা বলেছেন। ইমাম **মালেকও** ঐ **কথা** বলেছেন। তবে শিশু যদি ফজরের পূর্বে ভুমিষ্ঠ হয় তাহলে সেই **দিন থেকে** হিসাব করে সাত দিনে আক্বীকাহ দিবে।

সাত দিনে যার **আক্বীকাহ** দেয়া হয়নি,তার পিতা-মাতার যখন ইচ্ছা তখন আক্বীকাহ দেয়া **কর্তব্য**। **কারণ** সাত দিনে আক্বীকাহ না দেয়া হলেও তা মাফ হবে না। **কিন্তু সালেহ** বিন আহমাদ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন,তিনি বলেন, **সাত দিনে** আক্বীকাহ দিতে হবে। যদি সাত দিনে না দেয়া হয় তাহলে **১৪ দিনে**, ১৪ দিনে না দেয়া হলে ২১ দিনে দিবে। অনুরূপ আয়েশা (রাযি **আলাহু** আনহা) হতে বর্ণনা রয়েছে যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আতা **বলেন** তোমরা যদি সাত দিনে আক্বীকাহ দিতে **ভুল** কর তাহলে দ্বিতীয় সপ্তাহে **দেয়া** ভাল মনে করছি। এ ছাড়া আরো অনেকে ঐ কথা বলেছেন।

---

[৬৪] *আল-মুহাল্লা-৭ খন্ড।*

সাত দিনে আক্বীকাহ না হলে ১৪ দিনে, ১৪ দিনে না দেয়া হলে ২১ দিনে দিতে হবে,এর কোন সহীহ দলীল নেই। সেই জন্য সাত দিন পেরিয়ে গেলে যখন ইচ্ছা তখন দিবে। সুন্নতী সময় সপ্তম দিন, এটি পেরিয়ে গেলে তখন দিনের কোন গণ্য থাকবে না,গণ্য কেবল আক্বীকার। আক্বীকাহ দিতে হবে যখনই তা সম্ভব হোক। সুতরাং শিশুকালে যার আক্বীকাহ দেয়া হয়নি বালেগ হওয়ার পর তার আক্বীকাহ দেয়া বৈধ, তা নিজের পক্ষ থেকে হোক অথবা তার পিতার পক্ষ হতে।

জিলহিজ্জার প্রথম দশকে আক্বীকাহ

অনেক পিতা দিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েন যে জিলহিজ্জার প্রথম দশকে চুল, নখ কাটা শরীয়তে নিষেধ। আবার কেউ এ সময়ে অর্থাৎ জিলহিজ্জার প্রথম দিন থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত কুরবাণীর জানোয়ার যবেহ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কোন জানোয়ার যবেহ করা অবৈধ বলে মনে করে। তাহলে ঐ দশকে আক্বীকাহর উদ্দেশ্যে শিশুর মাথা মুন্ডন ও জানোয়ার যবেহ করা কেমন করে বৈধ হবে?

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِيْ الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ (مسلم ج/3/ص1563)

অর্থ,রাসূল ﷺ এর স্ত্রী উম্মে সালামহ রাযি আল্লহু আনহা বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন,যার কুরবাণীতে যবাই করার জানোয়ার আছে সে ব্যক্তি

জিলহিজ্জার চাঁদ দেখার পর থেকে কুরবাণী করার পূর্ব পর্যন্ত যেন তার চুল নখ না কাটে।[৬৫]

সমাধানঃ চুল,নখ না কাটার হুকুম অভিভাবকের জন্য, যার উপর কুরবাণীর দায়িত্ব ন্যাস্ত। এ বিধান শিশুর জন্য নয়। আর এ দশকে জানোয়ার যবেহ করার কোন নিষেধাজ্ঞা কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং ঐ সময় আক্বীকাহ ও শিশুর চুল-নখ কর্তনে কোন অসুবিধা নেই।

আক্বীকার পশু

আক্বীকায় কোন্ পশু যবাই করতে হবে? সহীহ যা অধিক বর্ণনার ভিত্তিতে যা জানা যায় তা হলো ছাগল অথবা ভেড়া।

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ " عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (أبو داود،ج/2 ص 166، ابن ماجة ج/2/ 1056 ، الترمذي ج/4/ 96 ، مسند أحمد ج/2/182 قال الشيخ الألباني صحيح)

অর্থ, উম্মে কুরয আল-কা'বীয়াহ (রাযিঅল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ছেলের জন্য দু'টি ছাগল অথবা ভেড়া এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল অথবা ভেড়া।[৬৬]

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنْ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ

---

৬৫. *মুসলিম ৩/১৫৬৩ পৃঃ*

৬৬. *আবু দাউদ, ২ য় খন্ড ১১৬ পৃঃ, হাদীসটিকে ইমাম আল-বানী সহীহ বলেছেন।*

عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.(5الترمذي 478/5، أحمد وصححه الألباني)

অর্থ, ইউসুফ বিন মাহাক কর্তৃক **বর্ণিত, তাঁরা হাফসা** বিনতে আব্দির রহমানের কাছে আসেন ও আক্বীকাহ **সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন** এবং হাফসাহ তাদেরকে বলেন যে, তাকে আয়েশা (**রাযিআল্লাহু আনহা**) বলেন, রাসূল ﷺ তাদেরকে ছেলের পক্ষ হতে দুটি আর **মেয়ের পক্ষ হতে** একটি ছাগল দিতে আদেশ করেছেন।[৬৭] ইবনে হাযম বলেন,

‘‘‘ وَلَا يُجْزِيءُ فِي الْعَقِيْقَةِ **إِلَّا مَا يَقَعُ** عَلَيْهِ اسْمُ شَاةٍ إِمَّا مِنَ الضَّأْنِ وَإِمَّا مِنْ الْمَاعِزِ فَقَطْ.

(المحلى ج/7/ 523)

অর্থ, ,,,,,ঐ পশু ছাড়া আক্বীকাহ যথেষ্ট হবে **না যার নাম শাহ**, অর্থাৎ সেটি ভেড়া হোক অথবা ছাগল।[৬৮]

فَقِيْلَ لِعَائِشَةَ : يَا **أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ** : عَقِّي عَنْهُ جَزُوْراً فَقَالَتْ : مَعَاذَ اللهِ وَلَكِنَّ مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى **اللهُ** عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ . (أخرجه الطحاوي 1 / 457 والبيهقي .) **قلت** : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار إرواء الغليل ج/4/390 **الطحاوية** 457/1/ البيهقي.)

অর্থ, আয়েশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা) উম্মুল মু'মেনীনকে **বলা** হয় (আব্দুল্লাহ বিন যুবাইয়ের) এর পক্ষ হতে উট আক্বীকাহ করুন, **প্রত্যুত্তরে** তিনি বলেন,

---

৬৭. *তিরমিযী, নাসায়ী, আহমাদ।*
৬৮. *আল মুহাললা ৭/৫২৩পৃঃ।*

মাআযাল্লাহ (আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই)। তবে রাসূল ﷺ যা বলেছেন তা হল একই রকমের দু'টি ছাগল।[৬৯]

উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে জানা গেল যে, ছাগল-ভেড়া, ছাড়া অন্য জানোয়ারে আক্বীকাহ চলবে না। তবে কেউ কেউ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, তারা বলেন, ছাগল-ভেড়া ছাড়া অন্য জানোয়ারও চলবে।

ইবনে মুনযের বলেন,ছাগল ছাড়া অন্য জানোয়ারের আক্বীকায় মতভেদ রয়েছে; আনাস رضي الله عنه এর পক্ষ হতে আমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে যে তিনি তাঁর ছেলের জন্য উঁট আক্বীকাহ দিতেন। এটি জমহুরের মত, তাঁরা বলেন, যে সব জানোয়ারে কুরবানী বৈধ সে সব জানোয়ারে আক্বীকাহ বৈধ। ইমাম শওকানী বলেন, জমহুরের নিকট উঁট, গরু এবং ছাগল বৈধ আছে, দলীল হিসেবে এই হাদীস পেশ করেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَلْيَعُقُّ عَنْهُ مِنَ الإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ » لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُرَيْثٍ إِلاَّ مَسْعَدَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَعْرُوْفٍ (المعجم الصغير للطبراني 1/ 232،غير صحيح إرواء الغليل 393/4)

অর্থঃ আনাস বিন মালেক رضي الله عنه বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বাচ্চা প্রাপ্ত হবে সে যেন তার পক্ষ হতে উঁট অথবা গরু অথবা ছাগল আক্বীকাহ দেয়।[৭০]

---

[৬৯]. *ইমাম তাহাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শায়েখ আল-বানী বলেন, এর সানাদ (পরম্পরা) উত্তম, আব্দুল জাব্বার ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীগণ নির্ভযোগ্য, ইমাম বুখারী ও মুসলিমের রাবী যা বর্ণনাকারী, ইরওয়াউল গালীল ৪/৩৯০ পৃঃ)*

[৭০]. *মু'জামুস সাগীর , তাবারানী ১/২৩২ পৃঃ বর্ণনাটি কেবল মাসআদাহ বর্ণনা করেছেন তার কাছ থেকে কেবল আব্দুল মালেক বিন মা'রুফ বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি সহীহ নয়। ইরওয়া ৪/৩৯৩।*

আয়েশাহ (রাযেআল্লাহু আনহা) **ছাগল ছাড়া অন্য পশুর** আক্বীকাহ জায়েয মনে করতেন না। ইমাম মালেক **বলেন, আক্বীকায় গরুর** চেয়ে ভেঁড়া এবং উঁটের চেয়ে ছাগল আমার নিটক **পছন্দনীয়,,,** ।

যারা ছাগল সহ অন্য পশুর আক্বীকাহ বৈধ **বলেছেন, তাদের দলীল;**

عَنِ ابْنِ عَامِرِ الضَّبِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَماً وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الأَذَي. (السنن الكبرى 299/9- المنة الكبرى 516.)

অর্থঃ ইবনে আমের আয্যবী কর্তৃক বর্ণিত, **তিনি বলেন, আমি** রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, শিশু **আক্বীকাহর সাথে** আবদ্ধ, সুতরাং তোমরা তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর এবং **কষ্টদায়ক বস্তু** দূর কর।[৭১] তারা বলেন, এ হাদীসে নিদিষ্ট কোন পশুর **কথা বলা** হয়নি বরং রক্ত প্রবাহের কথা সাধারণভাবে বলা হয়েছে। **সুতরাং যে কোন** পশু দ্বারা আক্বীকাহ দেয়া বৈধ।

কিন্তু যারা ছাগলকে নির্দিষ্ট করেছেন তারা **বলেন, উক্ত** হাদীসে রক্ত প্রবাহের কথা অনির্দিষ্টভাবে বলা হলেও অন্য হাদীসে **পশু নির্দিষ্ট** করে দেয়া হয়েছে;

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ " عَنْ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (أبو داود،ج/2 ص 166، ابن ماجة ج/2/ 1056 ، الترمذي ج/4/ 96 ، مسند أحمد ج/2/182 قال الشيخ الألباني صحيح)

---

[৭১]. *সুনানে কুবরা ৯/২৯৯- আল-মিন্নাতুল কুবরাহ ৫১৬পৃঃ।*

অর্থ, উম্মে কুরয আল-কা'বীয়াহ (রাযি আল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল।[৭২]

সুতরাং অনির্দিষ্ট হাদীসের চেয়ে নির্দিষ্ট হাদীসের উপর আমল উত্তম। তবে এই যুক্তিও পেশ করা যেতে পারে যে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সংখ্যা বেশী হলে উঁট দেয়া উত্তম এবং তাদের সংখ্যা কম হলে ছাগল দেয়া উত্তম অথবা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আগ্রহের ভিত্তিতে পশু যবেহ্ করাও যায়।[৭৩]

কিন্তু ঐ যুক্তির সাথে আমি একমত নই। কারণ রাসূল ﷺ যেহেতু ছাগল ভেড়া নাম নির্দিষ্ট করে বলেছেন এবং তিনি হাসান-হুসাইনের তরফ থেকে দুম্বা (ভেড়া) দিয়েছেন। সেহেতু ছাগল-ভেঁড়া আক্বীকাহ দেয়ার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তবে হাঁ প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন ছাগলের ব্যবস্থায় অক্ষম হবে তখন অন্য পশু আক্বীকাহ দেয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। আর আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আগ্রহের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ তারা যা খেতে চাবে তাই যবেহ করতে হবে, এটি সূক্ষ্ম কথা নয়। কারণ এটি হোটেল নয় যে ভোজনকারীর আগ্রহ জানতে হবে। হোটেলে যেমন জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি কি খাবেন? গরু না ছাগল? বরং এটি ইবাদত। যে ইবাদতে যত বেশী আনুগত্য পাওয়া যাবে সেটি তত সুন্দর।

৭২.আবু দাউদ, ২ য় খন্ড ১১৬ পৃঃ তিরমিযী, ৪/৯৬, ইবনে মাজাহ, ২/১০৫৬,মুসনাদে আহমাদ, ২/১৮২) হাদীসটিকে ইমাম আল-বানী সহীহ বলেছেন।

৭৩.আল-মিন্নাতুল কুবরা, ৫৩২পৃঃ।

আক্বীকার পশুর সংখ্যা

সাধারণভাবে হাদীসের আলোকে যা জানা যায় তা হলো ছেলের পক্ষ হতে দু'টি ও মেয়েদের জন্য একটি ছাগল অথবা ভেড়া।

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ " عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (أبو داود،ج/2 ص 166، ابن ماجة ج/2/ 1056 ، الترمذي ج/4/ 96 ، مسند أحمد ج/2/182 قال الشيخ الألباني صحيح)

অর্থ, উম্মে কুরয আল-কা'বীয়াহ (রাযিআল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি ছেলের জন্য সম মানের দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল।[৭৮]

عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلُوهَا عَنْ الْعَقِيقَةِ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. (الترمذي 479/5،أحمد وصححه الألباني)

অর্থ, ইউসুফ বিন মাহাক কর্তৃক বর্ণিত, তারা হাফসা বিনতে আব্দির রহমানের কাছে আসে ও আক্বীকাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে এবং হাফসাহ তাদেরকে বলেন যে, তাকে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূল ﷺ তাদেরকে ছেলের পক্ষ হতে দুটি আর মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল দিতে

[৭৮]. *(আবু দাউদ, ২ য় খন্ড ১১৬ পৃঃ) হাদীসটিকে ইমাম আল-বানী সহীহ বলেছেন, এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।*

আদেশ করেছেন।[৭৫] হাফেয ইবনে হাজার ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেন, উক্ত হাদীসে জমহুর ওলামার দলীল রয়েছে। কারণ তাঁরা ছেলে-মেয়েদের আক্বীকার পশুর সংখ্যায় পার্থক্য করেছেন, অর্থাৎ ছেলেদের দু'টি আর মেয়েদের জন্য একটি। তবে ইমাম মালেক ছেলে-মেয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, তাদের উভয়ের পক্ষ হতে একটি করে ছাগল দেয়ার কথা বলেছেন। প্রমাণে এই হাদীস পেশ করেছেনঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. (أخرجه أبو داود 20/8، مصنف عبد الرزاق330/4، والنسائي وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد، ورواه البيهقي ، والحاكم)

অর্থ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ হাসান-হুসাইনের পক্ষ হতে একটি করে দুম্বা আক্বীকাহ দিয়েছিলেন।[৭৬] ইবনে ওমার ﷺও উক্ত হাদীসের ভিত্তিতে (شاة شاة) অর্থাৎ ছেলে- মেয়ে উভয়ের পক্ষে একটি করে ছাগল দেয়ার কথা বলেছেন।

ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেছেন, যে হাদীসে ছেলেদের পক্ষ হতে দু'টি ও মেয়েদের পক্ষ হতে একটি ছাগলের কথা বলা হয়েছে সেটিকে কয়েকটি কারণে অগ্রাধিকার দেয়া কর্তব্যঃ

(১) ঐ হাদীসের সংখ্যা বেশী।

(২) যে হাদীসে ছেলেদের দু'টি ছাগল ও মেয়েদের একটি ছাগলের কথা বলা হয়েছে সেটি রাসূলের উক্তিগত হাদীস। আর যে হাদীসে ছেলে-মেয়ে

---

[৭৫]. *(আবু দাউদ, ২ য় খন্ড ১১৬ পৃঃ) হাদীসটিকে ইমাম আল-বানী সহীহ বলেছেন, এ কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।*

[৭৬] *.আবু দাউদ, ৮/২০,মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক্, ৪/৩৩০,নাসায়ী, বাইহাক্বী,আল-হাকেম, আব্দুল হক এবং ইবনে দাক্বীক আল-ঈদ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

উভয়ের পক্ষ একটি করে ছাগল দেয়ার কথা বলা হয়েছে সেটি রাসূলের কর্মগত হাদীস। নিয়ম হচ্ছে উক্তিগত হাদীস আম (ব্যাপক) আর কর্মগত হাদীস (খাস) অর্থাৎ সেটি রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট হতেও পারে।

(৩) যে হাদীসে ছেলেদের জন্য দুটি ছাগলের কথা বলা হয়েছে সেটিতে সংখ্যা বেশী রয়েছে। বেশী গ্রহণ করা উত্তম। কারণ দুটি ছাগলের মধ্যে একটি ছাগলও অর্ন্তভুক্ত কিন্তু একটি ছাগলের মধ্যে দুটি ছাগল অন্তর্ভুক্ত নয়।

(৪) রাসূল ﷺ হাসান হুসাইনের পক্ষ হতে একটি করে ছাগল আক্বীকাহ দেয়ার ঘটনাটি ছিল উহুদের যুদ্ধের বছরে (তৃতীয় হিজরীতে) ও তার পরের বছর। আর "উম্মে কুরয" এর হাদীস অর্থাৎ ছেলেদের জন্য দুটি এবং মেয়েদের জন্য একটি ছাগলের বর্ণনা হুদাইবিয়াহর বছরে অর্থাৎ ছ'হিজরীতে। ইমাম নাসায়ী আল-কাবীর গ্রন্থে এ কথা বলেছেন।

(৫) হাসান-হুসাইনের একটি করে কাবশার (দুম্বার) ঘটনায় যবাইকৃত পশুর জাতের কথা বুঝানো হয়েছে, সংখ্যার কথা বুঝানো হয়নি।

(৬) দুটি ছাগলের আক্বীকায় মেয়েদের উপর ছেলেদের ফযীলতের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন সাক্ষ্য ও মিরাসের ক্ষেত্রে ছেলেদের দ্বিগুণ মর্যাদা দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছে।[৭৭]

(الأسئلة الفقهية والأجوبة المعروفة بالأدلة الشرعية ص 36)

ইমাম ইবনে হাযম বলেন,

قَالَ أَبُوْ مُحَمَّدٍ : لاَ شَكَّ فِيْ أَنَّ الَّذِيْ عَقَّتْ بِهِ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا هُوَغَيْرُ الَّذِيْ عَقَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَمَعَ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ عقَّ

[৭৭] *আল-আসয়েলাতুল ফিক্বহীয়াতু অল আজবেবা, ৩৬পৃঃ।*

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَبْشٍ عَقَّتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِشَاةٍ، فَحَصَلَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَبْشٌ وَشَاةٌ وَكَبْشٌ وَشَاةٌ. (المحلى ج/7/لا بن حزم ص531)

অর্থ,আবু মুহাম্মাদ বলেন,ফাতেমা রাযিআল্লাহু আনহা (হাসান-হুসাইনের) পক্ষ হতে যে পশু আক্বীকাহ দিয়েছিলেন তা প্রকৃত পক্ষে ঐ পশু নয় যা রাসূল ﷺ তাদের পক্ষ হতে আক্বীকাহ দিয়েছিলেন এই দুই বর্ণনার ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে যে রাসূল ﷺ হাসান-হুসাইনের পক্ষ হতে একটি করে ভেড়া এবং ফাতেমা তাদের পক্ষ হতে একটি করে ছাগল আক্বীকাহ দিয়ে ছিলেন, সুতরাং হাসানের পক্ষ হতে একটি ভেড়াও ছাগল এবং হোসেনের পক্ষ হতে একটি ভেড়া ও ছাগল আক্বীকাহ প্রমাণিত হয়।[৭৮]

আমি মনে করছি সক্ষম হলে ছেলের পক্ষ হতে দুটি ছাগল অথবা দুটি ভেড়া দেয়া উত্তম যেহেতু এ বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এ বর্ণনাটি ঐ বর্ণনার চেয়ে অধিক সহীহ যে বর্ণনায় একটি পশুর কথা উল্লেখিত হয়েছে। তবে দুটি পশু দিতে অক্ষম হলে একটি দেয়া জায়েয। যা ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় প্রমাণিত।

আক্বীকাহর পশু কেমন হওয়া উচিৎ

আক্বীকাহর পশু কেমন হবে, বিশেষভাবে তার কোন বর্ণনা নেই, তবে আল্লাহর পথে উত্তম জিনিস দেয়া উচিৎ। আক্বীকাহর পশুর ক্ষেত্রে সে রকম বর্ণনা না থাকার কারণে কুরবাণীর পশুর বর্ণনার উপর ভিত্তি করে কাজ

[৭৮]. *আল-মুহাললাহ, ইবনে হাযম,৭/৫৩১পৃঃ।*

চালানোর কথা বিদ্যানগণ বলেছেন। ইমাম ইবনে কুদামা “আল-মুগনী” গ্রন্থে বলেন,

إِنَّ حُكْمَ الْعَقِيْقَةِ حُكْمُ الأُضْحِيَةِ فِيْ سِنِّهَا، وَأَنَّهُ يَمْنَعُ فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْبِ مَا يَمْنَعُ فِيْهَا، وَيُسْتَحِبُّ فِيْهَا مِنَ الصِّفَةِ مَا يُسْتَحَبُّ فِيْهَا. وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُوْلُ: إِئْتُوْنِيْ بِهِ أَعْيَنَ أَقْرَنَ. (المغني 399/13.)

অর্থ, বয়সের দিক থেকে কুরবানী ও আক্বীকাহর পশুর হুকুম একই । কুরবানীর পশুতে যে দোষক্রটি নিষেধ তা আক্বীকাহর পশুর জন্যও নিষেধ, কুরবানীর পশুতে যে গুণ থাকা উত্তম তা আক্বীকাহর পশুর জন্যও উত্তম। আয়েশা রাযি আল্লাহু আনহা বলতেন;“স্পষ্ট চোখ এবং শিং বিশিষ্ট (পশু) হাযির কর।[৭৯]

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنْ الضَّحَايَا فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ أَرْبَعًا وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.(موطأ مالك 418/3،أبودود ج/2 /ص106 ، وصححه الألباني، الترمذي ج/85/2، النسائ ج/7 /212 ، موطأ ج/483/2 .)

অর্থঃ বারাআ ইবনে আযেব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, কুরবাণীর পশু কি রকম দোষ-ক্রটি থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন? প্রত্যুত্তরে তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বলেন চারটি। এরপর হাদীস বর্ণনা করার সময় বারা’ ﵁ নিজ হাত দ্বারা ইশারা করতেন ও বলতেন; আমার হাত রাসূলের হাতের চেয়ে ছোট। তারপর চারটি দোষের কথা উল্লেখ

[৭৯]. আল-মুগনী ১৩/৩৯৯পৃঃ।

করতেন; ১.স্পষ্ট খোঁড়া ২.স্পষ্ট কানা ৩.স্পষ্ট অসুস্থ ৪. **অতি বয়সে জীর্ণ**।[৮০]

এ আলোচনা থেকে জানা যাচ্ছে যে আক্বীকাহর পশু কুরবানীর **পশুর** মতই ত্রুটি মুক্ত হওয়া শর্ত। নচেৎ তা দ্বারা আক্বীকাহ দেয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু শায়েখ আব্দুর রাহমান মুবারাকপুরী তুহফাতুল আহওয়াযীর মধ্যে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, তিনি বলেন, আক্বীকাহর বিষয়ে হাদীসে সাধারণভাবে একটি অথবা দুটি ছাগলের কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা কুরবানীর পশুর যে শর্ত উল্লেখিত হয়েছে তা আক্বীকাহর পশুর সাথে কোন সর্ম্পক নেই, অর্থাৎ আক্বীকাহর পশু কুরবানীর মত ত্রুটি মুক্ত হওয়া শর্ত নয়। তিনি **আরো বলেন, আক্বীকাহর** পশুর ঐ শর্ত কোন সহীহ হাদীস অথবা দুর্বল হাদীস **থেকে প্রমাণিত** নয়। সুতরাং যারা কুরবানীর পশুর সাথে আক্বীকাহর পশুর **শর্ত লাগিয়েছে তাদের** কিয়াস ছাড়া কোন দলীল নেই।

ইমাম শাওকানী "**নাইনুল আওতার**" গ্রন্থে বলেন, শাফেয়ীদের কাছে এ বিষয়ে দুটি মত **রয়েছেঃ** তার মধ্যে একটি; কুরবানীর পশুর সাথে আক্বীকাহর পশুর **শর্ত করা যাবে** না। আর এটিই সঠিক । কারণ শারয়ী বিধান দলীল ব্যতীত **প্রতিষ্ঠভ হবে** না।[৮১]

আমি মনে করি **দলীল ভিত্তিক** কথার উপর আমল করা সকলের কর্তব্য। অর্থাৎ কুরবানীর পশুর **মত হুবহু** আক্বীকাহর পশুও ত্রুটি মুক্ত হওয়া জরুরী নয়। সামান্য ত্রুটি **থাকলেও আক্বীকাহ** শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। না জায়েয বলা যাবে না। তবে **ভাল কর্মে ভাল** জিনিস দেয়া উত্তম।

---

*৮০ মুআত্তা ইমাম মালেক, **৩/৪১৮** ,আবু দাউদ, ২/১০৬, তিরমিযী **২/৮৫** পৃঃ,নাসায়ী, ৭/২১২ পৃঃ ইমাম আল-বানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

*৮১.তোহফাতুল আহওয়াযী **৫/৯৬** পৃঃ শায়েখ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী।*

ছাগল ছাড়া উঁট, গরু আক্বীকাহ দেয়ার হুকুম কি?

আক্বীকায় ছাগলের স্থানে অন্য পশু যবেহ করা যাবে কি না এ বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন, এ কথা "আক্বীকাহর পশু" এর অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে, এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করছি; ইবনে মুনযের বলেন, ছাগল ব্যতীত অন্য জানোয়ারে আক্বীকায় মতভেদ আছে; আনাস বিন মালেকের পক্ষ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি তাঁর ছেলের জন্য উঁট আক্বীকাহ দিয়েছিলেন। আবু বাকরা হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর ছেলে "আব্দুর রহমান" এর পক্ষ হতে উঁট আক্বীকাহ করেছিলেন এবং বাসরাবাসীকে খাইয়েছিলেন। তবে কেউ কেউ তাঁদের এই কর্মকে অপছন্দ করেছিলেন এবং বলেছিলেন; রাসূল ﷺ ছেলের পক্ষ হতে দুটি ছাগল ও মেয়ের পক্ষ হতে একটি ছাগল আক্বীকাহ দেয়ার আদেশ দিয়েছেন। ইউসুফ বিন মাহাক কর্তৃক বর্ণিত, তিনি ইবনে আবী মুলাইকার সাথে হাফসা বিনতে আব্দির রহমান বিন আবী বাকার এর কাছে যান, তিনি মুনযের বিন যুবাইয়ের জন্য একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেন, তখন তিনি বলেন আমি বললাম, ছেলের পক্ষ হতে উঁট আক্বীকাহ করছেন না কেন? তিনি বল্লেন, "মাআযাল্লাহ" আমার ফুফু বলতেন, ছেলের পক্ষ হতে দু'টি আর মেয়েদের পক্ষ হতে একটি ছাগল আক্বীকাহ দিতে হয়।

ইমাম মালেক বলেন, আক্বীকায় উট-গরু থেকে ছাগল আমার নিকট উত্তম, "হাদ্‌য়ে" অর্থাৎ হাজিদের কুরবানীতে গরুর চেয়ে উট প্রিয়। জমহুরের মতে যে জানোয়ারে কুরবানী বৈধ সে জানোয়ারে আক্বীকাহ বৈধ। ইমাম শওকানী জমহুরের একটি দলীল উলেখ করেছেন;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وُلِدَ لَهُ غُلاَمٌ فَلْيَعَقُّ عَنْهُ مِنَ الإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ. لَمْ يَرْوِهُ عَنْ حُرَيْثٍ إِلاَّ مُسْعَدَةُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَعْرُوْفٍ.(المعجم الصغير للطبراني 150/1)

অর্থঃ আনাস বিন মালেক ﷺ বলেন,রাসূল ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্তান প্রাপ্ত হবে সে যেন তার পক্ষ হতে উঁট অথবা গরু অথবা ছাগল আক্বীকাহ দেয়। এ বর্ণনাটি হুরাইস থেকে মুসআদাহ ব্যতীত কেউ বর্ণনা করে করেনি, আব্দুল মালেক বিন মা'রুফ তার থেকে একা বর্ণনা করেছেন।[৮২] জমহুরের সিদ্ধান্তে কিয়াস ও দলীল দুটিই প্রকাশিত হচ্ছে। তবে জমহুরের পক্ষ হতে যে বর্ণনাটি পেশ করা হয়েছে সেটি সহীহ নয়।[৮৩]

ইবনে মুনযের বলেন, যারা আক্বীকায় উট-গরু যথেষ্ট মনে করেন তাদের দলীল মনে হয় রাসূলের এই হাদীসঃ

مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيْقَةٌ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا.

অর্থাৎ ছেলেরা আক্বীকাহর সাথে জড়িত। সুতরাং তোমরা তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত কর। উক্ত বর্ণনায় কি ধরনের বা কোন জানোয়ার যবেহ করতে হবে তা উল্লেখ করা হয়নি, সেহেতু যে কোন (হালাল) জানোয়ার যবেহ করা হলে তাই যথেষ্ট হবে। তবে প্রশ্ন থেকে যায় যে, উক্ত বর্ণনাটি "মুজমাল" অর্থাৎ ব্যাপক ব্যাখ্যার প্রয়োজন। এর মুকাবেলায় স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

مَعَ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

[৮২] *আল-মুজা'মুসসাগীর লিততাবারানী,১/১৫।*
[৮৩] *শায়েখ আলবাণী, ইরওয়াউল গালীল,৪/৩৯৩।*

অর্থাৎ, ছেলেদের **পক্ষ হতে** দু'টি **আর মেয়েদের পক্ষ** হতে একটি ছাগল আক্বীকাহ দিতে হবে। যে বর্ণনায় নির্দিষ্ট **ভাব বুঝা যায়** সেটি মুজমাল অর্থাৎ অনির্দিষ্ট বর্ণনার চেয়ে উত্তম। [৮৪]

কুরবানী কি আক্বীকার জন্য যথেষ্ট?

ইতিপূর্বে সহীহ হাদীসের আলোকে **আমরা জেনেছি আক্বী**কাহ একটি পূর্ণ ইবাদত, তার হুকুম পদ্ধতি,সময়,পশু **যবেহ ইত্যাদি** বিস্তারিত হাদীসে আলোচিত হয়েছে। কুরবানী আক্বীকার **জন্য যথেষ্ট এ ধরণের** কোন বর্ণনা বা হাদীস নেই। আক্বীকাহ ও কুরবানী **দু'টি আলাদা**-আলাদা ইবাদত একটির সঙ্গে অপরটির কোন সম্পর্ক নেই। **কেউ কেউ ঐ** দাবী করলেও তাদের কোন দলীল নেই। যেমন ''খাল্লাল'' **বলেন, কুর**বানী আক্বীকাহর জন্য যথেষ্ট। আব্দুল মালেক আল-মাইমুনী **বলেন, আবু** আব্দিল্লাহকে জিজ্ঞাসা করি; আচ্ছা ছেলের পক্ষ থেকে কুরবানী **দিলে কি আক্বী**কাহর জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন আমি জানিনা।

আব্দুল মালেক অন্য স্থানে বলেন, আবু **আব্দিল্লাহ বলেন**, কেউ কেউ মনে করেন কুরবানী আক্বীকাহর জন্য যথেষ্ট। **আব্দল্লাহ বিন আ**হমাদ বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি যে কুরবানীর **দিনে আক্বী**কাহ দিলে তা কি কুরবানী ও আক্বীকাহ দু'টিই যথেষ্ট হবে? তিনি **বলেন, দু'**টিই এক সাথে হবে না। হয় কুরবানী না হয় আক্বীকাহ, যার নিয়তে **দিবে** সেটি হবে। আবু

---

[৮৪] *.তোহফাতুল মাউদুদ ৯৪ পৃঃ,মিন্নাতুল কুবরা,ডঃ যিয়াউর রহমান ৫৩২ পৃঃ*

আব্দিল্লাহর মোট তিন রকম বর্ণনা পাওয়া গেল; ১. নীরবতা। ২. **কুরবানী ও** আক্বীকাহ দু'টিই যথেষ্ট।[৮৫] ৩. যে কোন একটি যথেষ্ট।[৮৬]

উক্ত আলোচনায় উপলব্ধি করতে পারলাম যে তা একটিও **কুরআনের** আয়াত **অথবা** সহীহ হাদীস সম্বলিত নয়, তার সঙ্গে আবু আব্দিল্লাহর উক্তি বা ফাতওয়া বহুমুখী,সেহেতু নিখাদ ও নির্ভেজাল কথা হলো কুরবানী ও আক্বীকাহ দু'টি আলাদা-আলাদা ইবাদত, সেই জন্য উক্ত ইবাদতদ্বয়ের যে বিধান ও পদ্ধতি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেই মুতাবেক আমল করা সকলের কর্তব্য। **কিন্তু আমাদের সমাজে** এক শ্রেণীর লোকদের দেখতে পাই যে তারা আক্বীকাহর **ব্যাপারে কোন গুরুত্ব** দেয় না, কুরবানী দিলে আক্বীকাহ হয়ে যায় এই **বিশ্বাসে কুরবানীর** দিনে আক্বীকাহ দেয়ার অপেক্ষায় বসে থাকে। আক্বীকাহ **কখন** দিতে হয়,কি দিতে হয়, ক'টি দিতে হয়, তার কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। **তাদের এরূপ করা** উচিৎ নয় বরং আক্বীকাহর যে বিধান ও সময় আছে সেই **মুতাবেক আমল** করা কর্তব্য। আবার অনেকে কুরবানীর জানোয়ারের সাত **অংশের একাংশ** আক্বীকাহর জন্য নির্ধারণ করে দেয়।

---

[৮৫].*এটি ঐ অবস্থায় যখন **শিশুর জন্মের** সপ্তম দিনে কুরবাণীর দিন পড়বে তখন একটি জানোয়ার যবেহ আক্বীকাহ ও **কুরবাণীর** জন্য যথেষ্ট হওয়ায় কথা কোন কোন আলেম বলেছেন। এটি তাঁদের ঐ **হাদীসের উপর** কেয়াস যে হাদীসে বলা হয়েছে; যদি ঈদের দিন জুমআর দিনে পড়ে যায় তাহলে **ঈদের খু**তবা জুমআর খুতবার জন্য যথেষ্ট হবে, যার ইচ্ছা সে জুমআহ পড়বে অথবা জোহর **পড়বে**। আরো উদাহরণ যেমন ; কেউ যদি তাহইয়াতুল মাসজিদ ও সুন্নাতে মুআক্কাদাহ এক **নিয়তে পড়ে** তাহলে তার জন্য সেটি যথেষ্ট । অনুরূপ কুরবানী ও আক্বীকাহর মাসআলাকে **ঐভাবে কিয়াস** করলে যথেষ্ট হবে। তবুও স্মরণ থাকে যেন এটি কিয়াস ভিত্তিক,এর কোন **সহীহ বর্ণনা** নেই। সেই জন্য আমি ঐ ভাইদের সতর্ক করতে চাই যারা আক্বীকাহ দেয়ার জন্য **কুরবাণী** দিনের অপেক্ষায় বসে থাকে। কুরবাণী ও আক্বীকাহ যদি একই ইবাদত হলো তাহলে **আক্বীকাহ** কখন দিতে হবে,ছেলে-মেয়ের জন্য ক'টি করে জানোয়ার যবেহ করতে হবে এ সব বিধান আলাদাভাবে কেন বর্ণিত হলো?*

[৮৬].*মাউদুদ-১০১ পৃঃ।*

তাদের এই কর্ম মোটেই শুদ্ধ নয়। কারণ আক্বীকায় পূর্ণ জানোয়ার দিতে হবে, তাতে অংশ বসানো বৈধ নয়। এর আলোচনা নিম্নে;

আক্বীকায় অংশ চলবে না

আক্বীকাহর বিধান হচ্ছে পূর্ণ একটি জানোয়ার যবেহ করা, তাতে কোনরূপ অংশ বা তাগ চলবে না, যেমন কুরবানীতে অংশ বসানো হয়; কুরবানীতে সাতটি পরিবার অথবা সাত ব্যক্তির পক্ষে একটি গরু-উট যথেষ্ট। কিন্তু আক্বীকাহর জানোয়ারে অংশ বসানোর কোন দলীল কুরআন ও সহীহ হাদীসে নেই। বরং গোটা ছাগল অথবা ভেড়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ.

অর্থাৎ, ছেলের পক্ষ দু'টি ও মেয়ের পক্ষে একটি ছাগল।

ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন,আক্বীকায় নবজাত শিশুর জন্য জানোয়ার যবেহ করা হয় বা রক্ত প্রবাহিত করা হয়। কারণ যবেহর বিষয়ে শরীয়তের বিধান হচ্ছে একটি শিশুর জন্য একটি জানোয়ার যবেহ করা বা রক্ত প্রবাহিত করা। যদি আক্বীকায় অংশ বসানো হয় তাহলে রক্ত প্রবাহিতের উদ্দেশ্য সফল হবে ঠিক কিন্তু তা হবে একটি শিশুর জন্য আর বাকী শিশুর জন্য কেবল গোস্ত খাওয়া হবে, রক্ত প্রবাহিত নয়।-- সেই জন্য রাসূল ﷺ এর সুন্নাতের উপর আমল ও অনুসরণ করে ছেলের পক্ষ হতে দু'টি জানোয়ারের রক্ত প্রবাহিত করা উচিৎ, একটি উঁট অথবা একটি গরু সেদু'টির স্থানপূরণ করতে পারবে না।[৮৭]

৮৭. মাউদুদ ৯৭ পৃঃ।

আমরা ইমাম ইবনে কাইয়েম রাহেমাহুল্লার আলোচনায় বুঝতে পারলাম যে কুরবানী জানোয়ারের অংশের মধ্যে একাংশ আক্বীকাহর জন্য নির্ধারণ করা অথবা একটি আক্বীকাহর জানোয়ারে দু'টি ছেলে বা দুটি মেয়ের আক্বীকাহ বৈধ নয়।

ডঃ যিয়াউর রহমান আল-আ'যমী "মিন্নাতুল কুবরা"এর মধ্যে অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন,"আক্বীকায় অংশ শুদ্ধ নয়" অতঃপর বলেন,আক্বীকায় যে জানোয়ার যবেহ করা হয় সেটি জানের বদলে জান এই হিসাবে করা হয়। কুরবানীতে একটি জানোয়ারে কয়েক অংশ বসানোর প্রমাণ হাদীসে রয়েছে। কিন্তু আক্বীকাহর ক্ষেত্রে এরূপ কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং আক্বীকায় শিশুর জন্য পূর্ণ জানোয়ার দিতে হবে।[৮৮]

শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন রহঃও বলেন, আক্বীকাহয় অংশ চলবে না। কারণ এ বিষয়ে কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি।[৮৯]

আগে পশু যবেহ না মাথা মুন্ডণ

আব্দুর রায্যাক্ব ইবনে জুরাইয়েজ হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আগে জানোয়ার যবাই তারপর মাথা মুন্ডন। আতা কিন্তু তার বিপরীত বলেছেন। অর্থাৎ তিনি বলেন, আগে মাথা মুন্ডণ তারপর জানোয়ার যবাই। ইমাম বাগাবী "তাহযীব" গ্রন্থে বলেন, মাথা মুন্ডন করার পূর্বে জানোয়ার যবাই করা উত্তম। এটিকে ইমাম নওয়াবী "আল-মুহায্যাব গ্রন্থে" সহীহ বলেছেন।[৯০]

---

[৮৮]. *মিন্নাতুল কুবরাহ ডঃ যিয়াউর রহমান আ'যমী, ৫৩৭ পৃঃ।*
[৮৯]. *শারহুল মুমতে' ৭/৫০০পৃঃ।*
[৯০]. *ফাতহুল বারী ৯, খঃ ৭৪৩ পৃঃ।*

আক্বীকাহর পশু যবেহ করার সময় কি বলতে হবে?

আক্বীকাহর পশু যবেহ করার সময় আলাদা কিছু বলার মুরসাল বর্ণনা রয়েছে; ইমাম ইবনে হাজার ''ফাতহুল বারী''তে উল্লেখ করেছেন,কাতাদাহ বলেন, জানোয়ার যবেহ করার সময় যার আক্বীকাহ দেয়া হচ্ছে তার নাম উল্লেখ করতে হবে। যেমন করা হয়ে থাকে "কুরবানীতে"অর্থাৎ বলবে ''বিস্‌মিল্লাহ আক্বীকাতু ফুলানিন'' কাতাদার অন্য বর্ণনায় এসেছে ;

اَللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَقِيْقَةُ فُلاَنٍ.

কিন্তু বর্ণনা গুলো মুরসাল; রাসূলের কথা, কর্ম বা সমর্থন নয়। বরং কাতাদার কথা।

তবে শায়েখ আব্দুল আযীয আল-মুহাম্মাদ আস সালমান বলেন, আক্বীকাহর জানোয়ার যবেহ করার সময় বলবে;

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ:قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذْبَحُوْا عَلَى اِسْمِهِ فَقُوْلُوْا بِسْمِ اللهِ لَكَ وَإِلَيْكَ اَللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلاَنٍ. (روى ابن المنذر وقال هذا حسن 434/11، مسند أبي يعلى ج/8 ص17، وقال حسين سليم أسد إسناده صحيح،مسند أبي يعلى ج/8 ص17 وقال حسين سليم أسد إسناده صحيح.)

অর্থ, আয়েশাহ (রাযি আল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, তার নাম উল্লেখ কর এবং বিস্‌মিললাহ আল্লাহুম্মা লাকা ওয়া

ইলাইকা, হাযিহি আক্বীকাতু ফুলানিন বলে যবেহ কর।[৭১] এ **বর্ণনাটি মারফু'** অর্থাৎ রাসূলের সাথে সম্পর্ক জুড়া হয়েছে। ইবনে মুনযের **বলেন, কেবল** অন্তরে আক্বীকার নিয়ত করা আক্বীকাহর জন্য যথেষ্ট। মুখে **উচ্চারণ করা** প্রয়োজন নেই।

রক্তে শিশুর মাথা রঙ্গানো

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ غُلاَمٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدْمَى.(مسند أحمد، تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف).

অর্থঃ হাসান সামুরা হতে **বর্ণনা করেন**, নবী ﷺ বলেছেন, প্রতিটি শিশু তার আক্বীকাহর সাথে **বন্ধক থাকে**, তার পক্ষ হতে সপ্তম দিনে (জানোয়ার) যবেহ করতে হবে ও (**শিশুর মাথায়**) রক্ত লেপতে হবে।[৭২]

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ :عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُلُّ غُلاَمٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدْمَى " (أبوداود 117/2) فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيْقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوْفَةً وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا ثُمَّ تُوْضَعُ عَلَى يَافُوْخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيْلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ

---

[৭১]. *ইবনে মুনযের, ১১/৪৩৪, তিনি বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন। মুসনাদে আবী আ'লা ৮ খন্ড ১৭পৃঃ এবং হুসেন সালীম আসাদ এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। মুসনাদে আবী য়্যা'লা ৮/১৭পৃঃ এবং হুসাইন সালীম আসাদ বলেন এটির সানাদ সহীহ।*

[৭২]. *মুসনাদে আহমাদ, তা,লীক্ব শোআয়েব আরনাউত; এটির সানাদ দুর্বল।*

وَيُحْلَقُ. قال أبو داود وهذا وهم من همام. قال الشيخ الألباني : صحيح دون قوله ويدمى والمحفوظ ويسمى)

অর্থঃ হাসান সামুরা হতে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন, প্রতিটি শিশু তার আক্বীকাহর সাথে বন্ধক থাকে, তার পক্ষ হতে সপ্তম দিনে (জানোয়ার) যবেহ করতে হবে ও (ছেলের মাথায় রক্ত) লেপতে হবে।[৯৩]

রক্তে মাথা রঙ্গানোর পদ্ধতি কাতাদাহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন আক্বীকার পশু যবেহ করা হবে তখন তার পশম নিয়ে রক্ত প্রবাহের নালিতে ভিজিয়ে শিশুর মাথার তালুতে রাখতে হবে যাতে তার মাথায় সূতোর মত রক্ত বয়ে যায়। ইমাম আবু দাউদ বলেন, রক্ত মাখানো যে শব্দটি উক্ত বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে সেটি ‘‘হাম্মাম বিন ইয়াহইয়া” এর ভুলে হয়েছে। শায়েখ আল বাণী বলেন “রক্তে মাথা রঙ্গানো” বাক্যটি ছাড়া হাদীসটি শুদ্ধ। “ইউসাম্মা” (নাম করণ) শব্দটি সংরক্ষিত। ইমাম আবুদাউদ রক্তে রঙ্গানোর প্রতিবাদে আর একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন যা সহীহ;

عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى.(أبوداودو16،/8 ابن ماجة 335/9)

অর্থ, প্রতিটি শিশু তার আক্বীকায় আবদ্ধ, তার পক্ষ হতে সপ্তম দিনে আক্বীকাহ দিতে হবে এবং তার মাথা মুন্ডন করে নাম রাখতে হবে। [৯৪]এ হাদীসটি অধিক শুদ্ধ, ইমাম নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটিকে উত্তম ও সহীহ বলেছেন, এ

---

[৯৩].*আবু দাউদ ২/১১৭ পৃঃ।*

[৯৪]. *আবু দাউদ, ৮/১৬,ইবনে মাজাহ,৯/৩৩৫ পৃঃ।*

হাদীসটি হাসান সামুরার নিকট হতে শ্রবণ করেছেন, একথা ইমাম বুখারী নিজ সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৯৫]

অধিকাংশ আলেম মাথায় রক্ত প্রলেপনকে জাহেলী প্রথা বলেছেন, এটিকে ইমাম যুহরী, মালেক, শাফেয়ী, ইসহাক্ব ঘৃণা করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, শিশুর মাথায় রক্ত মাখানো ঘৃণিত, এটি জাহেলী যুগের কর্ম।[৯৬] (ইমাম আহমাদের অন্য উক্তিতে বলা হয়েছে; তা সুন্নাত। কিন্তু তার অধিকাংশ ছাত্র বর্ণনা করেন যে ঐ কর্ম ঘৃণিত।

عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ.(ابن ماجة،1057/2،الطحاوي،في المشكل: 460/1، الطبراني في الأوسط.223/1و صححه الألباني .)

অর্থ, আইয়ুব বিন মুসা কর্তৃক বর্ণিত, তাঁকে ইয়াযিদ বিন আব্দ আল-মুযানী বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, শিশুর জন্য আক্বীকাহ দিতে হবে কিন্তু তার মাথায় রক্ত স্পর্শ করা যাবে না।[৯৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. (أبوداودج/22/8، البيهقي 303/9، قال الشيخ الألباني : حسن صحيح.

---

৯৫. *তোহফাতুল মাউদুদ, ৬১ পৃঃ।*

৯৬. *মাউলুদ-মাসায়েল ইমাম আহমাদ, ২৬৭ পৃঃ ।*

৯৭. *ইবনে মাজাহ, ২/১০৫৭, মুশকিলুল আসার ,তাহাবী, ১/৪৬০, তাবারানী,ফিল আওসাত.,১/২২৩) ইমাম আল-বানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

অর্থ, আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদাহ **বলেন, আমি আমার** পিতা বুরাইদাহকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, জাহেলী **যুগে আমাদের মধ্যে কেউ** সন্তান প্রাপ্ত হলে ছাগল যবেহ করত ও তার রক্তে **শিশুর মাথা রঙ্গাত**। **অতঃপর** আল্লাহ যখন ইসলামকে ধর্ম হিসেবে মনোনীত **করেন তখন আমরা ছাগল** যবেহ করতাম, শিশুর মাথা মুন্ডন করতাম এবং **যাফরান দিয়ে রঙ্গাতাম**।[৯৮]

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها **قَالَتْ** : (وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلُوْنَ قُطْنَةً فِيْ دَمِ الْعَقِيْقَةِ وَيَجْعَلُوْنَهُ عَلَى رَأْسِ **الصَّبِيِّ فَأَمَرَ** رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَ الدَّمِ خلُوْقاً) . أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (215 / 1 - 2) والبيهقي (9 / 303) بإسناد رجاله ثقات،،،. **وصححه** اليشخ الألباني، إرواء الغليل 389/4 .

অর্থ, আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) **বলেন, জাহেলী** যুগের লোকেরা আক্বীকাহর পশুর রক্তে তুলো ভিজিয়ে শিশুর **মাথায় রাখত**, অতঃপর নবী ﷺ তার স্থানে যাফরান ইত্যাদি দ্বারা তৈরী **সুগন্ধ রাখার আদেশ** দেন।[৯৯]

قَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ: ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ دَمًا وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى. **وَالدَّمُ** أَذًى وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْأَذَى، فَغَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُنَجَّسَ رَأْسُ الصَّبِيِّ بِالدَّمِ. (**تحفة** المودود لابن القيم ص67.)

অর্থ, ইবনে মুনযের বলেন,নবী ﷺ হতে **প্রমাণিত** হয়েছে,তিনি বলেন,“তোমরা নবজাত শিশুর জন্য রক্ত প্রবাহিত কর **এবং তার** অপবিত্রতা

---

[৯৮].আবুদাউদ, ৮/২২,বাইহাক্বী,৯/ ৩০৩। ইমাম আল-বাণী হাদীসটিকে সহীহ ও হাসান বলেছেন।

[৯৯]. মুসনাদে আবু ইয়ালা১-২/২১৫ পৃঃ বাইহাক্বী সুনানে কুবরা,৯/৩০৩ পৃঃ তিনি বলেন, এই বর্ণনার রাবীগণ (বর্ণনাকারীগণ) সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী,,, শায়েখ আল-বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; ইরওয়াউল গালীল,৪/৩৮৯ পৃঃ।।

দূর কর।" ইবনে মুনযের বলেন, মাথায় রক্ত মাখানো শিশুর জন্য নাপাকি। বরং সেটি বড় নাপাকি। সুতরাং রক্ত দ্বারা শিশুর মাথা রঙ্গিয়ে নাপাক করা বৈধ নয়। [১০০] ইমাম ইবনে হাযম নিজ গ্রন্থ আল-মুহাল্লায় ৭ খন্ড ৫২৫ পৃঃ ও ইমাম ইবনে কুদামাহ আল-মুগনী গ্রন্থে ১৩ খন্ড ৩৯৮ পৃঃ এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে রক্তে শিশুর মাথা না রঙ্গাগানোর দিকটা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আমি ও তাই মনে করি, কারণ তাঁদের দলীল সন্দেহ মুক্ত ও মযবুত।

আক্বীকাহর গোস্ত ও হাড়

আক্বীকাহর গোস্ত কি করা হবে? এ বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে; ইবনে সিরীন বলেন, আক্বীকাহর গোস্ত যা ভাল মনে কর তাই কর।
ইবনে জুরাইয়েজ বলেন, আক্বীকাহর গোস্ত লবণ-পানি দ্বারা রান্না করে প্রতিবেশী বন্ধুদের হাদীয়াহ দিবে। তার মধ্যে কিছু সাদক্বা করা যাবে না।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইবনে সিরীনের উক্তিটি পেশ করেন। তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে আক্বীকাহর গোস্ত সম্পূর্ণ খাওয়া যাবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, একথা ও বলছি না যে, সব খেয়ে নিবে ও তা থেকে কিছু সাদকা দিবে না। আক্বীকাহর গোস্তের বিষয়টি কুরবানীর গোস্তের ন্যায়; কুরবানীর গোস্ত যেমন অন্যকে দিয়ে খেতে হয়,অনুরূপ আক্বীকাহর গোস্তও অন্যকে দিয়ে খেতে হবে।[১০১]

---

[১০০].তোফাতুল মাওদুদ ৬৩ পৃঃ।

[১০১]. আল-মুগনী ১৩ খ ন্ড ৪০০পৃঃ।

তিনি আরো বলেন,আক্বীকাহর গোস্ত রান্না করে আত্মী-স্বজনকে ডেকে খাওয়ানো উত্তম।[১০২] আক্বীকাহর পশুর হাড় না ভেঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড় ছাড়িয়ে আলাদা করা উত্তম, এ বিষয়ে আয়েশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এর বর্ণনা রয়েছে;

فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : لاَ بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ(تُقْطَعُ جُدُوْلاً وَلاَ يُكْسَرُ لهاَ عَظْمٌ فَيأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقَ)

،،،،(صحيح الاسناد المستدرك على الصحيحين للحاكم 456/17) .

অর্থঃ তিনি বলেন, সুন্নাত হলো ছেলেদের জন্য দু'টি সম মানের ছাগল ও মেয়েদের জন্য একটি ছাগল। (ছাগলের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে আলাদা করে হাড় না ভেঙ্গে রান্না করবে, খাবে, খাওয়াবে এবং সাদ্‌কা করবে।)[১০৩] আবু উবাইদাহ আল-হারবী ঐ কথা সমর্থন করে বলেন, এভাবে করা এই জন্য উত্তম যে, এটি নবজাত শিশুর প্রথম যাবিহা (যবাইকৃত জানোয়ার)। এ বর্ণনা থেকে আক্বীকাহর গোস্ত খাওয়া ও সাদকা করার কথা জানা যাচ্ছে। তবে আয়েশাহ (রাযিআল্লাহু আনহা) এর উক্ত বর্ণনাটির সানাদ সহীহ হলেও তা মুরসাল, এ দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না। এ কথা ইমাম ইবনে হাযম আল-মুহাল্‌লা গ্রন্থে বলেছেন।[১০৪] শায়েখ মুহাম্মাদ বিন উসাইমীন

---

[১০২]. আল-মুগনী ১৩খ ভ ৪০০পৃঃ।

[১০৩].সহীহ সানাদ। আল মুসতাদরাক আলাসসীহ হাইনে লিলহাকেম ১৭/৪৫৬। তবে ইমাম আল-বাণী বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ ও ইমাম মুসলিমের রেজাল (বর্ণনাকারী,) দু'জন ব্যতীত; ১. ইব্রাহীম বিন আব্দিল্লাহ নিসাপুরী তিনি সদুক (কাজচলা)। একথা ইমাম যাহবীও বলেছেন, ২. আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদবিন ইয়াকুব আশ-শাইবানী। তিনি ইবনুল হাযম নামে প্রসিদ্ধ।

[১০৪].মুহাল-া ইবনে হাযম, ৭/৫৩৯ পৃঃ। ইমাম আলবাণী বলেন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ না কেটে আলাদা না করে রান্নার কথাটি মুদরাজ অর্থাৎ মাঝ খানে প্রবেশ করানো হয়েছে, এর কোন পরম্পরা নেই। ইরওয়াউল গালীল। শায়েখ ইবনে উসাইমীন বলেন, এ মাসআলায় এমন কোন দীলল নেই যাতে অন্তর পরিতুষ্ট হয়।

রাহেমাহুল্লাহ বলেন, এ বিষয়ে এমন কোন দলীল নেই যা দ্বারা মন সন্তুষ্ট হয় বা নিশ্চিত হওয়া যায়।

আক্বীকার গোস্ত কি করা হবে, এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, খাওয়া হবে হাদীয়াহ (উপঢৌকন) দেয়া হবে। ইবনে সিরীন বলেন, যে পরিবার আক্বীকাহ দিবে তারা কি তা খেতে পারবে? তিনি বলেন, হাঁ। তবে সবটাই খেয়ে ফেলবে না বরং খাবে ও হাদীয়াহ দিবে। ইবনে হারেসের বর্ণনায় রয়েছে, খাবে ও প্রতিবেশীকে খাওয়াবে। ইবনে হারেসকে তাঁর ছেলে জিজ্ঞাসা করে, আক্বীকাহর গোস্ত ক'ভাগ করতে হবে? তিনি বলেন, যত ভাগ ইচ্ছা। আল-মাইমুনী বলেন,আমি আবু আব্দিল্লাহকে জিজ্ঞাসা করি আক্বীকাহর গোস্ত কি খাওয়া যাবে? তিনি বল্লেন, হাঁ। আমি বল্লাম, কতটা? তিনি বল্লেন জানিনা। আমি বল্লাম আক্বীকার গোস্ত কি কুরবানীর গোস্তের মত খাওয়া হবে? তিনি বল্লেন হাঁ, তা থেকে খাওয়া হবে।[১০৫]

মোট কথা আক্বীকাহর গোস্ত নিজ খাবে ও অপরকে খাওয়াবে। কতটা খাবে কতটা হাদীয়াহ দিতে হবে এর নিদিষ্ট কোন বর্ণনা নেই। তবে কোন কোন আলেম কুরবানীর গোস্তের এক তৃতীয়াংশ প্রতিবেশীকে হাদীয়া দেয়ার কথা বলেছেন, অনুরূপ আক্বীকাহর গোস্তও কুরবানীর গোস্তের সাথে সদৃশ্য রয়েছে। এইভাবে আক্বীকাহর গোস্ত এক তৃয়াংশ হাদীয়া দেয়ার প্রতি ইশারাহ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এটি রাসূলের হাদীস নয়, সেই জন্য এটি জরুরী বা রাসূল ﷺ এর সুন্নাত মনে করা ঠিক নয়। তবে কতটা খেলাম ও কতটা দান করলাম তা জানার জন্য ভাগ করতে পারে। তিন ভাগ নির্দিষ্ট নয় বরং তা অর্ধেক, দু'ভাগ, তিন ভাগ, অথবা চার ভাগ ও তার কম বেশী করা যায়।

১০৫.তোহফাতুল মাউদুদ,ইবনে কাইয়েম, ৯৯ পৃঃ।

আক্বীকাহর পশুর হাড় ভাঙ্গার হুকম

আল-খাল্লাল তাঁর জামে' গ্রন্থে বলেন, আব্দুল মালেক বিন আব্দিল হামীদ আমাকে বলেন, হাড়ের জোড় ছাড়িয়ে দিবে কিন্তু ভাঙ্গা যাবে না। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন,আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করি আক্বীকার (পশু) কি করতে হবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তার অঙ্গের জোড় আলাদা করতে হবে হাড় ভাঙ্গা যাবেনা।[১০৬]

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيْ الْعَقِيْقَةِ الَّتِيْ عَقَّتْهَا فَاَطِمَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَنْ يَبْعَثُوْا إِلىَ الْقَابِلَةِ مِنْهَا بِرِجْلٍ وَكُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَلاَ تُكْسِرُوْا مِنْهاَ عظماً. (السنن الكبرى للبيهقي مصنف ابن أبي شيبة533/5،)

অর্থঃ জা'ফর বিন মুহাম্মাদ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, ফাতেমাহ (রাযিআল্লা আনহা) হাসান-হুসাইনের জন্য যে আক্বীকাহ দিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা তার পা দাইমার কাছে পাঠাও, খাও অপরকে খাওয়াও এবং তার হাড় তেঙ্গ না।[১০৭]

আল-মুনযির বলেন, ইমাম শাফেয়ী বলেছেন,আক্বীকাহ ওয়াজিব ও সুন্নাত। কুরবানীর পশু যেমন ত্রুটি মুক্ত হওয়া প্রয়োজন তেমনি আক্বীকাহর পশু ত্রুটি

১০৬.তোহফাতুল মাওদুদ ৯২ পৃঃ মাসায়েলে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রিওয়াতে আব্দিল্লাহ বিন আহমাদ ২৬৮ পৃঃ।

১০৭.সুনানে কুবরা লিল-বাইহাকী, মুসান্নেফ ইবনে আবী শাইবা, ৫/৫৩৩ পৃঃ। কিন্তু বর্ণনাটির পরম্পরা ছিন্ন। হাশীয়া যাদুল মাআদ।

মুক্ত হওরা প্রয়োজন। তার চামড়া, গোস্ত বিক্রি করা এবং তার হাড় ভাঙ্গা যাবে না। [১০৮]

আবু উমার বলেন, এ বিষয়ে ইমাম মালেকের কথা ইমাম শাফেয়ীর মতই। তবে তিনি বলেন,আক্বীকাহর পশুর হাড় ভাঙ্গা এবং তা প্রতিবেশীকে খাওয়ার জন্য দেয়া যাবে। কিন্তু ওয়ালীমার মত ব্যাপকভাবে লোকদের ডাকা যাবে না। ইবনে শিহাব বলেন, আক্বীকাহর পশুর হাড় ভাঙ্গাতে কোন অসুবিধা নেই এই জন্য যে, হাড় ভাঙ্গা নিষেধ ও অপছন্দের কোন সহীহ হাদীস রাসূল ﷺ হতে বর্ণিত হয়নি। যার জন্য সমাজে হাড় ভাঙ্গার রেওয়াজ চালু আছে। এছাড়া হাড় ভাঙ্গা হলে খাওরা ও রান্নায় সুবিধা হবে। সুবিধার স্বার্থে তা নিষেধ নয়। [১০৯]

সহীহ হাদীস না থাকার কারণে হাড় ভাঙ্গা খারাপ মনে করা উচিৎ নয়, অর্থাৎ শরীয়ত যে বিষয়টিতে প্রশস্ততা দিয়েছে সে প্রশস্ততা বজাই রেখে যার যেমন সুবিধা বা বা করলে অধিক মান-সম্মান প্রকাশ পাবে তাই করবে। [১১০]

আক্বীকাহর গোস্ত কাঁচা না রান্না করে দেয়া উত্তম?

আল-খাল্লাল তাঁর জামে গ্রন্থে আক্বীকাহর গোস্ত কি ভাবে ‘‘দেয়া উত্তম’’এর অধ্যায়ে বলেন,আব্দুল মালেক আল-মাইমুনী আমাকে বলেন, তিনি আবু আব্দিল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেন যে আক্বীকাহর গোস্ত রান্না করা হবে? তিনি বলেন, হাঁ। ,,,,তিনি আরো বলেন, ফাযল বিন যিয়াদ বলেন, আবু আব্দিল্লাহকে আক্বীকাহর গোস্ত লবণ-পানি দিয়ে রান্না করার ব্যাপারে

১০৮.তোহফাতুল মাওদুদ ৯৩ পৃঃ।

১০৯. আত্তামহীদ ২/৩২১ পৃঃ। التمهيد

১১০.তোহফাতুল মাউদুদ।

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ঐ তাবে রান্না করা উত্তম। তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করা হয় যে, গোস্তে যদি আরো কিছু দিয়ে ভাল করে রান্না করে দেয়া হয় তাহলে? উত্তরে বলেন, কোন ক্ষতি নেই। রান্না করে দেয়া এই জন্য উত্তম যে তাতে মিসকীন ও প্রতিবেশী খরচ থেকে রেহাই পাবে। ইহসান বা নিয়ামতের অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাবে। তাছাড়া রান্না করা গোস্ত সাথে সাথে খেতে পারবে, যার কারণে লোকেরা অধিক আনন্দিত হবে। এ আনন্দ কাঁচা গোস্তে পাওয়া যাবে না।[১১১]

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে রান্না করে দেয়া উত্তম কিন্তু এ কথা গুলো কুরআন-হাদীস সম্বলিত নয়, কারণ কুরআন বা হাদীসের কোন উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি, বরং রয়েছে যুক্তি। পশু যবেহ করার পর গোস্ত কাঁচাই থাকে, রান্নার স্পষ্ট দলীল না থাকার কারণে কাঁচা দেয়াই মৌলিক রীতি। সেই জন্য কাঁচা গোস্ত দেয়া মৌলিক রীতি ধরা উচিৎ। তবে কেউ যদি রান্না করে দেয় তাহলে তা উত্তম এবং ইহসান বলে পরিগণিত হবে। এর যুক্তি যেমন পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তবে একথা স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে রান্না করে দেয়া সুন্নাত, রান্না করে দিতে হয় এ রকম বিশ্বাস যেন না থাকে। কোন কোন এলাকায় ছেলে হলে কাঁচা আর মেয়ে হলে গোস্ত রান্না করে দেয়, এর কোন শারয়ী ভিত্তি নেই।

আক্বীকাহর পশুর চামড়া

ইমাম আহমাদ বলেন, চামড়া বিক্রি করে দান করে দিবে। আবুখাত্তাব বলেন, আক্বীকাহ ও কুরবানীতে মিল থাকলেও দু'টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছেঃ কুরবানীর পশু কুরবানীর দিনে যবাই করা শারয়ী বিধান, সেই জন্য সেটি

---

[১১১] *তোহফাতুল মাউদুদ ৯০ পৃঃ।*

Contents

হাদ্‌য়ে অর্থাৎ হজ্জে যে পশু যবাই করা হয় তার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। আর আক্বীকাহ নতুন কিছু ঘটার অর্থাৎ নবজাত শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে শারয়ী বিধান ভুক্ত। সুতরাং এই যবাইকৃত পশুটি অলীমায় যবাই করার পশুর মত গণ্য করা হবে। এটি তার মালিকানায় থাকবে। একারণে সে যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, বিক্রি করতে পারে অথবা অন্য কিছু করতে পারে।[১১২]

ইমাম ইবনে কাইয়েম তুহফাতুল মাউদুদে চামড়া, ভুঁড়ি ইত্যাদির শিরোনাম নির্ধারিত করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তাঁর এই আলোচনা উক্ত আলোচনার কাছা-কাছি প্রায়। এখানে তিনি যা বলেছেন তার সংক্ষেপ রূপঃ, এক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে আক্বীকাহ সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করে যে আক্বীকাহর জানোয়ারের চামড়া, মাথা, ভুঁড়ি বিক্রি করে কি দান করতে হবে? তিনি বললেন হাঁ, দান করতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ বলেন, আমার পিতা আমাকে হিশাম হতে তিনি হাসান হতে বর্ণনা করেন,তিনি আক্বীকাহ ও কুরবানী পশুর চামড়া কশাই ও বাবুর্চিকে দেয়া মাকরুহ (অপছন্দীয়) মনে করেন।[১১৩] ইমাম আহমাদের অন্য বর্ণনা রয়েছে তিনি বলেছেন, "যা ইচ্ছা তাই কর।"

---

[১১২]. *আল-মুগনী, ১৩/ ৪০১পৃঃ।*

[১১৩]. *কেবল কুরবানীর ক্ষেত্রে এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে;*

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينحر بدنه وأن يتصدق بأجلتها وجلودها ولا يعطى الجزار منها شيئا.(ابن جرير)

অর্থঃ আব্দুর রহমান বিন আবী লাইলা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ আলী رضي الله عنه কে উঁট কুরবানী করে তার চামড়া ও আসবাব পত্র দান করতে আদেশ দেন এবং তা থেকে কশাইকে দিতে নিষেধ করেন। (ইবনে জারীর) এ অর্থে আক্বীকাহর কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। আক্বীকাহর জন্য ঐ হুকুম লাগাতে হলে উক্ত হাদীসের উপর কিয়াস করে বলতে হবে সরাসরি কোন সহীহ হাদীস নেই।

[১১৩].*তোফাতুল মাউদুদ-১০৫পৃঃ।*

আবু আব্দিল্লাহ্ বিন হামদান বলেন, তার চামড়া, মাথা ও ভুঁড়ি বিক্রি করে দান করা জায়েয। এরপর ইমাম ইবনুল কাইয়েম বলেন, চামড়াই দান করা হবে তার মূল্য নয়। তিনি বলেন, বিক্রি করার কোন স্পষ্ট দলীল নেই। তবে ইবনে ওমারের একটি আসার রয়েছে, তিনি বলেন, তা বিক্রি করে দান করা হবে। ইবনে কাইয়েম ছাগল ও গরুর চামড়ার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ছাগলের চামড়া বিক্রি করা যাবে না কেননা সেটি বাড়ীতে মুসাল্লা ইত্যাদি তৈরী করে ব্যবহার করা সম্ভব। কিন্তু গরুর চামড়া বাড়ীতে মুসাল্লা ইত্যাদি তৈরী করে সহজে ব্যবহার করা যায় না। সেই জন্য তা বিক্রি করে তার মূল্য দান করতে হবে।

قَالَ اَلْخَلَّالُ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الملك بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ: اِبْنُ عُمَرَ بَاعَ جِلْدَ الْبَقَرَةِ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ. (تحفة المودود لابن القيم ص105)

অর্থঃ আল-খাল্লাল বলেন, আমাকে আব্দুল মালেক বিন আব্দিল হামীদ বলেন, ইবনে ওমার গরুর চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য দান করেছেন। খাল্লাল বলেন এটি এই জন্যে যে গরু বা উঁটের চামড়া বাড়ীতে ব্যবহারের উপযোগী নয়, সে কারণে তা বিক্রি করে দান করতে পারে। কিন্তু ছাগলের এরকম নয়। কারণ ছাগলের চামড়া বাড়ীতে ব্যবহার করা সম্ভব, যেমন মশক ও মুসাল্লা তৈরী করে ব্যবহার করা।[১১৪]

উক্ত আলোচনায় যা বুঝা গেল তা নিম্নরূপঃ

১. এ বিষয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়নি।

২. ইবনে ওমারের একটি ফেল (কর্ম) বর্ণিত হয়েছে।

৩. ইবনে ওমারের বর্ণনাটি ব্যাপক অর্থাৎ কুরবানী না আক্বীকাহর পশুর চামড়া তা স্পষ্ট নয়।

৪. ইবনে ওমারের বর্ণনার ভিত্তিতে আলেমগণ আক্বীকার পশুর চামড়া বিক্রি করে দান করার কথা বলেছেন।

যেখানে কোন সহীহ হাদীস নেই সেখানে সাহাবাদের কথা যা কর্ম দলীল হিসাবে গণ্য হবে, তাও যদি না থাকে তা হলে আলেমগণের ইজতেহাদ ভিত্তিক কথার উপর আমল করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। কথায় বলে পানি না পেলে দুধে পিপাসা নিবারণ করতে হয়। এই মসলায় আমাদেরকে দুধে পিপাসা নিবারন করতে হবে।

এ আলোচনায় বিষয়টি বুঝতে পারলাম ঠিক কিন্তু তার কোন বর্ণনার উদ্ধৃতি দেয়া হয়নি যুক্তি দেয়া হয়েছে। তবে আমার যুক্তি হচ্ছে আক্বীকাহর গোস্তের যে হুকুম সেই হুকুম চামড়ারও হওয়া উচিৎ। কারণ চামড়াও তো আক্বীকাহর পশুর অংশ বিশেষ। আক্বীকাহর পশুর গোস্ত যেমন খাওয়া, খাওয়ানো এবং দান করা যায় তেমনি চামড়ার মূল্য খাওয়া, খাওয়ানো এবং দান করা জায়েয ও যুক্তি সংগত, কিন্তু দান করাই উত্তম।

নাম রাখার দিন

কখন নাম রাখতে হবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, যারা সপ্তম দিনে নাম রাখার কথা বলেছেন তাদের দলীল হচ্ছে এই হাদীসঃ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى. (أبوداود،17/8، البيهقي،299/9، مشكل الآثار للطحاوي،19/3،)

অর্থ,সামুরা বিন জুনদুব ﵁ কর্তৃক বর্ণিত,রাসূল ﷺ বলেছেন প্রতিটি শিশু তার আক্বীকার সাথে বন্ধক থাকে। সেই জন্য তার সপ্তম দিনে আক্বীকাহ,মাথা মুন্ডন এবং নাম রাখতে হবে।[১১৫]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ وَسَمَّاهُمَا.(البزار، صحيح ابن حبان، الحاكم بسند صحيح، تحفة الأحوذي ص95.)

অর্থ, আয়েশা (রাযি আল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ হাসান-হুসাইনের পক্ষ হতে সপ্তম দিনে আক্বীকাহ দেন ও তাদের নাম রাখেন।[১১৬]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ (الترمذي 44/10، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. قال الشيخ الألباني حسن)

অর্থ,আমর ইবনে শুআইব নিজ পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ নবজাত শিশুর সাত দিনে নাম রাখতে ও আক্বীকাহ দিতে

[১১৫]. *আবু দাউদ৮/১৭ পৃঃ, বাইহাকী,৯/২৯৯ পৃঃ, মুশকিলুল আসার, ইমাম তাহাবী,৩/১৯ পৃঃ।*
[১১৬]. *বাযযার,সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসতাদরাক হাকেম সহীহ সানাদে,তোহফাতুল আহওয়াযী ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন।*

আদেশ দিয়েছেন এবং কষ্ট দূর অর্থাৎ মুন্ডন করতে বলেছেন।[১১৭] (তিরমিযী, আবু ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন,হাদীসটি উত্তম ও মুহাদ্দেসীনদের নিকট অজ্ঞাত। শায়েখ আল বাণী হাসান বলেছেন।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذاَ كاَنَ الْيَوْمُ السَّابِعُ لِلْمَوْلُوْدِ فَأَهْرِيْقُوْا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيْطِوْا عَنْهُ الأَذَى وَسَمُّوْهُ. (الطبراني في معجم الأوسط، وسنده صحيح ، تحفة الأحوذي ص95.)

অর্থ, ইবনে ওমার কর্তৃক ﷺ মারফূ' বর্ণিত হয়েছেঃ যখন নবজাত শিশু সাত দিনে পৌঁছবে তখন তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করে (আক্বীকাহ) দাও, কষ্টদায়ক বস্তু দূর কর এবং তার নাম রাখ। (বর্ণনাটির সানাদ সহীহ, তাবারানী মু'জামুল আওসাতে বর্ণনা করেছেন) উক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে আবু সালেহ, ইবনুল মুনযের "আওসাত" গ্রন্থে সপ্তম দিনে নাম করণ উত্তম বলেছেন।[১১৮]

সপ্তম দিনের পূর্বে যারা নাম করণের কথা বলেছেন তাদের দলীল;

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى (البخاري،116/17،مسلم 92/11،)

অর্থ, আবু মুসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সন্তান প্রাপ্ত হই, অতঃপর তাকে আমি নবী ﷺ এর নিকট নিয়ে আসি, তিনি তার নাম রাখেন

১১৭.তিরমিযী ১০/৪৪,ইমাম তিরমিযী বলেন,এ হাদীসটি গারীব (মুহাদ্দেসীনদের নিকট অপ্রসিদ্ধ) শায়েক আল-বানী হাসান বলেছেন।
১১৮. মাউদুদ ১১৭ পৃঃ

ইব্রাহীম এবং খেজুর দ্বারা তাহনীক করেন,তার জন্য বরকতের দোআ করেন এবং আমাকে ফিরত দেন। আবু মুসার এটি ছিল বড় ছেলে।[১১৯]

عَنْ سَهْلٍ قَالَ أُتِيَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ فَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَمَرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِابْنِهِ فَاحْتُمِلَ مِنْ فَخِذِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَلَّبْنَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ أَسْمِهِ الْمُنْذِرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.(البخاري،178/19).

অর্থ, সাহল কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আবু উসাইদের পুত্র মুনযের যখন জন্ম গ্রহণ করে তখন তাকে রাসূল ﷺ এর নিকট নিয়ে আসা হয়,তিনি তাকে নিজ উরুর উপর বসান,আবু উসাইয়েদও তাঁর কাছে বসেছিলেন। অতঃপর নবী ﷺ সামনের কোন জিনিসে মশগুল হয়ে যান। তারপর আবু উসাইয়েদ নিজ ছেলেকে (রাসূলের রান থেকে নেয়ার জন্য কাউকে) আদেশ দেন। অতঃপর তাঁর উরু থেকে ছেলেটিকে উঠিয়ে নেয়া হয়। রাসূল ﷺ যখন ব্যস্ততা কাটিয়ে উঠেন তখন বলেন, বাচ্চাটি কোথায়? আবু উসাইয়েদ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আমরা তাকে বাসায় ফিরিয়ে দিয়েছি। রাসূল ﷺ বললেন,তার নাম কি? তিনি বললেন "অমুক" রাসূল বললেন, তার নাম রাখছি "আল-মুনযের"সেই দিন তার নাম রাখা হয় আল-মুনযের।[১২০]

[১১৯]. *বুখারী, ১৭/১১৬, মুসলিম ১১/৯২ পৃঃ।*
[১২০]. *বুখারী,১৯/১৭৮ পৃঃ।*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ.(مسلم 452/11، أبوداود،394/8)

অর্থঃ আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেন, আজ রাত্রে আমি সন্তান লাভ করেছি, অতঃপর আমার পিতা ইব্রাহীমের নামে তার নাম রেখেছি ।[১২১]

সন্তানের জন্ম দিনে নাম রাখার হাদীস সমূহ অধিক সহীহ, কারণ সে গুলো বুখারী-মুসলিমের বর্ণনা, সেহেতু সন্তানের ভুমিষ্ঠ দিবসেই নাম রাখা বৈধ। এদিনে নাম রাখলে খারাপ মনে করা উচিৎ নয়। কিন্তু যে হাদীস গুলিতে সাত দিনে নাম করণের কথা উল্লেখিত হয়েছে সে গুলো বুখারী মুসলিমের বর্ণনা না হলেও সহীহ বা গ্রহণ যোগ্য। সুতরাং সপ্তম দিনেও নাম রাখা শরীয়ত সম্মত। উভয় হাদীসের উপর আমল করা যায়। ইবনে হাযম বলেন, শিশু ভুমিষ্ঠ দিবসেই নাম রাখা যায় তবে সাত দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা উত্তম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, জন্ম দিনে শিশুর নাম ধারণায় রেখে সপ্তম দিনে সাধারণ ভাবে ঘোষণা দিয়ে নাম রাখলে দু'রকম হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে।

নাম করণের বিবরণ

ছেলে- মেয়ের সুন্দর নাম রাখা সকল পিতার কর্তব্য, কারণ সুন্দর নামের ব্যক্তির উপর প্রভাব পড়ে। শরীয়তে সুন্দর নাম রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

[১২১]. *মুসলিম, ১১/৪৫২, আবুদাউদ, ৮/৩৯৪ পৃঃ*

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ.(أبوداود 113/13، الدارمي331/8، قَالَ أَبُو دَاوُد ابْنُ أَبِي زَكَرِيَّا لَمْ يُدْرِكْ أَبَا الدَّرْدَاءِ .قال الشيخ الألباني :ضعيف)

অর্থঃ আবুদারদা, ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি **বলেন**, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদেরকে কিয়ামতের দিবসে **তোমাদের ও তোমাদের** পিতা-মাতার নামে ডাকা হবে, সুতরাং তোমরা সুন্দর **নাম রাখ**।[১২২] **কিন্তু** হাদীস বিষরদগণের নিকটে হাদীসটি দুর্বল। কারণ এর **পরম্পরা ছিন্ন, অর্থাৎ** আব্দুল্লাহ বিন যাকারিয়া ও আবুদারদার মধ্যে ছিন্নতা রয়েছে, **আব্দুল্লাহ** বিন যাকারিয়া আবু দারদার এর যুগ পাননি, আল-মুনযেরী ও **ইবনে হাজার** একথা বলেছেন। ‘‘ইমাম আলবানী’’ তাহকীকুল কালেম, **১১২ পৃঃ বলেন**, এই হাদীসের সানাদ (পরম্পরা) দুর্বল। যারা এটিকে হাসান বা **উত্তম বলেছেন** তাদের ভুল হয়ে গিয়েছে। সার কথা হলো উক্ত হাদীস **দুর্বল**। এ ছাড়া অন্য সহীহ বর্ণনায় আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম উল্লেখিত **হয়েছে**। আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নামঃ আব্দুল্লাহ- আব্দুর রহমান।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ : عَبْدُ اللهِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.(مسلم 66/11، مستدرك للحاكم 85/18، معجم الكبير 11/3.)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ্ বিন ওমার ﷺ বলেন, রাসূল ﷺ **বলেছেন**,তোমাদের নাম সমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় হচ্ছে; **আব্দুল্লাহ** ও আব্দুর রহমান।[১২৩]

---

[১২২] *আবু দাউদ,১৩/১১৩,দারেমী,৮/৩৩১।*
[১২৩]*.মুসলিম ১১/৬৬, মুসতাদরাকে হাকেম,১৮/৮৫, মু'জামুল কাবীর,৩/১১পৃঃ।*

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقُلْنَا لَا نَكْنِيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ (البخاري 170/19،، مسلم 71/11، مسند أبي يعلى75/5، البيهقي 308/9،)

অর্থ জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি সন্তান প্রাপ্ত হলে সে তার নাম রাখে আল-কাসেম, অতঃপর তাকে আমরা বলি তোমাকে আমরা **আবুল কাসেম** উপাধি দিবনা এবং অনুরূপ মর্যাদাও দিব না। পরে রাসূল ﷺ **কে খবর** দেয়া হলে তিনি বলেন, তুমি তোমার ছেলের নাম রাখ "**আব্দুর রহমান**"।[১২৮]

নবীদের নামে নাম করণ

عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ (أبوداود،15/13، البيقهي 306/9، المعجم الكبير للطبراني237/16. إسناده ضعيف من أجل عقيل بن شعيب لأنه مجهول ، تحفة المودود،ص126 .) قال الشيخ الألباني : صحيح دون قوله تسموا بأسماء الأنبياء)

অর্থঃ আবু ওয়াহাব **আল-জুশামী** কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমরা নবীগণের **নামে নাম** রাখ। নাম সমূহের মধ্যে আব্দুল্লাহ ও

[১২৮] *.বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে **ইমাম আহমাদ**, বাইহাকী।*

আব্দুর রহমান আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়, তার মধ্যে অধিক সত্য হলো "হারেস" "হাম্মাম" আর মন্দ হলো "হারব" এবং "মুররাহ"[১২৫] কিন্তু এ বর্ণনায় আক্বীল বিন শুআইব রয়েছেন, তিনি মাজহুল (অজ্ঞাত) তার কারণে বর্ণনাটি দুর্বল।[১২৬] উক্ত হাদীসটি দুর্বল হলেও নবীদের নামে নাম রাখা বৈধ নয়, এ কথা বলা খুব সুক্ষ্ম হবে না, কারণ নবী ﷺ নিজ ছেলের নাম রেখে ছিলেন "ইব্রাহীম"। তবে আমরা এ ধারণা রাখব না যে রাসূল আমাদেরকে নবীদের নামে নাম রাখতে আদেশ দিয়েছেন, যেমন উক্ত হাদীসে আদেশ সূচক বাক্য উল্লেখিত হয়েছে; "তোমরা নবীগণের নামে নাম রাখ"। হাদীসের এই অংশটি শুদ্ধ নয়। তবে রাসূলের কর্মগত হাদীসের দিকে লক্ষ করে ইব্রাহীম বা অন্য নবীদের নাম রাখা যেতে পারে। তা ছাড়া এই বর্ণনার ভিত্তিতে প্রকাশ পায় যে নবী ও সৎ ব্যক্তিদের নাম রাখা যায়;

عَنِ الْمُغِيْرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ :لَمَّا قَدِمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُوْنِيْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُوْنَ يَا أُخْتَ هَارُوْنَ وَمُوْسَى قَبْلَ عِيْسَى بِكَذَا وَكَذَا فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ (إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَمُّوْنَ بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِيْنَ قَبْلَهُمْ (مسلم)

অর্থ,মুগীরাহ বিন শু'বা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যখন নাজরানে আসি তখন (সেখানকার ইয়াহুদীরা) আমাকে জিজ্ঞাসা করে বলে,তোমরা কি ইসা (আঃ) এর পূর্বে " হে হারুন ও মুসার বোন" এই এই নাম পড়তে ? বা জানতে?। তিনি বলেন,আমি যখন রাসূল ﷺ এর নিকটে ফিরে আসলাম তখন তাঁকে ঐ নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,

[১২৫]. *আবুদাউদ, ৫/২৩৭-নাসায়ী, ৬/২১৮-২১৯ আহমাদ ৪/৩৪৫পৃঃ*

[১২৬]. *তোহফাতুল মাউদুদ ১২৬ পৃঃ,"তোমরা নবীগণের নামে নাম রাখ" এ বাক্যটি ছাড়া ইমাম আল-বাণী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

তারা তাদের পূর্বেকার নবী ও সৎব্যক্তিদের নামে নাম রাখত।[১২৭]এই হাদীসের আলোকে এক দল আলেম নবী ও সৎব্যক্তিদের নামে নাম করণ বৈধ বলেছেন।[১২৮]

নিষিদ্ধ নাম

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ وَلَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ فَيَقُولُ لَا.(مسلم 77/11)

অর্থ, সামুরা ﷺ কর্তৃক **বর্ণিত,** তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট চারটে কথা **অধিক প্রিয়;"সুবহানাল্লাহ,**অল-হামদুলিল্লাহ, অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু **আকবার, যেটি প্রথমে** বল তাতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। আর কখনও **তোমার ছেলের** নাম; ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহা এবং আফলাহ রাখবে না। **তুমি হয়তো কাউকে** জিজ্ঞাসা করলে সে "আফলাহ" (পরিত্রাণ) ওখানে **আছে? সে সেখানে** না থাকলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি উত্তর দিবে না, "আফলাহ" **(পরিত্রাণ)** এখানে নেই।[১২৯]

---

[১২৭]. *মুসলিম।*
[১২৮]. *শারহে মুসলিম লিননওয়াবী।*
[১২৯]. *মুসলিম ।*

عن جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ .(مسلم 78/11، النسائ 84/9،)

অর্থ, জাবের বিন ‘‘আব্দুল্লাহ’’ বলেন, নবী ﷺ ইচ্ছা পোষণ করে ছিলেন যে তিনি ‘‘ইয়া‘লা’’ ‘‘বারাকাহ’’ ‘‘আফলাহ’’ ইয়াসার’’ এবং নাফে ইত্যাদি নাম রাখতে নিষেধ করবেন, অতঃপর তাঁকে দেখি পরে তা বলা থেকে নীরব থাকেন, কিছু বলেননি, এরপর তিনি মৃত্যু বরণ করেণ, তাঁর আর নিষেধ করা হয়নি। তারপর ওমার رضي الله عنه ও নিষেধ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। পরে তিনিও আর নিষেধ করেননি।[১৩০]

عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ يُسَمُّوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةَ" (أبوداود 126/13، وقال الشيخ الألباني صحيح.)

অর্থ,জাবের رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমি আমার উম্মতকে; ‘‘নাফে’’ “আফলাহ’’ এবং ‘‘বারাকাহ’’ নাম রাখতে নিষেধ করব ইনশাআল্লাহ।[১৩১] ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, ‘‘মুবারক’’ ‘‘মুফলেহ’’ ‘‘খায়ের’’ ‘‘সরুর’’ এবং ‘নে‘মাহ’’ ইত্যাদি নামও অর্থের দিক থেকে ঐ নিষিদ্ধ নামের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসে উক্ত যে চার প্রকার নাম নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে

[১৩০] .*মুসলিম, ৩/১৬৮৬, আদাবুল মুফরাদ,১/২৯০ বাইহাকী ৯/ ৩০৬, সিলসিলাহ সহীহা ৫/১৭৬ পৃঃ।*

[১৩১]. *আবুদাউদ, ১৩/১২৬ শায়েখ আল বানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।*

'যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার কাছে খায়ের (কল্যাণ), ''সরুর'' (আনন্দ) ''নিয়ামত'' আছে? সে উত্তরে বলবে না, এতে (সন্ধানকারীর) অন্তর খারাপ হবে ও মন্দ ফল গ্রহণ করবে।[১৩২]

আত্ম প্রশংসা ও গর্বিত নাম

যে নামে আত্মপ্রকাশ, গর্ব এবং খোদ প্রশংসা আছে তাও ঘৃণিত।

عنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمَّيْتُ ابْنَتِي بَرَّةَ فَقَالَتْ لِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ هَذَا الِاسْمِ وَسُمِّيتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ فَقَالُوا بِمَ نُسَمِّيهَا قَالَ سَمُّوهَا زَيْنَبَ.(مسلم85/11، أبوداود 119/13،مشكل الآثار للطحابي /296،صحيح الترغيب والترهيب 208/2)

অর্থ, মুহাম্মাদ বিন **আমর বিন আতা** কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আমার মেয়ের নাম রাখি **"বাররাহ"** অতঃপর যাইনাব বিনতে আবী সালামাহ আমাকে বলেন, আপনি **"বাররাহ"** নাম রেখেছেন? অথচ রাসূল ﷺ ঐ নাম রাখতে নিষেধ করেছেন? **কারণ** আমার নাম রাখা হয় "বাররাহ" অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা **নিজের** সাফাই বর্ণনা করো না, তোমাদের মধ্যে যে ''বার্র'' উত্তম **আল্লাহ তাকে** জানেন। তাঁকে বলা হল, তার কি নাম রাখব? তিনি বললেন, **তার নাম রাখ** যাইনাব।[১৩৩]

---

[১৩২]. *তোফাতুল মাউদুদ ১২৯পৃঃ।*
[১৩৩]. *মুসলিম ১১/৮৫, আবুদাউদ ১৩/১১৯, সহীহ তারগীব-তারহীব ২/২০৮ পৃঃ।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ.(صحيح البخاري179/19،مسلم 83/11، ابن ماجة 154/11، البيهقي 307/9ن، السلسلة الصحيحة 421/1، صحيح الترغيب والترهيب 208/2.)

অর্থ, আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, যাইনাব রাযিআল্লহু আনহা এর নাম ছিল "বার্রাহ" অতঃপর বলা হয় সেকি নিজকে পবিত্র মনে করে। সেই জন্য রাসূল ﷺ তার নাম রাখেন "যাইনাব"।[১৩৪]

শয়তানের নামে নাম

যেমন; (خنزب) "খান্‌যাব" (الولهان) **"অলাহান"** الأجداع "-আজদা" (الأعوار) "-আওয়ার"

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ لَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ فَقَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ.(أبوداود 123/13، أبن ماجة 152/11،مصنف ابن أبي شيبة 159/6.) (قال الشيخ الألباني :ضعيف)

অর্থ, মাসরুক্ব হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমার বিন খাত্তাবের সাথে সাক্ষাত করি। তিনি বললেন, তুমি কে? আমি বল্‌লাম মাসরুক্ব বিন আল-

[১৩৪].. বুখারী ১৯/১৭৯, মুসলিম,১১/৮৩ ইবনে মাজাহ, ১১/১৫৪, বাইহাকী ৯/৩০৭, সিলসিলাহ সহীহা ১/৪২১, সহীহ তারগীব- তারহীব ২/২০৮ পৃঃ।

আজদা' ওমার ﷺ প্রত্যুত্তরে বললেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি; "আল-আজদা" হচ্ছে শয়তান।[১৩৫]

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ.(الترمذي /961،ابن ماجة 112/2، البيهقي 197/1 ،المستدرك للحاكم 75/2،صحيح ابن خزيمة 225/1.) قال الشيخ الألباني : ضعيف جدا)

অর্থ, উবাই ইবনে কা'আব নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, অযুর জন্য একটি শয়তান রয়েছে তার নাম "অলাহান"[১৩৬]
সুতরাং তোমরা পানির ওয়াসওয়াসাহ থেকে বাঁচ।[১৩৭]

عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ

---

*[১৩৫].আবুদাউদ ১৩/১২৩-**ইবনে মাজাহ** ১১/১৫২-মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৬/১৫৯ পৃঃ)। তবে হাদীসটি দুর্বল। ইমাম **আল-বানী "যয়ীফ** আল-জামে" গ্রন্থে এটিকে দুর্বল বলেছেন।*

[১০২.] (ولهان) مصدر " وله " . إذا تحير الشيطان لإلقاء الناس في التحير سمي بهذا الإسم . (وسواس الماء) أي وسواس يفضي إلى كثرة إراقة الماء حالة الوضوء والاستنجاء . أو المراد بالوسواس التردد في طهارة الماء ونجاسته بلا طهور علامات النجاسة .

*১৯৯.অর্থ, "অলাহান" এর **মূল ধাতু "অলাহা"** অর্থাৎ শয়তান যখন মানুষকে হয়রান করতে উদ্যত হয় তখন তাকে **"অলাহান"** বলে। যেমন অযু ও পবিত্রতা অর্জনে অতিরিক্ত পানি ব্যবহারে অসওয়াসাহ **অথবা কোন নিদর্শন** ছাড়াই পানির পবিত্রতা এবং অপবিত্রতায় দিধাগ্রস্ড় হওয়া।*

*[১৩৭]. ইবনে-মাজাহ ২/১১২-**মুসনাদে** আহমাদ ৫/১৩৬ পৃঃ তিরমিযী ১/৯৬ মুসদারাক হাকেম,২/৭৫,সহীহ ইবনে **খুযাইমাহ**,১/২২৫পৃঃ)। শায়েখ আল-বাণী বলেন, হাদীসটি অতি দুর্বল।*

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.(مسلم 209/11، مصنف ابن أبي شيبة 449/5، مصنف عبد الرزاق 85/2، مستدرك للحاكم 372/17 ، دلائل النبوة للبيهقي 3935/، مشكل الأثار للطحاوي 384/1)،

অর্থ, আবুল আলা কর্তৃক বর্ণিত, **উসমান বিন আবিল** আস ﷺ রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলেন,হে আল্লাহর রাসূল **শয়তান** আমার নামায ও আমার কেরাতের মধ্যে প্রবেশ করে গোলমাল **সৃষ্টি করে,** অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, সে শয়তান, তার নাম" খানযাব" তুমি **যখন** এটি অনুভব করবে তখন আউযুবিল্লাহ বলে বাম দিকে তিনবার **থুথু দিবে।** বর্ণনাকারী বলেন আমি তাই করি। অতঃপর আল্লাহ শয়তানকে **আমার কাছ থেকে** দূর করেন।[১৩৮]

হারাম নাম সমূহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (إِنَّ أَخْنَعَ اِسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ يُسَمِّى **مَلِكَ الأَمْلَاكِ** (البخاري، مسلم 1688/3، المستدرك 4/ 306، صحيح الترغيب والترهيب 207/2)

[১৩৮]. *মুসলিম,১১/২০৯,মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ৫/৪৪৯,মুন্নাফ ইবনে আব্দির রায্যাক্ব ২/৮৫,মুসদাতরাক হাকেম ১৭/৩৭২, দালায়েলে নাবুআহ লিলবাইহাক্বী,৫/৩৯৩, মুশকিলুল আসার,তাহাবী,১/৩৮৪ পঃ।*

অর্থ, আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, আল্লাহর নিকট চরম ঘৃণিত ঐ নাম, যে ব্যক্তি নাম রাখল "মালেকুল আমলাক" [১৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أغيظ رجل عند الله يوم القيامة وأخبثه رجل كان يسمى: ملك الأملاك؛ لا ملك إلا الله. (مسلم 87/11،مستدرك للحاكم 89/18،مسند الحميدي 465/2.)

অর্থ, আবু হুরাইরাহ **কর্তৃক বর্ণিত**, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, কিয়ামত দিবসে **আল্লাহর নিকট অতি** ক্রোধ ভাজন ও খবীস ঐ ব্যক্তি, যে নাম রাখত "মালেকুল **আমলাক**"। (বাদশাহর বাদশাহ) আল্লাহ ছাড়া কেউ মালেক নেই।[১৪০] **এই হাদীসের উপর** ভিত্তি করে কতিপয় আলেম ঐ অর্থের কিছু নামকে ঘৃণিত **বলেছেন, যেমন**, "কাযীউল কুযাত" "হাকেমুল হুক্কাম" কারণ আল্লাহই হচ্ছেন "**হাকেমুল হুক্কাম**"(শাসকদের শাসক)। ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, "**সাইয়্যে দুন্নাস**" "সাইয়েদুল কুল"সাইয়েদুল ওল্দে আদম" নাম রাখা **হারাম**। **কারণ** এ গুলো রাসূলের জন্য খাস। [১৪১]

ফেরেশ্তাদের নামে নাম করণ

ফেরেশ্তার নামে **মানুষের নাম** রাখা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়, আশহাব বলেন, ইমাম মালেককে **জিবরীল** আঃ এর নামে নাম করণের বিষয়ে

---

*[১৩৯]মুসলিম ৩/ ১৬৮৮,**মুসতাদরাক হাকেম** ৪/৩০৬, সহীহ তারগীব-তারহীব ২/২০৭ পৃঃ।*
*[১৪০].মুসলিম, মুসনাদে **আহমাদ** ২/৩১৫,কানযুল উম্মাল ১৬/৫১৩, মুসতাদরাকে হাকেম,১৮/৮৯,মুসনাদে হুমাইদী,২/৪৬৫ পৃঃ*
[১৪১]. মাইদুদ,১২৮ পৃঃ

জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন এটি অপছন্দনীয়। আবার কেউ কেউ তাদের নামে নাম করণ বৈধ বলেছেন,

عَنْ مُعَمَّرٍ قَالَ قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ أَبِيْ سُلَيْمَانَ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ يُسَمَّى بِجِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ (مصنف عبدالرزاق 40/11)

অর্থ, মা'মার বলেন, আমি হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান কে বলি, যে ব্যক্তি "জিবরীল"-"মীকাঈল" নাম রাখে তার সম্পর্কে আপনি কি বলেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, তাতে কোন ক্ষতি নেই।[১৪২]

আল্লাহর নামে নাম করণ হারাম

আল্লাহর নামে নাম করণ হারাম,কারণ তাতে আল্লাহর সাথে শির্ক করা হয়। সুতরাং "আহাদ"-"সামাদ" "খালেক" "রাযেক" "মুলুক" "কাহের" "যাহের" "জাব্বার" "মুতাকাববের" "আওয়াল" ইত্যাদি নাম রাখা বৈধ নয়। তবে তার পূর্বে আব্দ শব্দ সংযোজন করে অর্থাৎ আব্দুস সামাদ-"আব্দুল আহাদ" ইত্যাদি নাম রাখা যায়েয। [১৪৩]

এখানে পরিষ্কার করে দিতে চাই যে,আমরা আব্দুর রহমান,আব্দুর রাহীম নাম রাখি ঠিক কিন্তু ডাকার সময় ডাকি রহমান ও রাহীম বলে। আব্দুল্লাহ নাম রেখে যেমন "আব্দ"শব্দ ছেড়ে কেবল আল্লাহ বলে ডাকা ঠিক নয় তেমনি আব্দুর রাহমান,আব্দুর রাহীম নাম রেখে কেবল রাহমান-রহীম বলে

[১৪২]. মুসন্নাফ আব্দু রায্যাক ১১-৪০ পৃঃ
[১৪৩]. মাউদুদ ১৩৭ পৃঃ

ডাকাও ঠিক নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে ঐ ভাবে ডাকা হয়। এগুলো আমাদের বর্জন করা প্রয়োজন। [১৪৪]

কুরআন ও সূরার নামে নাম

"طه" ত্বাহা, 'يَاسِين'"ইয়াসীন, "حم" হা-মীম, ইত্যাদি শব্দে নাম করণ নিষেধ। ইমাম মালেক "ইয়াসীন" শব্দে নাম রাখা অপছন্দ করেছেন, যা আস সুহাইলী উল্লেখ করেছেন। তবে সাধারণ মানুষ যে "তাহা,ইয়াসীন"ইত্যাদিকে নবীজীর নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত মনে করে, তা সহীহ নয়। এর প্রমাণে কোন সহীহ, হাসান অথবা মুরসাল হাদীস নেই। [১৪৫]

নাম পরিবর্তন

আপত্তিকর নাম থাকলে সেটিকে উত্তম নামে পরিবর্তন করা বৈধ। নাম পরিবর্তনের জন্য আক্বীকা দিতে হবে না। কারণ কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ أَنْتِ جَمِيلَةٌ.(مسلم، 11 ص،80 أبوداود،13 /118 ، الترمذي،53/10 ، البيهقي،307/9)

---

[১৪৪]. তবে যে নাম সমূহ নবী অথবা কোন সাহাবীর নাম করণে কুরআন ও হাদীসে প্রমাণ রয়েছে তা ব্যক্রিম। যেমন,"রাউফ" "হাকীম"ইত্যাদি।

[১৪৫]. তোহফাতুল মাউদুদ,ইবনুল কাইয়েম ১৪০ পৃঃ

অর্থ, ইবনে ওমার কর্তৃক বর্ণিত নবী ﷺ "আসীয়াহ" নামক জনৈক মহিলার নাম পরিবর্তন করেন এবং বলেন, তুমি "জামীলাহ" [১৪৬]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ. (البخاري،179/19، مسلم،83/11،ابن ماجة، 15411/ ،مصنف ابن أبي شيبة،158/6،البيهقي، 307/9.)

অর্থ,আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, যাইনাব (রাযিআল্লাহু আনহা) এর নাম ছিল "বার্রাহ"। বলা হয় সে কি নিজ প্রসংশা নিজে করে? অতঃপর রাসূল ﷺ তার নাম রাখেন যাইনাব।[১৪৭]

عن أُسَامَةَ بْنِ أَخْدَرِيٍّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ قَالَ أَنَا أَصْرَمُ قَالَ بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ.(أبوداود،120/13،)

অর্থঃ উসমান বিন আখদারী কর্তৃক বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তির নাম ছিল "আস্রাম" সে লোকটি ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রাসূলের কাছে এসেছিলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার নাম কি? তিনি বললেন, "আসরাম" রাসূল বল্লেন, বরং আপানর "যুরআহ"[১৪৮]

عَنْ خَيْثَمَةَ : « أَنَّ جَدَّهُ سَمَّى أَبَاهُ عَزِيزاً فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ .(المستدرك للحاكم94/18 ، صحيح الإسناد ولم يخرجاه)

---

[১৪৬]. *মুসলিম, ১১/৮০পৃঃ, আবুদাউদ, ১৩/১১৮ পৃঃ, তিরমিযী,১০/৫৩ পৃঃ, বাইহকী,৯/৩০৭ পৃঃ।*

[১৪৭] *বুখারী, ১৯/১৭৯ পৃঃ, মুসলিম ,১১/৮৩ পৃঃ, ইবনে মাজাহ,১১/১৫৪ পৃঃ, মুসান্নফ ইবনে আবী শাইবাহ,৬/১৫৮ পৃঃ আল-বাইহাকী ৯/৩০৭ পৃঃ।*

[১৪৮]. *আবু দাউদ, ১৩/১২০ পৃঃ।*

অর্থ, খাইসামাহ্ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমার দাদা আমার পিতার নাম রেখেছিল "আযীয" এটি রাসূল ﷺ কে জানানো হয় অতঃপর তিনি তার নাম রাখেন "আব্দুর রহমান" [১৪৯] উক্ত বর্ণনাসমূহে নাম পরিবর্তনের জন্য আক্বীকাহর কোন কথা উল্লেখিত হয়নি। সুতরাং নাম পরিবর্তনের জন্য আক্বীকাহর প্রয়োজন নেই।

অমঙ্গলজনক অর্থের শব্দ দ্বারা নাম

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحْلَبُ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مُرَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ حَرْبٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَحْلُبُ هَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْمُكَ فَقَالَ يَعِيشُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْلُبْ.(موطأ الأمام مالك،79/6.)

অর্থ, ইয়াহয়া বিন সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ দুধালো উঁটনীর জন্য বললেন এটি কে দোহন করবে? অতঃপর জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে (বলল, আমি,) রাসূল ﷺ তাকে বলেন, আপানর নাম কি? তিনি তাঁকে উত্তর

[১৪৯]. *ইমাম হাকেম এটি **মুসতাদরাক গ্রন্থে** ১৮/৯৪ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন, বর্ণনাটির পরম্পরা শুদ্ধ, ইমাম বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।*

দিলেন, "মুর্‌রাহ" রাসূল ﷺ তাকে বললেন বসুন,তারপর বললেন এটি কে দোহন করবে? একজন উঠে (বলল আমি,) রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নাম কি? তিনি বললেন,"হারব" রাসূল ﷺ তাকে বললেন,বসুন। অতঃপর বললেন,এটি কে দোহন করবে? একজন দাঁড়িয়ে (বলল আমি,) রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নাম কি? তিনি উত্তর দিলেন, "ইয়াইশ" রাসূল ﷺ তাকে বললেন আপনি দোহন করুন।[১৫০] প্রথম ব্যক্তির নাম ছিল "মুর্‌রাহ"অর্থাৎ তেঁতো। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল "হারব" অর্থাৎ যুদ্ধ। তৃতীয় ব্যক্তির নাম ছিল "ইয়াইশ"জীবন ধারণ। প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির নামের অর্থ সুন্দর না হওয়ার কারণে তাদের উভয়কে বসতে বললেন এবং তৃতীয় ব্যক্তির নামের অর্থ উত্তম হওয়ার কারণে দোহন করতে বললেন। সুতরাং অমঙ্গলজনক শব্দ দ্বারা নাম করণ ঠিক নয়।

নাম করণের শর্তাবলী

উল্লেখিত আলোচনার তিত্তিতে ও শায়েখ ইয়াহ ইয়া বিন সাঈদ "তুহফাতুল আ-বা"পস্তকে নাম করণের যে শর্তবলী উল্লেখ করেছেন তার কয়েকটি;

১.নাম যথা সম্ভব আরবী শব্দ দ্বারা রাখা।

২.সুন্দর অর্থ বহনকারী শব্দ চয়ন করা ।

৩.যথা সম্ভব কম অক্ষর বিশিষ্ট শব্দ গ্রহণ করা যাতে উচ্চারণ করতে কষ্ট না হয়,সহজে উচ্চারণ করা যায়।

১৫০.মুআত্তা ইমাম মালেক,৬/৭৯ পৃঃ।

৪.আল্লাহর নাম ব্যতীত কোন শব্দের সাথে আব্দ (عبد) শব্দ সংযোজন করে নাম না রাখা। যেমন, **আব্দুল হুসাইন**, আব্দুল মাকসুদ ইত্যাদি। ৫.আরবী ছাড়া অন্য শব্দ যা বিজাতিদের নাম করণের জন্য তৈরী তা দ্বারা নাম না রাখা। **যেমন**,সুজোন,জারজিস,নারীমান,শীরীহান, শীরীন, জীহান ইত্যাদি।[১৫১] এ বিষয়ে বাশীর বিন মুহাম্মাদ আল-মা'সূমীর "নামকরণে ইসলামী **পদ্ধতি" গ্রন্থে** যে উদাহরণ পেশ করা হয়েছে তা নিম্ন রূপ;

-রুবীনাঃ (روبينة) এ **শব্দটি** ইংরাজী শব্দ, "রুবী"এর শেষে আরবী নূন ও তা হরফ যোগে **আরাবীকরণ করা** হয়েছে যা মুসলিম নামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

- হেলেনাঃ গ্রীক **কাব্যেও অঘটন** পটিয়সী নারী "হেলেন"শব্দের শেষে আরবী (ة) হরফ **যোগ করে আরাবীকরণের** চেষ্টা করা হয়েছে।

- রোজীনাঃ ইংরেজী **শব্দ** (রোজ) এর সাথে (ن) নূন যোগ করে আরাবীকরণ করা **হয়েছে যা অর্থ** হীন।

প্রচলিত কিছু আপত্তিকর নাম

১. আব্দুল মত্তালিব **(মুত্তালিবের দাস)**
২. যুলমত আলী (**আলীর অন্ধকার)**
৩.যিলল্লুর রহমান **(রহমানের ছায়া)**
৪.ইয়াদুল্লাহ (আল্লাহর **হাত)**
৫. খাইরুল আনাম **(সৃষ্টির সেরা)**

[১৫১].*তোহফাতুল আ-বা' **বিমা ওরাদা ফী** তারবীয়াতিল আবনা', ইয়াহ ইয়া বিন সাঈদ আলে শিলওয়ান,২২ পৃঃ।*

৬.নূর নবী (নবীর জ্যোতি)
৭.শাহ জাহান (দুনিয়ার বাদশাহ)
৮.শাহ আলম (জগতের বাদশাহ)
৯. আব্দুস সুবহান (সুবহানের দাস)
১০.গোলাম নবী (নবীর গোলাম)
১১.আব্দুল হুসাইন (হুসাইনের দাস)
১২. ইমাম বখশ্ (ইমামের দান)
১৩. গোলাম রাসূল (রাসূলের দাস)
১৪.জাহাঙ্গীর (দুনিয়া ধারণকারী)
১৫.খাইরুল বাশার (মানুষের মধ্যে উত্তম)
১৬. গোলাম হোসেন (হোসেনের দাস)
১৭. গোলাম দাস্তগীর (হাত ধারণকারীর দাস)
১৮.আশেক আলী (আলীর প্রেমিক)
১৯.জাহীমা (জাহান্নামের নাম)
২০.রাযেক্বা (রুযীদাত্রী)
২১.নূর হোসেন। (হোসেনের জ্যোতি)
২২. নূর আলী (আলীর জ্যোতি)
২৩. ঈমান আলী (আলীর ঈমান)
২৪. সাজ্জাদ হুসাইন (হুসাইনের অধিক সিজদাকরী)

এ ধরণের নাম করণের কারণ হচ্ছে যে পিতা অথবা অভিভাবক জ্ঞাত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা না করে তার বিবেচনায় যে নামটি ভাল মনে হয় তাই রাখেন। কি নাম রাখা হলো তার অর্থ কি কিছুই জানলেন না। কোন শব্দটি সুন্দর, কোন নামের অর্থ সুন্দর এটি অধিকাংশ পিতাগণ গুরুত্ব দেন না। আদরের সন্তানের জন্য একটি শব্দ ভাল লাগলো তাই পিতা নাম রাখল;

গোবরধন,রিপন,নিপু,ঝিনুক জুনাকী ইত্যাদি। আবার কারোর সন্তান বাঁচেনা বলে নাম রাখে, খোলাং-কুঁচি,কানায়,ঘটিং,ঢেলা-মাটি,গোবর,কাঁকড়া ইত্যাদি। ছেলে জীবিত থাকার উদ্দেশ্যে ঐ শব্দে নাম করণ শির্ক। এ ব্যপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক।

আসল নামে ডাকা

অনেকে ঠিক নাম রাখে, কিন্তু,ডাকার সময় সেই নাম বাদ দিয়ে অন্য নামে ডাকে। যেমন,নাম রাখে " আব্দুল্লাহ"কিন্তু ডাকার সময় "পটল" "পচাই"সুহাগী, দুলুনী মোনু, পানু, মেগায়, বুলু, টুলু, টুম্পা আপেল,আনার,লালমানিক, ফুলচান্দ, লালু,ভুলু,কালা,নিলু ইত্যাদি বলে ডাকে। আবার যারা নিজদেরকে সভ্য বা মর্ডান মনে করে তারা রোজী, ডেজী, মিন্টু, রিন্টু,চম্পা,বিউটি,লাভলি বলে ডাকে। যে নামটি আক্বীকাহ দেয়ার সময় রাখা হয় সেটি কাগজেই থেকে যায়,তা ব্যবহার করা হয় না। সাধারণ লোকেরা আসল নাম জানতেই পারে না,জানতে পারে বিয়ে পড়ানোর সময়। কারণ মন ও আধুনিকতার অনুসরণে ইসলামিক নাম আমাদের ভাল লাগে না। এ রকম করা মোটেই ঠিক নয়। বরং যে নাম আক্বীকাহর সময় রাখা হয়েছে সেই নামে ডাকাই উচিৎ।

একাধিক নাম

নাম রাখার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি পরিচিতি। একটি নাম রাখলেও ঐ উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে যায়। সেই জন্য একটি নাম রাখাই উত্তম। তবে একাধিক নাম রাখা বৈধ।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ. (البخاري،362/11، موطأ،168/6،النسائ 489/6، المعجم الكبير ،/ 2154، البيهقي،70/1)

অর্থ, মুহাম্মাদ বিন জুবায়ের বিন মুতএম নিজ পিতা হতে বর্ণনা করেন তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আমার পাঁচটি নাম আছেঃ (১) আমি "মুহাম্মাদ" (২) আমি "আহমাদ" (৩) আমি "আল-মা-হী" যার দ্বারা আল্লাহ কুফরীকে দুরীভূত করবেন। (৪) আমি "আল-হা-শের"যার পদদ্বয়ের সামনে মানুষকে জমায়েত করা হবে এবং আমি সর্বশেষ নবী।[১৫২]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَال ○كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَالْمُقَفِّي وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ.(مسلم،36/12)

অর্থ, আবু মুসা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ নিজ কিছু নাম আমাদের জন্য উল্লেখ করেন। তিনি বলেন; আমি "মুহাম্মাদ" "আহমাদ" "আল-মুক্বাফ্ফী" "আল-হাশের" নাবীউত্ তাওবাহ" নবীউর রহমাহ"।[১৫৩]

---

[১৫২] .বুখারী, ১১ /৩৬২, মুআত্তা ইমাম মালেক,৬/১৬৮,নাসায়ী,৬/৪৮৯,মুজা'মুল কাবীর ২/১৫৪ বাইহাক্বী,১/৭০ পৃঃ।

[১৫৩] .মুসলিম, ১২/৩৬ পৃঃ।

ছেলে-মেয়ের নামের সাথে পিতার নাম

সন্তানের পরিচিতির জন্য তার নামের সাথে পিতার নাম যোগ করা যায়, মায়ের নাম যোগ করা উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (الأحزاب:5)

অর্থ,তাদেরকে (সন্তানদেরকে) তাদের পিতার পরিচয়ে ডাক এটিই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত।[১৫৪]

কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেকে স্ত্রীর পরিচিতির জন্য তার নামের সাথে স্বামীর নাম যোগ করে। এরূপ করা ঠিক নয়।

কতিপয় নামের তালিকা

ছেলেদের নাম (হরফে أ)

أحمد	আহমাদ	অত্যন্ত প্রশংসাকারী।
آدم	আ-দম	প্রথম মানব,মানব জাতির পিতা।
إسحاق	ইসহা-ক্ব	বিশালতা গভীরতা।
أسامة	উসা-মাহ	সিংহ,সাহাবীর নাম
أزهار	আযহা-র	ফুলের সমষ্টি।

[১৫৪]. *আল-আহযাবঃ ৫।*

أسد	আসাদ	সিংহ, সাহাবীর নাম।
أسعد	আসআ'দ	চরম সুখী, সাহাবীর নাম।
أسلم	আসলাম	পরম শান্তি, সাহাবীর নাম।
أسيد	উসাইয়্যিদ	আসাদ শব্দের ক্ষুদ্রবোধক শব্দ।
أشرف	আশরাফ	অত্যন্ত ভদ্র।
أصيل	আসীল	আসল,বিশুদ্ধ,সাহাবীর নাম।
أصغر	আসগর	সর্ব কনিষ্ঠ ।
أطهر	আতহার	পবিত্র,বিশুদ্ধ,পরিচ্ছন্ন।
أظهر	আযহার	অতি স্পষ্ট।
أكرم	আকরাম	চরম সম্মানী, সাহাবীর নাম।
أمين	আমীন	বিশ্বস্ত,বিশ্বাসযোগ্য।
أنس	আনাস	বন্ধু,সঙ্গী।
أيمن	আইমান	ডান দিক বা হাত।
أيوب	আইয়ূব	প্রত্যাবর্তনকারী, এক নবীর নাম।
أمان	আমা-ন	নিরাপত্তা।
أمجد	আমজাদ	অতি সম্ভ্রান্ত,বা সম্মানীয়।

মেয়েদের নাম (হরফে أ)

آسية	আ-সীয়াহ	দৃঢ় খুঁটি।

أسيمة	উসাইমাহ	ইসম শব্দের ক্ষুদ্রবোধক শব্দ।
أميرة	আমীরাহ	রাজকুমারী,সম্পদ শালী মহিলা।
أمنية	উমনীয়াহ	আশা,অভিলাশ।
أمينة	আমীনাহ	বিশ্বস্তা, নির্ভরযোগ্যা।
أنيسة	আনীসাহ	অন্তরঙ্গ বান্ধবী,স্নেহশীলা, সহাবীয়হর নাম।
أديبة	আদীবাহ	সাহিত্যিকা,লেখিকা।
أمامة	উমামাহ	মাতৃত্বের শ্রেষ্ঠতা।

ছেলেদের নাম (হরফে ب)

بشار	বাশ্শার	শুভ সংবাদ দাতা।
بشير	ঊাশীর	শুভ সংবাদ।
بدر	বাদর	পূর্ণিমার চাঁদ।
بسام	বাস্সা-ম	অতি প্রফল্লতা।
بلال	ডবলাল	ভিজা।
بكير	বাকীর	বসন্তের প্রথম দিন।
برهان	বোরহান	দলীল,প্রমাণ।
بكر	বাকর	কম বয়সী,সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে ب)

بلقيس	বিল কীস	সাবা'র রাণী।
بصيرة	বাসীরাহ	জ্ঞান চক্ষু।
بسمة	বাসমাহ	হাসি–খুশি।
بدرية	বাদরিয়াহ	পূর্ণিমা।
بريدة	বুরাইদাহ	শীতল,শীতল স্থান,সাহাবীয়ার নাম।
بشرى	বুশরা'	শুভসংবাদ।
بريئة	বারীআহ	নির্দোষিনী ।
بهيجة	বাহীজাহ	আনন্দময়।
بسرة	বুসরা	কাঁচা খেজুর,সাহাবীয়ার নাম

ছেলেদের নাম (হরফে ت)

تميم	তামীম	পূর্ণাঙ্গ,সাহাবীর নাম।
تمام	তামাম	পরিপূণ, সাহাবীর নাম।
تاج	তা-জ	মুকুট।
توفيق	তাওফীক্ব	ক্ষমতা,শক্তি।
تامر	তামের	খেজুর উপাদক,ব্যবসায়ী।

মেয়েদের নাম (হরফে ت)

تقية	তাক্বীইয়াহ	পরহেজগার।
تمنى	তামান্না	আশা,আকাংখা।
تسليمة	তাসলীমহ	শান্তি।
تذكرة	তাযকেরাহ	স্মরণ।
تثمينة	তাসমীনাহ	মূল্যবান।
تبسم	তাবাস্‌সুম	মুচকি হাঁসি।
تنقية	তানক্বীইয়াহ	নিখাদ।
تزمرة	তাযমিরাহ	দল,গোষ্ঠি,জামাআত।
تكليمة	তাকলীমাহ	কথা বলা।

ছেলেদের নাম (হরফে ث)

ثابت	সাবেত	স্থির,সাহাবীর নাম।
ثاقب	সাক্বেব	আলো,বুদ্ধিমান,তীক্ষ্ণদৃষ্টি।
ثامر	সামের	ফলপ্রদ।
ثمامة	সুমামাহ	এক ধরণের ঘাস, সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে ث)

ثروة	সারওয়াহ	সম্পদ।

ثمرة	সামরাহ	ফল,পরিনাম।
ثبية	সুবাইতাহ	স্থির।
ثرية	সুরাইয়াহ	নক্ষত্র পূন্‌জ।

ছেলেদের নাম (হরফে ج)

جميل	জামীল	সুন্দর, সাহাবীর নাম।
جعفر	জা'ফর	ছোট নদী, সাহাবীর নাম।
جمعان	জামআন	জমাকারী।
جاسر	জাসের	দৃঢ়।
جنيد	জুনাইয়েদ	ছোট সৈন্য দল,সাহাবীর নাম।
جوهر	জওহার	নির্ভেজাল উপাদান।
جيد	জাইয়েদ	উত্তম।

মেয়েদের নাম (হরফে ج)

جمانة	জুমানাহ	মুক্তা, সাহাবীয়ার নাম।
جميلة	জামীলাহ	সুন্দরী।
جوهرة	জওহারাহ	মূল্যবান পাথর।
جسرة	জিসরাহ	সাহসিনী, সংযোগ।

ছেলেদের নাম (হরফে ح)

حازم	হাযেম	দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সাহাবীর নাম।
حسان	হাস্সান	অলংকিতকারী, সাহাবীর নাম।
حبيب	হাবীব	প্রিয়তম,সাহাবীর নাম।
حاطب	হাতিব	কাঠুরিয়া,সাহাবীর নাম।
حبان	হিব্বান	প্রিয় বস্তু,সাহাবীর নাম।
حاتم	হাতেম	দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকারী।
حارث	হারেস	কৃষক,সাহাবীর নাম।
حارس	হারেস	প্রহরী,সাহাবীর নাম।
حماد	হাম্মাদ	চরম প্রশংসাকারী।
حسام	হুসাম	ধারালো তলোয়ার।
حامد	হামেদ	প্রশংসাকারী।
حمدان	হামদান	প্রশংসা সংক্রান্ত।
حماد	হামাদ	প্রশংসা।
حمود	হামুদ	প্রশংসা সংক্রান্ত।

মেয়েদের নাম (হরফে ح)

حامدة	হামেদাহ	প্রশংসাকারিণী।

حليمة	হালীমাহ	ধৈর্যশীলা।
حمنة	হামনাহ	আঙ্গুর,সাহাবীয়ার নাম।
حنة	হান্নাহ	স্নেহ।
حفصة	হাফসাহ	মনোরমা,সাহাবীয়ার নাম।
حشمة	হিশমাহ	লজ্জা।
حسينة	হাসীনাহ	সুন্দরী।
حجحة	হুজ্জাহ	প্রমাণ।
حنونة	হানূনাহ	স্নেহশীলা।
حياة	হায়াত	জীবন।
حميدة	হামীদাহ	প্রশংসিতা।
حواء	হাওয়া’	উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

ছেলেদের নাম (হরফে خ)

خالد	খালেদ	স্থায়ী,সাহাবীর নাম।
خيري	খাইরী	কল্যাণকর।
خضر	খিযর	সবুজ।
خطاب	খাত্তাব	বক্তা।
خليفة	খালীফা	নেতা।
خلاد	খাল্লাদ	বেশী বয়স পর্যন্ত বাঁচা।

Contents

خليف	খালীফ	উপযুক্ত,যোগ্য।

মেয়েদের নাম (হরফে خ)

خديجة	খাদীযাহ	নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে জন্ম গ্রহণকারিনী।
خليقة	খালীক্বাহ	চরিত্রবান।
خصيبة	খাসীবাহ	উর্বর ভুমি।
خولة	খাওলাহ	হরিণী,সাহাবীয়ার নাম।
خليدة	খালীদাহ	স্থায়ী, সাহাবীয়ার নাম।
خليلة	খালীলাহ	বান্ধবী,সখী।

ছেলেদের নাম (হরফে د)

داود	দাউদ	নবীর নাম।
دينار	দীনার	মুদ্রা,সাহাবীর নাম।
داعية	দা'ইয়াহ	আহবাণকারী।
دقيق	দাক্বীক	সুক্ষ্ম।
دحية	দেহিয়াহ	মাটির উপর পানি,সাহাবীর নাম।
دبيس	দুবাইস	খেজুরের পায়েস।

মেয়েদের নাম (হরফে د)

درة	দুর্রাহ	মুক্তা।
دجلة	দাজলাহ	ছোট নদী।
درية	দুররিইয়াহ	চকচকে।
دانية	দা-নীইয়াহ	নিকটবর্তী।

ছেলেদের নাম (হরফে ذ)

ذكي	যাকী	বুদ্ধিমান।
ذو النون	যূননূন	য়ূনুস আলাইহিস্‌সালামের উপাধি।
ذاكر	যাকের	স্মরণকারী।
ذوالكفل	যুলকিফল	দায়িত্বশীল।

মেয়েদের নাম (হরফে ذ)

ذكية	যাকীয়াহ	বুদ্ধিমতি।
ذاكرة	যাকেরাহ	স্মরণকারিণী।
ذكري	যিকরা’	স্মরণিকা।

ছেলেদের নাম (হরফে ر)

رائد	রায়েদ	নেতা।

رشاد	রাশাদ	বিবেকবান,সৎ।
رامز	রামেয	প্রতীক।
رافد	রাফেদ	স্রোত,উপনদী।
راغب	রাগেব	আগ্রহী।
ريحان	ওায়হান	সুগন্ধী গাছ।
رضوان	রিযওয়ান	পরিতোষ,পরিতৃপ্তি।

মেয়েদের নাম (হরফে ر)

راجية	রা-জীইয়াহ	আশাবাদিনী।
راجحة	রাজেহা	পছন্দনীয়া।
رائدة	রায়েদাহ	নেত্রী।
رامية	রা-মীইয়াহ	নিক্ষেপকারিণী।
رابحة	রা-বেহা	লাভকারিণী।
رملة	রামলাহ	বালুকা।
ريمة	রীমাহ	হরিণী।
ريحانة	রাইহা-নাহ	সুগন্ধময় ফুল।
رقيقة	রাক্বীকাহ	কোমল,সাহাবীয়ার নাম।
رزينة	রাযিনাহ	গম্ভীর, সাহাবীয়ার নাম।
رسمية	রাসমীইয়াহ	রীতিসিদ্ধ।

رمانة	রুম্মা-নাহ	ডালিম।
رصينة	রাসীনাহ	অটল ।

ছেলেদের নাম (হরফে ز)

زامل	যা-মেল	সাথী।
زميل	যামীল	সাথী,সহচর।
زيان	যিয়া-ন	সৌন্দর্য।
زياد	যিয়াদ	বারন্ত,অতিরিক্ত,সাহাবীর নাম।
زاهد	যা-হেদ	সংসার অনাসক্ত,পরহেযগার।
زيد	যাইদ	বাড়ন্ত,সাহাবীর নাম।
زكي	যাকী	পবিত্র,বিশুদ্ধ।
زهير	যুহাইর	পুষ্পমুকুল, সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে ز)

زرقاء	যারকা’	নীল।
زهرة	যাহরাহ	ফুল।
زبيدة	যুবাইদাহ	অল্প মাখন।
زكية	যাকীয়াহ	নির্মলা
زينب	যাইনাব	সুগন্ধময় ফুল।

زينات	যিনা-ত	অলংকার,সাজ।
زاهدة	যা-হেদাহ	তাপসী।

ছেলেদের নাম (হরফে س)

سعد	সা'দ	সুখী,সম্মানী,সাহাবীর নাম।
سعيد	সা'ঈদ	সৎ,ভাগ্যবান,সাহাবীর নাম।
سراج	সিরা-জ	প্রদীপ।
سمرة	সমোরাহ	ধূসর রঙ,সাহাবীর নাম।
سجاد	সাজ্জা-দ	অধিক সেজদকারী।
سليل	সালীল	উন্মুক্ততলোয়ার,বংশধর।
سامي	সা-মী	উঁচু,উন্নত।
سلطان	সুলতান	বাদশাহ,সম্রাট,সাহাবীর নাম।
سالم	সা-লেম	নিরাপদ,সাহাবীর নাম।
سعود	সউদ	শুভ,ভাগ্যবান।
سهل	সাহল	সহজ, সাহাবীর নাম।
سلمان	সালমা-ন	নিখুঁত,সাহাবীর নাম।
سنان	সেনা-ন	বর্শা তার ফলা,সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে س)

سخية	সাখিয়াহ	উদার,সাহাবীয়ার নাম।
سعيدة	সা'য়ীদাহ	সুখী,আনন্দময়ী,সাহাবীয়ার নাম।
سلمة	সালমাহ	শান্তিময়ী।
سمية	সুমাইয়াহ	উঁচ্চ।
سمراء	সামরা'	শ্যামবর্ণা।
سميحة	সামীহা	উদার,মহামতি।
سيرين	সীরীণ	মিষ্টি।
سلطانة	সুলতানাহ	মহারাণী,বেগম।
سلوي	সালওয়া	সান্তনা,এক ধরণের পাখি।
سماء	সামা'	আকাশ।

ছেলেদের নাম (হরফে ش)

شبل	শিবল	সিংহশাবক।
شاهد	শা-হেদ	সাক্ষী।
شميم	কামীম	সুগন্ধ।
شريف	কারীফ	সম্ভ্রান্ত।
شجيع	শাজীয়'	সাহসী।
شفيع	শাফীয়'	মধ্যস্থকারী,সুপারিশকারী।

شاكر	শা-কের	ধন্যবাদদাতা, কৃতজ্ঞ।
شكيل	শাকীল	গঠণ।

মেয়েদের নাম (হরফে ش)

شمعة	শামআহ	প্রদীপ।
شيماء	শায়মা'	শরীরের যতি প্রতিক।
شميمة	কামীমাহ	সুগন্ধ।
شفاء	শিফা'	আরোগ্য।
شفيقة	শাফীক্বাহ	করুণাময়ী
شهيرة	কাহীরাহ	প্রসিদ্ধা,বিখ্যাত।
شبيبة	কাবীবাহ	তরুণী।

ছেলেদের নাম (হরফে ص)

صالح	সালেহ	সৎ।
صديق	সিদ্দীক্ব	অতি বিশ্বাসী,সত্যবাদী।
صهيب	সুহেইয়েব	লহিত রঙ,সাহাবীর নাম।
صادق	সা-দেক্ব	সত্যবাদী,বিশ্বাসী।
صابر	সা-বের	সহনশীল।
صفوان	সাফওয়ান	দামী পাথর,সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে ص)

صفية	সাফীইয়াহ	নির্মলা।
صبية	সাবীহা	বালিকা।
صابرة	সাবেরাহ	ধৈর্যশীলা।
صالحة	সালেহা	ধর্মপরায়ণা।
صديقة	সিদ্দীকাহ	সত্যবাদিনী।
صباحة	সাবা-হা	স্নিগ্ধতা
صبأ	সাবা’	পূরবী বায়ু।
صميتة	সুমাইতাহ	নীরব।

ছেলেদের নাম (হরফে ض)

ضامر	যামের	পাতলা।
ضامن	যামেন	জিম্মাদার।
ضحى	যুহা	সূর্যালোক।
ضحاك	যাহ্হাক	অতি হাস্য।

মেয়েদের নাম (হরফে ض)

ضحية	যাহিয়াহ	উপকণ্ঠ।

ضيفة	যাইফাহ	অতিথিনী।

ছেলেদের নাম (হরফে ط)

طارق	তা-রেক্ব	নকক্ষত্র,সাহাবীর নাম।
طلحة	তালহা	এক রমক গাছ,সাহাবীর নাম।
طاهر	তা-হের	পবিত্র,নির্মল,পরিচ্ছন্ন।
طالب	তা-লেব	অন্বেষণকারী।
طريف	তারিফ	বিরল,অপরিচিত।
طلال	তালাল	ঘন বৃষ্টি।
طفيل	তুফায়েল	শিশু,সাহাবীর নাম।
طيب	তাইয়েব	ভাল,পবিত্র।

মেয়েদের নাম (হরফে ط)

طيبة	তাইয়েবাহ	পবিত্রা,উত্তম।
طليحة	তালীহা	কাগজের বান্ডিল,সাহাবীয়ার নাম।
طرفة	তুরফাহ	বিরল।
طاهرة	তাহেরাহ	পবিত্রা।

ছেলেদের নাম (হরফে ظ)

ظهير	যাহীর	সহায়ক।
ظاهر	যাহের	প্রকাশ্য।
ظبيان	যিবইয়ান	হরিণ,সাহাবীর নাম।
ظريف	যারীফ	মার্জিত,রুচিসম্পন্ন।
ظهور	যহুর	উদয়।

মেয়েদের নাম (হরফে ظ)

ظبية	যাবীয়াহ	হরিণী।
ظهيرة	যাহীরাহ	সহায়িকা।
ظريفة	যারীফাহ	মার্জিত।
ظعينة	যা'য়ীনাহ	উটের পিঠের উপর শিবিকা।

ছেলেদের নাম (হরফে ع)

عادل	আদেল	ন্যায়পরায়ণ।
عاقل	আ-ক্বেল	বুদ্ধিমান, সাহাবীর নাম।
عباد	আব্বা-দ	অতি ইবাদতকারী,সাহাবীর নাম।
عاطف	আ-তেফ	আবেগী, স্নেহশীল।
عارف	আ-রেফ	অভিজ্ঞ।

عباس	আব্বা-স	সিংহ,সাহাবীর নাম।
عدنان	আদনা-ন	অধিবাসী।
عديل	আদীল	অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ।
عجلان	আজলা-ন	দ্রুত গতিসম্পন্ন।
عصام	এসাম	চামড়ার পাতলা ফালি,সাহাবীর নাম।
عطية	আতীয়াহ	উপহার।
عمران	ইমরান	বাসস্থান।
عمير	উমায়ের	আয়ূ,সাহাবীর নাম।
عياش	আইয়্যাশ	স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপনকারী,সাহাবীর নাম।
عوف	আওফ	ক্ষমাকারী,সাহাবীর নাম।
علقمة	আল-ক্বালমাহ	যুদ্ধক্ষেত্রে অকুতোভয়,সাহাবীর নাম।
عزام	আয্‌যা-ম	দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
عقيل	আক্বীল	বুদ্ধিমান,বিচক্ষণ,সাহাবীর নাম।
عقبة	উক্ববাহ	পরিণাম,সাহাবীর নাম।
عفيف	আফীফ	সৎ চরিত্র।
عنان	ইনান	মেঘমালা।

মেয়েদের নাম (হরফে ع)

عاطرة	আতেরাহ	সুগন্ধময়ী।

عاطفة	আতেফাহ	কোমল হৃদয়া।
عائشة	আয়েশাহ	প্রাণন্তা,সাহাবীয়ার নাম।
عسيلة	আসীলাহ	মধুমতি।
عزيزة	আযীযাহ	প্রিয়তমা।
عالية	আলেয়াহ	উন্নত,সাহাবীয়ার নাম।
عادلة	আদেলাহ	ন্যায়পরায়ণা।
عفيفة	আফীফাহ	সতী।
عتيقة	আতীক্বাহ	প্রাচীনা।
عائدة	আ-য়েদাহ	প্রত্যাবর্তনকারী।
عصمت	ইসমত	সতী,সংরক্ষিতা।

ছেলেদের নাম (হরফে غ)

غالي	গা-লী	মূল্যবান।
غامد	গা-মেদ	মালবাহী।
غانم	গা-নেম	লাভবান।
غسان	গাস্‌সা-ন	মরুভূমির মধ্যে ক্ষুদ্র জলাশয়,সাহাবীর নাম।
غطفان	গাতফা-ন	রুযীর প্রাচুর্যতা।
غياث	গিয়া-স	সাহায্য

غازي	গা-যী	যোদ্ধা।
غالب	গা-লেব	জয়ী,সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে غ)

غالبة	গা-লেবাহ	বিজয়ীনী।
غالية	গা-লীয়াহ	মূল্যবান।
غيثاء	গাইসাআ'	বৃষ্টি।
غيثة	গাইসাহ	সহযোগিতা।

ছেলেদের নাম (হরফে ف)

فاروق	ফা-রুক্ব	সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।
فاضل	ফা-যেল	সম্মানিত।
فائز	ফা-য়েয	কৃতকার্য।
فطين	ফাতীন	চতুর।
فرحان	ফারহা-ন	আনন্দিত।
فيروز	ফাইরুয	মূল্যবান পাথর,সাহাবীর নাম।
فارس	ফা-রেস	ঘোড় সওয়ার।
فاتح	ফা-তেহ	বিজয়ী।
فرقان	ফুরকা-ন	সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী।

فهيم	ফাহীম	উপলব্ধিকারী।
فؤاد	ফুআ-দ	হৃদয়।

মেয়েদের নাম (হরফে ف)

فريدة	ফারীদাহ	অদ্বিতীয়া।
فرحانه	ফারহানাহ	উল্লাসিতা।
فيروزة	ফাইরুযাহ	মূল্যবান পাথর।
فائزة	ফায়েযাহ	বিজয়িনী।
فهيمة	ফাহীমাহ	উপলব্ধকারিণী।
فائقة	ফায়েক্বাহ	অসাধারণ,উৎকৃষ্টতর।
فصيحة	ফাসীহ	বাকপটু।

ছেলেদের নাম (হরফে ق)

قاسم	কা-সেম	বন্টনকারী।
قابوس	কা-বুস	সুশ্রী।
قائد	কা-য়েদ	নেতা।
قابس	কা-বেস	শিক্ষিত।
قيس	কাইস	অনুমান।

মেয়েদের নাম (হরফে ق)

قريبة	কারীবাহ	নিকটস্থ।
قسمة	কিসমাহ	অংশ,ভাগ্য।
قريرة	ক্বারীরাহ	আনন্দিতা,সন্তুষ্টি।
قائدة	কায়েদাহ	নেত্রী।

ছেলেদের নাম (হরফে ك)

كاظم	কা-যেম	ক্রোধ সম্বরণকারী।
كامل	কা-মেল	পরিপূর্ণ।
كمال	কামা-ল	পরিপূর্ণতা।
كبير	কাবীর	বৃহৎ।
كعب	কাআ'ব	চৌকোণা,সাহাবীর নাম।
كرم	কারাম	উদারতা।

মেয়েদের নাম (হরফে ك)

كريمة	কারীমাহ	উচ্চমনা।
كاتمة	কা-তেমাহ	অপরের দোষ গোপনকারিণী।
كبشة	কাবশা	হাতা বা বড় চামচ।

كنانة	কেনা-নাহ	তীর রাখার খাপ।
كريمة	কারীমাহ	উচ্চমনা,সম্ভ্রান্ত।
كاظمة	কা-যেমাহ	রাগ সম্বরণকারিণী।
كفيلة	কাফীলাহ	দায়িত্বশীলাহ।

ছেলেদের নাম (হরফে ل)

لقمان	লোক্বমা-ন	প্রশস্ত রাস্তা।
لبيب	লাবীব	বিচক্ষণ।
لبيد	লাবীদ	বাসিন্দা,সাহাবীর নাম।
لياقة	লিয়্যাক্বাহ	শক্তি।
ليث	লাইস	বাঘ।

মেয়েদের নাম (হরফে ل)

لينة	লাইয়েনাহ	নরম,কোমল।
لبيبة	লাবীবাহ	বিচক্ষণ।
لبابة	লুবা-বাহ	সারংশ,সাহাবীয়ার নাম।
لطيفة	লাতীফাহ	কোমল হৃদয়া।
ليلى	লাইলা	রাত্রি,সাহাবীয়ার নাম।
لامسة	লা-মেসাহ	স্পর্শকারিণী।

لؤلؤة	লু'লুআহ	মুক্তা।

ছেলেদের নাম (হরফে م)

ماهر	মা-হের	দক্ষ।
مأمون	মা'মুন	নিরাপদ।
ماجد	মা- জেদ	গৌরবময়।
مازن	মা-যেন	সাদা পিঁপড়ে,সাহাবীর নাম।
مبشر	মোবাশ্শির	সুসংবাদ দাতা।
محروس	মাহরুস	সুরক্ষিত,নিরাপদ।
محسن	মুহসিন	নেককার,সাহাবীর নাম।
مجدي	মাজদী	গৌরবময়।
مراد	মুরা-দ	অভিপ্রায়,বাসনা।
مروان	মারওয়ান	শীলা, ছোট পাথর,সাহাবীর নাম।
مغيرة	মুগীরাহ	সাহসী।
ميسون	মাইসূন	উজ্জল তারকা,সাহাবীর নাম।
ميمون	মাইমূন	শুভ,অনূকুল, সাহাবীর নাম।
ممدوح	মামদুহ	প্রশংসিত।
منيب	মুনীব	প্রতার্বতনকারী।
معتصم	মু'তাসিম	দৃঢ়ভাবে ধারণকারী।

منتصر	মুনতাসির	সফলকাম।
مهدي	মাহদী	সৎভাবে পরিচালিত।
مكرم	মুকাররাম	সম্মানিত।
معاذ	মু'আ-য	আশ্রয়প্রার্থী,সাহাবীর নাম।
مساعد	মুসা-ইদ	সহায়ক।
منذر	মুনযের	সর্তকারী,সাহাবীর নাম।
معاوية	মুআবিয়্যাহ	চালাক, সাহাবীর নাম।
مرشد	মুরশিদ	পথপ্রদর্শক।
مصباح	মিসবা-হ	প্রদীপ।

মেয়েদের নাম (হরফে م)

محسنة	মুহসিনাহ	সৎকর্মকারিণী।
مجيدة	মাজীদাহ	গৌরবময়ী।
مديحة	মাদীহ	প্রশংসনীয়া।
مرجانة	মারজ-নাহ	মুক্তা।
مليكة	মালীকাহ	রাজরাণী।
مرزوقة	মারযুক্বাহ	রিযকপ্রাপ্তা।
مزيدة	মাযিদাহ	বর্ধিত।
منيفة	মুনীফাহ	লম্বা,উঁচু।

منيرة	মুনীরাহ	দীপ্তিময়ী।
مشيرة	মুশীরাহ	উপদেষ্টা।
مفيدة	মুফীদাহ	উপকারী।
منارة	মানা-রাহ	আলোক স্তম্ভ।
ماهرة	মা-হেরাহ	পারদর্শিনী
مارية	মা-রীয়াহ	উজ্জল।
مها	মা-হা	বন্য গাভী।
مرضية	মারযিইয়াহ	সন্তুষ্ট।
مليحة	মালীহা	মিষ্টি।

ছেলেদের নাম (হরফে ن)

نايف	না-য়েফ	উন্নত।
ناجم	না-জেম	উদীয়মান।
ناصر	না-সের	সাহায্যকারী।
نبيل	নাবীল	বুদ্ধিমান।
نديم	নাদীম	সাথী,বন্ধু।
نسيم	নাসীম	শীতল হাওয়া।
نعيم	নাঈম	আশীষ,সুখ।
نفيس	নাফীস	মূল্যবান।

نواف	নওয়া-ফ	উচ্চ,চমৎকার।
نوح	নূহ	কান্না।
نيار	নাইয়্যা-র	আলোকিত পথের পথিক,সাহাবীর নাম।
نوار	নাওয়া-র	প্রস্ফুটিত ফুল।
نعمان	নু'মা-ন	এক ধরণের রক্ত,সাহাবীর নাম।
نمير	নুমায়ের	ক্ষুদে বাঘ।
نواس	নুওয়া-স	দুলনা।

মেয়েদের নাম (হরফে ن)

ندية	নাদীয়্যাহ	সমবেত হওয়ার স্থান।
نفورة	নাফুরাহ	ঝর্ণা।
نبيهة	নাবীহা	সচেতনা।
نجلاء	নাজলা	ডাগরচোখা।
نسيمة	নাসীমাহ	শীতল বায়ু।
نظيفة	নাযীফা	পরিচ্ছন্না।
نفيسة	নাফীসাহ	মূল্যবান বস্তু,সাহাবীয়ার নাম।
نصيرة	নাসীরাহ	সাহায্যকারিণী।
نعيمة	নায়ীমাহ	সুখ,প্রশান্তি,আল্লাহর করুনা।
نقية	নাকীয়াহ	নির্মলা।

نورة	নূরাহ	ফুলের রেণু,চুরা পাথর।
نوار	নাওয়া-র	লজ্জাবতী,সাহাবীর নাম।
نوفة	নাওফা	উচ্চ,উন্নত,প্রাচুয্য।
نولة	নাওলাহ	উপহার।
نوال	নাওয়া-ল	উপঢৌকন।

ছেলেদের নাম (হরফে هـ)

هشام	হিশা-ম	উদার,মহৎ,হৃদয়বান,সাহাবীর নাম।
هلال	হিলা-ল	নতুন চাঁদ।
هيثم	হাইশাম	ঈগল।
هاني	হা-নী	সুখী।
هارون	হা-রুন	প্রধান,পাহারাদার।
هداد	হাদ্দা-দ	অধিক সদয়,ধীর,সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে هـ)

هالة	হা-লাহ	সূর্য ও চন্দ্রের প্রভা, কানবালা।
هانية	হা-নীয়াহ	সূখী,প্রফুল্লিতা,আনন্দিতা।
هدى	হুদা	নির্দেশনা।
هاجرة	হা-জেরাহ	দুপর বেলা,হিজরতকারিণী।

هزيلة	হাযীলাহ	পাতলা,কৃশকায়া। সাহাবীয়ার নাম।

ছেলেদের নাম (হরফে و)

وسام	ওয়াসা-ম	পদক,তকমা।
وقاد	ওক্কা-দ	উচ্ছল,দীপ্তিময়।
وثاب	ওস্‌সা-ব	ফুর্তিবাজ।
واثق	ওয়া -সেক্ব	সুনিশ্চিত,প্রত্যয়।
وائل	ওয়া-য়েল	প্রবল বর্ষণ,সাহাবীর নাম।
وقاص	ওয়াক্কাস	ভঙ্গকারী,সাহাবীর নাম।
وسيم	ওয়াসীম	সুদর্শন,লাবণ্যময়।

মেয়েদের নাম (হরফে و)

واجيهة	ওয়াজীহা	সম্ভ্রান্ত নারী।
وجدية	ওয়াজদীয়াহ	অদ্বিতীয়া,তুলনাবিহীন।
وردة	ওরদাহ	গোলাপ।
وافية	ওয়া-ফীয়াহ	ওয়াদা পূরণকারিণী।
وليدة	ওয়ালীদাহ	সদ্য প্রসূত কন্যা।
وسيمة	ওয়াসীমাহ	লাবণ্যময়ী,সুশ্রী।
ولية	ওলীয়াহ	সমর্থক,হিতকামী।

ছেলেদের নাম (হরফে ي)

يزيد	ইয়াযীদ	বৃদ্ধি হবে বা হয়।
يوسف	ইউসূফ	প্রসিদ্ধ নবীর নাম।
ياقوت	ইয়া-কূত	মূল্যবান পাথর।
يونس	ইউনুস	এক নবীর নাম।
ياسر	ইয়া-সির	আরাম।
يحي	ইয়াহইয়া	জীবিত,সাহাবীর নাম।

মেয়েদের নাম (হরফে ي)

يسيرة	ইয়াসীরাহ	আরাম।
يقينة	ইয়াক্বীনাহ	নিশ্চয়তা।
يسمينة	ইয়াসমীনাহ	সুগন্ধ ফুল।
يمينة	ইয়ামীনাহ	ডান দিক।
يسرى	য়ুসরা’	সহজ।

নবীগণের নাম

آدم	আ-দম	আলাইহিস্‌সালাম।

إدريس	ইদরীস	আলাইহিস্‌সালাম।
نوح	নূহ	আলাইহিস্‌সালাম।
لوط	লূত	আলাইহিস্‌সালাম।
هود	হুদ	আলাইহিস্‌সালাম।
صالح	সালেহ	আলাইহিস্‌সালাম।
إبراهيم	ইবরা-হীম	আলাইহিস্‌সালাম।
إسماعيل	ইসমা-ঈল	আলাইহিস্‌সালাম।
إسحاق	ইসহা-ক্ব	আলাইহিস্‌সালাম।
يعقوب	ই'য়াকূব	আলাইহিস্‌সালাম।
يوسف	য়ূসুফ	আলাইহিস্‌সালাম।
أيوب	আইয়ূব	আলাইহিস্‌সালাম।
ذو الكفل	যুলকিফল	আলাইহিস্‌সালাম।
شعيب	শু'য়াইব	আলাইহিস্‌সালাম।
موسى	মুসা	আলাইহিস্‌সালাম।
هارون	হারুন	আলাইহিস্‌সালাম।
داود	দা-উদ	আলাইহিস্‌সালাম।
سليمان	সুলাইমা-ন	আলাইহিস্‌সালাম।
إلياس	ইলইয়া-স	আলাইহিস্‌সালাম।
يونس	ইউনুস	আলাইহিস্‌সালাম।

أليسع	আল-ইয়াসা'য়া	আলাইহিস্সালাম।
ذكريا	যাকারিয়া-	আলাইহিস্সালাম।
يحي	ইয়াহইয়া-	আলাইহিস্সালাম।
عيسى	ঈসা-	আলাইহিস্সালাম।
محمد	মুহাম্মাদ	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

নবীগণের উক্ত নামসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। [১৫৫]

আব্দ বা উবাইদ যোগে নাম

عبد الله	**আব্দুল্লাহ**	
عبد الصمد	**আব্দুস্সামাদ**	
عبد الأحد	**আব্দুল আহাদ**	
عبد العليم	**আব্দুল আ'লীম**	
عبد البر	**আব্দুল বার**	
عبد الأكرم	**আব্দুল আকরাম**	
عبد الإله	**আব্দুল ইলাহ**	
عبد الغفور	**আব্দুল গাফুর**	

*১৫৫. উক্ত তালিকায় অধিকাংশ নাম [নাম করণে ইসলামী পদ্ধতি] পুস্তক (লেখক বাশীর বিন মুহাম্মাদ আল-মা'সূমী) থেকে ও কিতাবুল আসমা' (লেখক শায়েখ আব্দুল হামীদ) **কামুসুল** আসমা' আল্‌আরাবিয়াহ, **শাফীক্ব আল-আরনাউত** থেকে নেয়া হয়েছে।*

عبد الباري	আব্দুল বা-রী	
عبد العظيم	আব্দুল আযীম	
عبد الغني	আব্দুল গানী	
عبد القدوس	আব্দুল কুদ্দুস	
عبد الباطن	আব্দুল বাতেন	
عبد المؤمن	আব্দুল মু'মিন	
عبد القهار	আব্দুল কাহ্হার	
عبد الأول	আব্দুল আওয়াল	
عبد الحفيظ	আব্দুল হাফীয	
عبد البصير	আব্দুল বাসীর	
عبد القوي	আব্দুল ক্বাবি	
عبد القيوم	আব্দুল কাউয়ুম	
عبد الباسط	আব্দুল বাসেত	
عبد المنيب	আব্দুল মুনীব	
عبد الحكيم	আব্দুল হাকীম	
عبد الفتاح	আব্দুল ফাত্তাহ	
عبد الكريم	আব্দুল কারীম	
عبد الوهاب	আব্দুল ওয়াহ্হাব	
عبد اللطيف	আব্দুল লাতীফ	

عبد القدير	আব্দুল ক্বাদীর	
عبد الحق	আব্দুল হক্ব	
عبد المصور	আব্দুল মুসাউয়ের	
عبد القاهر	আব্দুল ক্বা-হের	
عبد المجيد	আব্দুল মাজীদ	
عبد الحليم	আব্দুল হালীম	
عبد التواب	আব্দুত্তাওয়া-ব	
عبد الكبير	আব্দুল কাবীর	
عبد الحي	আব্দুল হাই	
عبد الرؤوف	আব্দুররাউফ	
عبد القادر	আব্দুল ক্বা-দের	
عبد الخبير	আব্দুল খাবীর	
عبد المحيط	আব্দুল মহীত	
عبد الرحمن	আব্দুর রহমান	
عبد السلام	আব্দুস্‌সালা-ম	
عبد الشكور	আব্দুশ্‌শাকূর	
عبد الحميد	আব্দুল হামীদ	
عبد المتين	আব্দুল মাতীন	
عبد الرحيم	আব্দুর রহীম	

Contents

عبد الودود	আব্দুল ওয়াদূদ	
عبد الوكيل	আব্দুল ওয়াকীল	
عبد الجبار	আব্দুল জাব্বা-র	
عبد الجواد	আব্দুল জাওয়াদ	
عبد الرزاق	আব্দুর রায্যা-ক্ব	
عبد الشهيد	আব্দুশ্শাহীদ	
عبد المبين	আব্দুল মুবীন	
عبد المقيت	আব্দুল মুক্বীত	
عبد الجميل	আব্দুল জামীল	
عبد الحسيب	আব্দুল হাসীব	
عبد الرفيق	আব্দুর রাফীক্ব	
عبد النصير	আব্দুন্নাসীর	
عبد الخالق	আব্দুল খালেক্ব	
عبد الرب	আব্দুর রব	
عبد الولي	আব্দুর ওয়ালী	
عبد المطيع	আব্দুল মতী’	
عبد المقتدر	আব্দুল মুক্তাদির	
عبد المقدم	আব্দুল মুক্বাদাম	
عبد المهيمن	আব্দুল মহাইমেন	

عبد السيد	আব্দুস্‌সাইয়েদ	
عبد الملك	আব্দুল মালেক	
عبد الناصر	আব্দুন্নাসের	
عبد الواحد	আব্দুল ওয়াহেদ	
عبد الوارث	আব্দুল ওয়ারেস	
عبد الشاكر	আব্দুশ্‌শাকের	
عبيد الله	উবাইদুল্লাহ	
عبيد الرحمن	উবাইদুররহমান	
عبيد الحق	উবাইদুল হক্ব	

উক্ত নাম গুলি আল্লাহর তার সাথে আব্দ এবং উবাইদ শব্দ যোগ করা হয়েছে।[১৫৬]

খাতনা (মুসলমানী)

খাতনা শরীয়তের একটি বিধান। এটি ইব্রাহীম عليه السلام এর সুন্নাত। তিনি আশি বছর বয়সে খাতনা করেছিলেন।

[১৫৬] *কিতাবুল আসমা' শায়েখ আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী।*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَام وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ. (البخاري ج144/11،مسلم ج67/12.)

অর্থঃ আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন,ইব্রাহীম عليه السلام কাদ্দুম নামক স্থানে আশি বছর বয়সে খাতনা দিয়েছেন।[১৫৭]

নবী ﷺ এর খাতনা

নবী ﷺ এর খাতনার বিষয়ে তিনটি মত রয়েছে;

১. তিনি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নিয়েছিলেন। এর প্রমাণে কয়েকটি বর্ণনা ঃ

عَـنِ ابْـنِ عَبْـدِ الْمَطَّلِـبِ قَـالَ: وُلِـدَ رَسُـوْلُ اللهِ صَـلّىَ اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَخْتُوْنـاَ وَمَسْرُوْراً، فَاعَجَبَ ذَلِكَ جَدَّهُ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ، وَقاَلَ: لَيَكُوْنَنَّ لِابْنِي هَـذاَ شَأْنٌ عَظِيْمٌ. (أبونعيم في الدلائل 192/1، وابن سعد في الطبقات 103/1 وقال الحاكم في المستدرك 602/2 ، وقد تواترت الأخبار في ذلك، وقال الذهبي في التلخيص : ما أعلم صحة ذلك، فكيف يكون متواتراً.)

অর্থঃ ইবনে আব্দিল মুত্তালিব কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসূল ﷺ খাতনাকৃত ও নাভি কর্তন অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। এর জন্য তাঁর

---

১৫৭. *বুখারী-মুসলিম।*

দাদা আব্দুল মুত্তালিব আনন্দিত হন এবং বলেন,আমার এই ছেলেটির বড় সম্মানের ব্যাপার ঘটবে। [১৫৮]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وُلِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْتُوْناً.(كنزل العمال، المتقي الهندي، قال الدارقطي: محمد سليمان كان كثير التدليس، يحدث بما لم يسمع، وربما سرق الحديث، تحفة المودود 209)

অর্থঃ আব্দুল্লাহ বিন **ওমার** কর্তৃক বর্ণিত,নবী ﷺ খাতনাকৃত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। **(কানযুল** উম্মাল মুত্তাক্বী আল-হিন্দী।) ইমাম দারাকুতনী বলেন, এর **পরম্মপরায় মুহাম্মাদ** সুলাইমান রয়েছে **সে** খুব বেশী তাদলীস **(পরম্পরায় গ্যাপ দিয়ে, না শুনে** হাদীস বর্ণনা) করত। এও হতে পারে যে **সে হাদীসটি চুরি করে বলেছে**। সুতরাং হাদীস দুর্বল। [১৫৯]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَرَامَتِيْ عَلَيَّ رَبِّيْ أَنِّيْ وُلِدْتُ مَخْتُوْنًا وَلَمْ يَرْ أَحَدٌ سَوْأَتِيْ. (أبو نعيم في الدلائل 1/ 191، الطبراني في الصغير 145/2، الهيثمي في الزوائد 8/ 224، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع 144/5).

অর্থঃ আনাস বিন **মালেক বলেন** রাসূল ﷺ বলেছেন,আমার রবের আমার উপর কারামত (সম্মান) **হচ্ছে** এই যে আমি খাতনাকৃত অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেছি আমার লজ্জার **স্থান** কেউ দেখেনি। [১৬০]

---

[১৫৮]. আবু নায়ীম,দালায়েল,১/১৯২,ইবনে সা'দ তাবাক্বা-ত,১/১০৩,হাকেম মুস্ড্রদরাক গ্রন্থে ২/ ৬০২ পৃষ্ঠায় বলেন,এ সম্পর্কে মুওয়াতির বর্ণনা এসেছে। ইমাম যাহাবী,তালখীস গ্রন্থে বলেন,এ গুলো সহীহ কিনা জানলাম না তো মুতায়াতির কেমন করে হবে?

[১৫৯]. কান্‌যুল উম্মাল তোহফাহ ফাতুল মাওদুদ ২০৯ পৃঃ।

[১৬০].আবু নায়ীম ফিদ্‌দালায়েল ১/১৯১ পৃঃ, তাবারানী ফিস্‌সাগীর, ২/১৪৫ পৃঃ,হাইসামী ফিয্‌যাওয়ায়েদ, ৮/২২৮ পৃঃ , এ হাদীসটিকে ইমাম আল-বানী দুর্বল বলেছেন, যয়ীফুল জা-মে,৫/১৪৪ পৃঃ

২.সিনা চাক অর্থাৎ বক্ষ অপারেশন করার সময় জিবরীল عليه السلام তাঁর খাতনা দিয়েছিলেন;

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ أَنَّ جِبْرِيْلَ خَتَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ طَهَّرَ قَلْبَهُ.

(الطبراني في الأوسط، الهيثمي في الزوائد 224/8، قال فيه عبد الرحمن بن عيينة وسلمة بن محارب ولم أعرفهما، (تحفة المودود 213،)

অর্থঃ আবু বাকরা কর্তৃক বর্ণিত, জিরীল عليه السلام যখন নবী ﷺ এর আত্মা পবিত্র অর্থাৎ বক্ষ বিদারণ করেন তখন তাঁর খাতনা করেন। (তাবারানী ফিল আওসাত,হাইসামী ফিয্যাওয়ায়েদ, ৮/২২৪পৃঃ তিনি বলেন, এই পরম্পরায় আব্দুর রহমান বিন উইয়ায়নাহ এবং সালামাহ বিন মুহারিব রয়েছে তাদের উভয়কে চিনি না।[১৬১] সুতরাং হাদীস দুর্বল।

৩. তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব সপ্তম দিনে তাঁর খাতনা দিয়েছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَجَعَلَ لَهُ مَأْدَبَةً وَسَمَّاهُ مُحَمَّداً .(تأريخ الإسلام، السيرة للذهبي)

অর্থঃ ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত,আব্দুল মুত্তালিব সপ্তম দিনে নবী ﷺ এর খাতনা দেন,তার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ (ﷺ)।[১৬২]

উক্ত আলোচনার আলোকে ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি বাস্তবতার কাছাকাছি। কিন্তু এ বর্ণনাটিও মুহাদ্দেসীনদের কাছে সহীহ নয়, কারণ এই বর্ণনার পরম্পরায় মুতাওয়াক্কিল বিন আস্সিররী

[১৬১]. *তোহফাতুল মাউদুদ ২১৩ পৃঃ*
[১৬২].*তারিখুল ইসলাম,আসসীরাহ লিয্যাহবী।*

রয়েছে তার বিরুদ্ধে তাঁদের অনেক অভিযোগ রয়েছে। [১৬৩] এই কথা গুলো প্রসঙ্গ ক্রমে এসে গেল।

এখন আমাদের শিশুর খাতনার হুকুম বা বিধানে অবগত হওয়া প্রয়োজন।

খাতনার হুকুম

ফাক্বীহগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন; ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমাদ ছেলেদের খাতনা করাকে ওয়াজিব বলেছেন। তার মধ্যে ইমাম মালেক কঠোরতা অবলম্বন করে বলেন,

مَنْ لَمْ يُخْتَتَنْ لَمْ تَجُزْ إِمَامَتُهُ وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাতনা দিল না তার ইমামতি বৈধ হবে না এবং তার সাক্ষী গৃহিত হবে না। আবার অনেকে ইমাম মালেকের বরাতে বলেছেন যে ইমাম মালেকও খাতনা করাকে সুন্নাত বলেছেন। ইমাম আবু হানীফাহ ও হাসান বাসরী খাতনা দেয়াকে সুন্নাত বলেছেন।

খাতনাকে ওয়াজিব জ্ঞানকারীদের কয়েকটি দলীল;

قوله صلى الله عليه وسلم : أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ. (أبوداود)

অর্থঃ নবী ﷺ এর বাণী, তুমি তোমার কুফরী অবস্থার চুল চেঁছে ফেল এবং খাতনা কর। [১৬৪]

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَسْلَمَ فَلْيَخْتَتِنْ وإِنْ كَانَ كَبِيْراً . (تلخيص الحبير 83/4 ، فيه انقطاع حديث ضعيف)

---

[১৬৩]. *আসসীরাতুন্নববীয়্যাহ টিকা, ১২/১০৭ পৃঃ।*
[১৬৪].*আবু দাউদ ।*

যুহরী কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বলেছেন,যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করবে সে যেন খাতনা করে,যদিও সে প্রাপ্ত বয়স্ক হয়। [১৬৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ الأَقْلَفِ : لاَ يَحُجُّ بَيْتَ اللهِ حَتَّي يَخْتَتِنْ. (رواه اين المنذر ثم قال لا يثبت لأن إسناده مجهول.)

অর্থঃ খাতনা না দেয়া ব্যক্তি সম্পর্কে আবুহুরাইরা ﷺ নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, খাতনা না করা পযর্ন্ত সে বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে না। [১৬৬] ওয়াজিবের প্রমাণে যে বর্ণনা পেশ করা হয়েছে তা সহীহ নয়।

যুক্তির দলীলঃ

১. খাতনা মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যকারী প্রকাশ্য প্রতীক।

২. খাতনা দেয়া ওয়াজিব না হলে লজ্জার স্থান ঢাকা ওয়াজিব, খাতনা করার জন্য তা খুলার অনুমতি বৈধ হত না।

৩. খাতনায় মাল খরচ হয় এবং শিশুর কষ্ট হয়, সুতরাং খাতনা ওয়াজিব না হলে মাল খরচ ও শিশুকে কষ্ট দেয়া জায়েয হত না।

৪. খাতনা না দেয়া হলে লিঙ্গের মাথা চামড়ায় ঢেকে থাকার কারণে পেশাব আটকিয়ে যেতে পারে যার ফলে ওযু ও নামায না হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৫. খাতনা যদি ওয়াজিব না হত তাহলে অঙ্গের চামড়া কর্তন করা জায়েয হত না যেমন জায়েয নয় কান বা নাক কাটা।

৬. খাতনা না করা মুশরিক ও অগ্নি পূজকদের প্রতীক।

---

[১৬৫]. *তালখীসূল হুবাইর,৪/৮৩ , এর পরম্পরা ছিন্ন। বর্ণনাটি দুর্বল ও মুরসাল।*

[১৬৬]. *ইবনে মুনযের,তিনি বলেন, এর পরম্পরা প্রমাণিত নয়; কারণ তাতে অপরিচিত বর্ণনাকারী রয়েছে।*

দলীল সমৃদ্ধ বিধানকে যুক্তি দ্বারা সুন্দর করা যায় কিন্তু কেবল যুক্তি দ্বারা কোন বিধানকে ওয়াজিব বা ফরজ করা যায় না, তার জন্য স্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন।

যারা খাতনাকে সুন্নাত মনে করেন তাদের দলীল;

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : اَلْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَمَكْرَمَةٌ لِلنِّسَاءِ. (أحمد، حديث ضعيف تحفة المودود ص400)

অর্থঃ শাদ্দাদ বিন আওস নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন; পুরুষদের জন্য খাতনা সুন্নাত আর মেয়েদের জন্য সম্মানের বিষয়।[১৬৭] এ বিষয়ে ইমাম ইবনে কাইয়েম তোহফাতুল মাওদুদে" বিস্তারিত আলোচনা করেছেন প্রয়োজন হলে সেখানে দেখুন।

আমার মত হচ্ছে খাতনা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, এর দলীল;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْآبَاطِ.(البخاري248/18 ، مسلم67/2)

অর্থঃ আবু হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি, ফিতরত হচ্ছে পাঁচটি; খাতনা, যৌনাঙ্গের আশেপাশের লোম পরিস্কার, মোচ ছোট, নখ কর্তন এবং বগলের লোম তুলা।[১৬৮]

---

১৬৭. *আহমাদ,হাদীস দুর্বল তোহফাহ ৪০০ পৃঃ।*
১৬৮. *বুখারী,১৮/২৪৮,মুসলিম,২/৬৭ পৃঃ।*

খাতনার সময়

খাতনার সময়ে অর্থাৎ কত বয়সে খাতনা দিতে হবে, তাতে মতভেদ রয়েছে; ইবনে মুনযের বলেন, একটি দল সাত দিনে শিশুর খাতনা দেয়াকে অপছন্দ করেছে। যেমন, হাসান বাসরী ও মালেক বিন আনাস। কারণ তারা এটি ইয়াহুদীদের অনুকরণ মনে করেন।

ইমাম আহমাদ বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু শুনিনি। আল-লাইস ইবনে সা'দ বলেন, ছেলেদের খাতনা সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে হওয়া উচিৎ। মাকহুল ইত্যাদি হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ইব্রাহীম عليه السلام তাঁর ছেলে ইসহাক্বের সাত দিনে ও ইসমাঈলের ১৩ বছর বয়সে খাতনা দিয়েছিলেন। জা'ফর কর্তৃক বর্ণিত, ফাতেমাহ (রাযিআল্লাহু আনহা) তাঁর ছেলের সাত দিনে খাতনা দিয়ে ছিলেন।

ইবনে মুনযের বলেন, এবিষয়ে এমন কোন আদেশ-নিষেধের বর্ণনা আসেনি যার উপর নির্ভর করা যায়। সেই জন্য বিষয়টিতে প্রশস্ততা অবলম্বন করা ভাল মনে করি। দলীল ছাড়া কোন বিষয়কে একান্ত সহীহ বলে মনে করি না।

যারা সাত দিনে খাতনার কথা বলেছেন, তাদের দলীল;

عن جابر رضى الله عنه قال: عَقَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَخَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ .(السنن الكبرى 324/8)

অর্থাৎ, জাবের رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ সাত দিনে হাসান- হুসাইনের আকীকাহ ও খাতনা দিয়েছেন।[১৬৯]

আবার কেউ বালেগ হওয়ার পর খাতনা দেয়ার কথা বলেছে, তার দলীল;

[১৬৯]. *সুনানে কুবরা,৮/৩২৪, তোহফাহ, ১৯১পৃঃ*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتِنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ.(ج 352/19)

অর্থঃ সাঈদ বিন জুবায়ের কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূল ﷺ যখন মারা যান তখন আপনি কার মত (কত বয়স)? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, আমি তখন খাতনাকৃত। আরবরা বুঝতে না শিখলে বা জ্ঞান না হলে ছেলেদের খাতনা দিত না।[১৭০] রাসূলের মৃত্যুকালে ইবনে আব্বাসের বয়সে মতভেদ রয়েছে; যুবায়ের এবং ওয়াকেদী বলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। তায়ালিসী বলেন, "মিনহাতুল মা'বূদ" এর বর্ণায় এসেছে ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, তখন আমার বয়স ছিল ১০বছর। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে; তাঁর বয়স ছিল ১৫।

ইবনে কাইয়েম বলেন, বাচ্চার সাবলক হওয়ার পূর্বে অভিভাবকের খাতনা দেয়া ওয়াজেব। যাতে সে যেন খাতনাকৃত অবস্থায় সাবালক হয়। কারণ খাতনা এমন কর্ম যা ব্যতীত ওয়াজিব কাজ সম্পূর্ণ হবে না। অন্যথায় রাসূল ﷺ পিতাগণকে সাত বছরের ছেলেকে নামাযের আদেশ দিতে বলেছেন এবং দশ বছর বয়সে নামায বর্জন করলে প্রহার করতে বলেছেন। তাহলে কেমন করে বালেগ হওয়ার পর খাতনা দেয়ার জন্য অপেক্ষা করা যাবে? সেই জন্য বালেগ হওয়ার পূর্বে খাতনা দেয়া কর্তব্য।[১৭১]

---

[১৭০]. *বুখারী ১৯/৩৫২ পৃঃ*
[১৭১]. *তোহফাহ,১৮৯ পৃঃ*

ছেলেদের মত মেয়েদের জন্যেও খাতনার বিধান প্রযোজ্য?

রাসূলের বাণীঃ রাসূল ﷺ উম্মে আতীয়াহকে বলতেন,

أَشِمِّيْ وَلاَ تَنْهَكِيْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ لِلْبَعْلِ

অর্থাৎ, অল্প করে কাট বেশী নয়, কারণ এটি মেয়েদের জন্য তৃপ্তিকর ও স্বামীদের জন্য প্রিয়।[১৭২] মেয়েদের খাতনা বলতে যৌনাঙ্গের উপরে মোরগের ফুলের মত চামড়াটি কর্তন করা।

ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, মেয়েদের খাতনায় মতভেদ থাকলেও তাদের খাতনা করা উত্তম। (তুহফাতুল মাওদুদ)

খাতনা অনুষ্ঠান

ইসলামে খাতনা অনুষ্ঠান বলতে কিছুই নেই। এর পরও আমাদের সমাজে অনেকে খাতনা অনুষ্ঠান করে থাকে। এ ধরণের অনুষ্ঠানের পিছনে যদি নেকীর উদ্দেশ্য থাকে তাহলে সেটি মিলাদ অনুষ্ঠানের ন্যায় বিদআত। নেকীর উদ্দেশ্য না থাকলেও সেটি অপচয়। তবে কিছু আত্মীয়ের সমাগম হলে তাঁদের আতিথ্য করণীয়।

কিন্তু আমাদের সমাজে ছেলেদের খাতনার নামে ঘর-পরকে দাওয়াত দেয়া হয়, কেউ কেউ কার্ডও ছাপায়, তাতে অনুষ্ঠানের কর্ম সূচী এবং ভোজন তালিকা দেয়া হয়। ভোজন গ্রহণের জন্য সামিয়ানা টাঙ্গানো ও

---

[১৭২]. *মুগনীল্ মুহতাজ ।*

আসন সাজানো হয় এমনভাবে যে আগে হতে জানা না থাকলে অনেকের মনে হবে বিয়ের অনুষ্ঠান।

অপর দিকে আমন্ত্রিত সভ্যগণ ভাল করে সেজে সঙ্গে হাদীয়া (উপঢৌকন) নিয়ে উপস্থিত হয। অর্থের অসুবিধা থাকলেও রেহাই নেই। কারণ এটি মান-সম্মানের ব্যাপার। যে ছেলেটির খাতনা দেয়া হবে তাকে খাতনার দিনের আগে রাত্রে ভাল আসনে বসানো হয়, সামনে রাখা হয় রকমারি খাবার। খালা, ফুফু, মামা, চাচা ও অন্যরা একের পর এক ছেলেটির সামনে বসে ক্ষীর, মিষ্টি, হালোয়া খাওয়ায়, মাঝে মধ্যে হাসি মজাও হয়, যেমন ছেলেটির মুখে খাবার দিতে গিয়ে তাকে না দিয়ে নিজের মুখে দেয়। এ সময় উপঢৌকনও পেশ করা হয়। এধরণের অনুষ্ঠান অবশ্যই অপচয়।

কেউ বলতে পারে ছেলের খাতনায় একটু সখ-সাধ, আনন্দ করলে তাকে ক্ষতি কি? প্রত্যুত্তরে বলব,সখ-সাধের আর জায়গা নেই? কয়েক ঘন্টার পর হাজাম এসে করবে কচাম, অর্থাৎ লিঙ্গের চামড়া কাটবে। এটি আনন্দের সময়? এটি একটি অপারেশন, এ সময়টি মানুষের চিন্তিত হওয়ার কারণ। সেই জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তার দুআ করা প্রয়োজন, যাতে ঐ কর্ম সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। অপারেশন হবে বলে লোক জুটিয়ে খুশি করা বুদ্ধি মানের কাজ? তবে রোগী দেখার ন্যায় অথবা উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এলে তাঁদের আতিথ্য করা অবশ্যই প্রয়োজন। এ অর্থে ফতওয়া রয়েছে।[১৭৩]

খাতনার ব্যাপারে আমাদের অনেকের ভুল ধারণা আছে যে হাজাম ব্যতীত ডাক্তারের মাধ্যমে খাতনা করানো সুন্নাতের খেলাফ। এ ধারণা ঠিক নয়, কারণ শরীয়তের উদ্দেশ্য হলো খাতনা করানো, হাজাম অথবা ডাক্তারের

[১৭৩] . *ফাতওয়া তিফলিল মুসলিম,ইয়াহ ইয়া বিন সাঈদ শালওয়ান,পৃঃ ৩৫।*

মাধ্যম উদ্দেশ্য নয়। যে মাধ্যমে অধিক নিরাপত্তা পাওয়া যাবে সেটি গ্রহণ করা কর্তব্য। এটি আল্লাহর আদেশ;

﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (سورة البقرة :195)

অর্থাৎ, তোমরা আল-াহর পথে খরচ কর, তোমাদের হাতকে ধ্বংসের দিকে ফেলে দিও না। এবার পাঠক আপনি বলুন, খাতনার ক্ষেত্রে কোনটি অধিক নিরাপত্তা মূলক? হাজাম না ডাক্তার?

নাক-কান ফুড়া

সৌন্দর্যের জন্য মেয়েদের নাক-কান ফুড়া বৈধ। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদের উক্তি রয়েছে। কিন্তু ছেলেদের নাক-কান ফুড়া তিনি ঘৃণা করেছেন। আমি মনে করি ছেলেদের নাক-কান ফূড়ায় খৃস্টানদের অনুকরণ করা হয়,তার জন্য সেটি বৈধ নয়। আর মেয়েরা অলংকার পরিধানের মুখাপেক্ষী। এই উদ্দেশ্যে মেয়েদের নাক-কান ফুড়া জায়েয। ছেলেরা এর বিপরীত। মেয়েদের কান-নাক ফুড়ার স্পষ্ট হাদীস না থাকলেও সহীহ হাদীসের আলোকে তা প্রমাণিত।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا. (البخاري، ج،26/4).

অর্থঃ ইবনে আব্বাস কর্তৃক ﷺ বর্ণিত,নবী ﷺ ঈদুল ফিতরের দিনে দু'রাকাআত নামায পড়েন, তার পূর্বে ও পরে কোন নামায পড়েননি। অতঃপর মহিলাদের নিকটে আসেন, তাঁর সঙ্গে বিলাল ﷺ ছিলেন,

মহিলাদেরকে তিনি দানের আদেশ দেন, যার ফলে মহিলাগণ নিজেদের কানের জিনিস এবং গলার হার খুলে দান করেন। [১৭৪] ইমাম ইবনে কাইয়েম বলেন, কান থেকে জিনিস খুলা প্রমাণ করছে যে সে যুগে মহিলাদের কান-ফুড়া হত।

হে আল্লাহ মুসলিমদের উপকারার্থে যা লেখলাম তা থেকে তুমি তাদের উপকৃত কর এবং আমার এই শ্রমকে আখেরাতের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ কর। আমীন!

[১৭৪]. বুখারী ৪/২৬।

(17) كنز العمال،الهندي.

(18) صحيح الترغيب والترهيب، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

(19) السلسلة الصحيحة، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

(20) الزوائد ، للهيثمي.

(21) إرواء الغليل، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.

(22) شرح السنة، للبغوي.

(23) كشف الأستار .

(24) الطبقات،لابن سعد.

(25) مسند حميدي.

(26) الدلائل، أبو نعيم.

(27) رفع الملم عن أئمة الأعلام.

(28) تاريخ الإسلام.

(29) مغني المحتاج.

(30) التمهيد.

(31) مسند البزار.

(32) فتح الباري. لابن حجر، مكتبة ابن قيم ، القاهرة–مصر.

(33) تحفة الأحوذي، شرح الترمذي،الشيخ محمدعبد

الرحمن المباركفوري، الطبعة الأولى 1410هـ، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.

(34) نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار،محمد بن علي محمد الشوكاني.، الطبعة الأولى1421هـ، مكتبة دار ابن حزم ، بيروت- لبنان.

(35) الروضة الندية شرح الدرر البهية،محمد صديق حسن خان القنوجي ، الطبعة الرابعة 1416هـ ، مكتبة الكوثرالرياض، المملكة العربية السعودية.

(36) المغني لابن قدامة، الطبعة الأولى 1410هـ،مكتبة هجر- القاهرة.

(37) تحفة المودود بأحكام المولود، لابن قيم الجوزية، الطبعة الأولى 1420هـ مكتبة ابن تيمية، القاهرة- مصر.

(38) الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية، عبد العزيز المحمد السليمان، الطبعة الثانية عشرة 1414هـ.

(39) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع،عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، الطبعة الخامسة 1413هـ

(40) التحقيق في مسائل الخلاف ، لابن الجوزي، الطبعة الأولى 1419هـ، مكتبة ابن عبد البر،حلب- دمشق.

(41) السيرة النبوية على ضوء الكتاب والسنة د. مهدي رزق الله ، الطبعة الأولى 1412هـ، مكتبة،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.

(42) المحلى ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، دار الإفاق الجديدة، بيروت، لبنان.

(43) المنة الكبرى شرح و تخريج السنن الصغرى، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي،الطبعة الأولى 1422هـ.

(44) المعظم الوسيط، أبراهيم مصطفى– أحمد حسن الزيات– حامد عبد القادر– محمد علي النجار– المكتبة الإسلامية.

(45) منهاج التسمية في الإسلام، محمد بشير المعصومي.

(46) كتاب الأسماء ، الشيخ عبد الحميد الفيضي.

محتويات الكتاب

52. الختان.

53. ختان النبي صلى الله عليه وسلم.

54. حكم الختان.

55. وقت الختان.

56. هل تختن الأنثى مثل الذكر.

57. حكم حفل الختان.

58. تثقيب الأنف والأذن.

লেখকের অন্যান্য লেখা ও অনুদিত পুস্তক সমূহঃ

১.আমল কবুলের দু'টি শর্ত।
২.সুন্নাতের মর্যাদা ও তার বিরোধীদের হতে সতর্কতা।
৩,বিশ্ব শান্তির দূত।
৪,কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তালাক্ব।
৫.অন্ধের লাঠি।
৬.পবিত্র মক্কার ইতিহাস। (অনুবাদ)
৭.পবিত্র মাদীনার ইতিহাস। (অনুবাদ)
৮.নামায শিক্ষা। (অনুবাদ)
৯. কিয়ামরে ভয়াবহতা। (অনুবাদ)
১০.ঈমান নবায়ণ। (অনুবাদ)
১১. নবী প্রীতি। (অনুবাদ)
১২,জীবিকার চাবি কাঠি। (অনুবাদ)
১৩. মুসলিম কি চার মাযহাবের মধ্যে এক মাযহাব মানতে বাধ্য? ১৪,আল-বিদআত।
১৫.সহু সিজদার বিধান।

أحكام العقيقة والتسمية

المؤلف

محمد مكمل الحق الفيضي



طبع على نفقة فاعل خير يرجو الدعاء له ولوالديه

عام ١٤٣٢ هـ الموافق ٢٠١١ م